যুদ্ধ-ক্ষেত্র

(নাটক)

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার রায়—

প্রণীত।

শ্রাবণ—১৩৩৬।

প্রাপ্তিস্থান—ঘোষ লাইব্রেরী।
বারুইপুর বাজার, পোঃ বারুইপুর,
জেলা ২৪ পরগণা;
ব্রাঞ্চ—১নং সিমলা লেন, কলিকাতা।

মূল্য—১৷৷০ মাত্র।

উৎসর্গ।

যাঁহার আগ্রহে—উদ্যোগে—আনুকূল্যে

এই

ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল—

সেই

বিদ্যোৎসাহী পরমহিতৈষী

অগ্রজপ্রতিম

শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষ—

মহোদয়ের করকমলে

ইহা

সাদরে অর্পিত

হইল।

কয়েকটী কথা।

নাটক লেখার প্রচেষ্টা—আমার জীবনে এই প্রথম; তাহাও বার বৎসর পূর্ব্বে এবং তৎকালোচিত। এতদিন প্রকাশিত হয় নাই, শুধু আমারই শৈথিল্যে—দীর্ঘসূত্রতায়—সাহসের অভাবে।

আমার বন্ধুবর্গের হাতে হাতে ঘুরিয়া ফিরিয়া ইহার নামের সৌরভ এতদূর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে, আর ইহাকে চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। পরে আমারই কোন বন্ধু—পাঠে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তিনি স্বনামধন্য তিনজন রঙ্গালয়াধ্যক্ষের হাতে দেন—(কোন কারণ বশতঃ তাঁহাদের নামোল্লেখ করিলাম না।) যাহাহউক, তাঁহাদের প্রশংসাবাক্যে উৎসাহিত হইয়া পুস্তক প্রকাশের যাবতীয় ভার, ঘোষ লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী—শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষ মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিলাম। ইতি—

গ্রাম—শাসন,
পোঃ—বারুইপুর,
জেলা ২৪ পরগণা।
সন ১৩৩৬ সাল।

বিনীত
শ্রীউপেন্দ্র কুমার রায়।
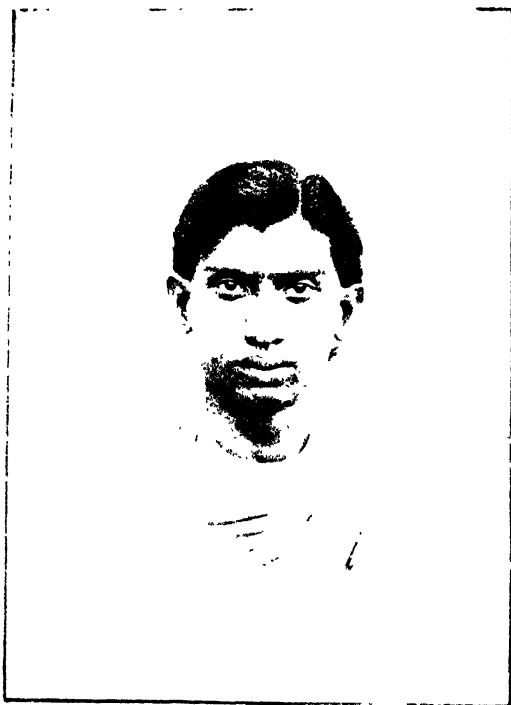
শ্রী উপেন্দ্র কুমার রায়।

পরিচয়।

পুরুষগণ

বালাজিরাও	...	...	পেশোয়া
বিশ্বাসরাও ...	...	...	ঐ পুত্র
মাধবরাও ...	...	...	ঐ ঐ
রাঘব ...	...	...	ঐ ভ্রাতা
সদাশিবরাও	...	...	ঐ পিতৃব্যপুত্র
মলহর রাও ...	...	...	হোলকার
মহাদেবজী ...	...	...	সিন্ধিয়া
পিলাজীরাও	...	...	গাইকোয়ার
সূর্য্যমল্ল ...	...	...	ভরতপুরের জাটরাজ
বীরমল্ল ...	...	...	ঐ পুত্র
গাজিউদ্দিন ..	...	...	মোগল উজির
ইব্রাহিম ...	...	...	স্বজাতিদ্রোহী মুসলমান
আমেদশাহ ...	...	...	আফগানিস্তানের সম্রাট
তাইমুর ...	...	...	ঐ পুত্র
ওয়ালী খাঁ ...	...	...	ঐ সেনাপতি
সুজাদ্দৌল্লা ...	...	...	অযোধ্যার নবাব
নজিবুদ্দৌল্লা ...	...	...	রোহিলাধিপতি
শাহ্ আলম্ ...	...	...	মোগল যুবরাজ
কাশিরাও ...	...	...	নবাবের কর্ম্মচারি
রহমৎ খাঁ ...	...	...	তাইমুরের সেনাপতি

ষেবল	ছদ্মবেশী হিন্দুযোগী
পছন্দ খাঁ	ঐ মুসলমান দরবেশ

মহারাষ্ট্র সৈন্যগণ, আফগান সৈন্যগণ, সভাসদ্‌গণ, পারিষদ্‌গণ, অনুচর গণ, চাটুকার, নাগরিকগণ, ঘেসড়া-সৈন্যগণ, বালকগণ, নবাবসৈন্যগণ, রোহিলা সর্দ্দারগণ ও ভিক্ষুকগণ প্রভৃতি।

রমণীগণ

ঈশ্বরী বাই	পেশোয়াপত্নী
ধীরাবাই	সদাশিবের স্ত্রী
হীরাবাই	দয়ারামের কন্যা
কল্যাণী	সূর্য্যমল্লের কন্যা
মেহেরা ...	সুজাদ্দৌল্লার কন্যা ও বিশ্বাসের অনুরাগিনী
দিলবাহার	আমেদ শাহের বেগম
গোলেন্দু	তাইমুরের প্রণয়িনী

ভারতমাতা, লক্ষ্মী-সরস্বতী, পুরাঙ্গনাগণ, অযোধ্যার বেগম, সখিগণ, বাঁদীগণ, নর্ত্তকীগণ, ঘেসড়ানীগণ, মহারাষ্ট্র-রমণীগণ ও বালিকাগণ প্রভৃতি।

প্রস্তাবনা।

[হিমালয়-শিখরে পুষ্প-মুঞ্জরিত লতা-সিংহাসনে ভারতমাতা
আসীনা, একটু নিম্নে দক্ষিণ শৃঙ্গে হিন্দুযোগী ও
বাম শৃঙ্গে মুসলমান দরবেশ দাঁড়াইয়া,
গিরি-নির্ঝরিনীর সহিত সুর
মিলাইয়া সমস্বরে
উভয়ের গীত]

ঐ ঘন ঘন গরজিছে কেন আজি ভারতাকাশে ?
শুনি দশদিশি গণিছে প্রমাদ কাঁপিছে সে ঘন ত্রাসে।
বহিছে পবন গভীর নিঃস্বনে
ঐ পড়িছে ঝঞ্ঝা হুঙ্কার দানে
অনুভবি বুঝি আসিছে প্রলয় বিভীষণ বেশে।
কাল ঘনোপরি কাল ঘন আসি
উগরিছে ভীম হুতাশন রাশি
ভারত বিভব রাশি গ্রাসিতে সে কাল গ্রাসে।

ভারতমাতা। বৎসগণ!.........

মিথ্যা নয় অনুমান তোমা দোঁহাকার,
ঐ, দেখ, ঐ দেখ চেয়ে ভারত গগনে
ধূমকেতু রূপে আমেদশা আবদালী
দুরানি সম্রাট—হইয়াছে আবির্ভূত
গ্রাসিবারে ভারতের গৌরব তপনে।

অধঃপাত আঁধারের গভীর গহ্বরে
ডুবাইতে সাধ তার জাগিছে হৃদয়ে
চির জনমের মত সোনার ভারতে।

হিন্দুযোগী। কহ মাতা কিবা স্বার্থ বিজড়িত তাহে?

ভারতমাতা। কিবা স্বার্থ? স্বার্থ তার অসীম অনন্ত!
পুনঃ পুনঃ বক্ষোরক্ত শুষি সে রাক্ষস
তবুও অতৃপ্ত তার লোলুপ রসনা;
আরও চায়—আরও চায় পানিবারে।
কত ছলা জানে মায়াবী মারীচ সম;
আমার সন্তানে বাঁধি মায়াপাশে, ইচ্ছা
তার উদিয়াছে কুটিল অন্তরাকাশে।
আমারি সন্তানে কালমুখে দিয়ে ডালি
হইবারে সর্ব্বময় প্রভু উত্তেজিত
করে তারে কামনা রাক্ষসী। পুষিয়াছে
আশাতরু অতি সংগোপনে, সে কুহকে
ভুলি পরশ্রীকাতর দুষ্ট, উপযুক্ত
অবসর করে অন্বেষণ ক্রূরমতি।
বাসনা সফল প্রায় ঘটেছে সুযোগ;
সোদর বিরোধ, উপস্থিত প্রলয়ের
অগ্নি মূর্ত্তি ধরি, দিতে চাহে তাহে দুষ্ট,
ঈর্ষ্যা-ঘৃতাহুতি—ইষ্ট-সিদ্ধি তরে তার।

দরবেশ। কিবা হেতু সংঘটন সোদর বিরোধ?

ভারতমাতা। পূর্ণ ভাবে দাবি করে জননীর কোল
সবে চায় সর্ব্বাগ্রে বসিতে। তেঁই দ্বন্দ্ব
পরস্পর ভ্রাতায় ভ্রাতায়—"হিন্দু মুসলমানে"।

এক স্তন্যে-পুষ্ট, এক জননীর কোলে
লভয়ে বিশ্রাম অহর্নিশ, পরস্পর
দুধভাই—সম্বন্ধ-বিচার। দুইজনে
নয়ন-পুত্তলী মোর—উজ্জল নক্ষত্র।

হিন্দুযোগী ও দরবেশ। কভু না সম্ভবে! সাধ্য কি সে দুর্ম্মতির
ভারতে রটায়ে যাবে কলঙ্কের গাঁথা
বাহুবলে নহে হীন ভারত সন্তান!

ভারতমাতা। সত্য বটে——————————

উভয়ের সমবায়ে কার সাধ্য রহে
স্থির সম্মুখে দোঁহার। একের অভাবে
তৃণ হতে অতি তুচ্ছ,—অতি হেয় গণি।
কালে কালে দেখ্ রে বাছনি! অতীতের
স্মৃতিপটে রয়েছে অঙ্কিত সুগভীরে।
তৈমুর, নাদির বিদেশীয় রাজগণে
কতবার বহায়েছে ঝটিকা প্রবল।
এই বক্ষো পাতি সহিয়াছি কত জ্বালা।
আপন-সন্তান-মুণ্ড ধরি ক্রোড়দেশে
করেছি নীরবে বিমোচন অশ্রুজল।
সন্তান শোণিতে দুষ্টবুদ্ধি শূরগণে
রাঙিয়াছে সর্ব্বাঙ্গ আমার নিদারুণ
শোক গাঁথা ফাটায়েছে দশদিক; যবে
ভারত নারীর লাঞ্ছনার ছিল নাহি
সীমা। অদ্যাপি সে কথা থাকিয়া থাকিয়া
স্মৃতিপটে উঠে জ্বলিয়া,—অমনি অঙ্গ
শিহরিয়া উঠে কর্ণে বাজে অশনির

ঘাত ; মূর্ত্তিমতী সে বারতা দেয় দেখা।
কতবার, টলিয়াছে স্বর্ণ সিংহাসন
মস্তক হইতে কীরিট খসিয়া মম,
করিয়াছে মেদিনী চুম্বন ; হরিয়াছে
অমূল্য রত্নৈশ্বর্য্য—ভুবনে অতুল।

হিন্দুযোগী ও দরবেশ।—
অসহ্য, অসহ্য, মাগো অতি মর্ম্মভেদী !
বৃশ্চিক দংশনে বিষবহ্নি জ্বলে যথা !!

ভারতমাতা। আসি নীচাশয় ধর্ম্ম বুজরুকি ধরি
প্রান্ত-পথে নিয়ে যাবে "মুসলমানগণে"
অবিদ্যাসহায়ে। নিজে কিন্তু নহে তুষ্ট,
ধর্ম্মপথের পথিক, কৌশলে করিবে
নিজ কার্য্য সমুদ্ধার। ভুলি তাহে সবে
স্বীয় হস্তে ভাতৃ-রক্ত করিবে মোক্ষণ,
ফল তাতে হবে এই, নিজ বলক্ষয়।
অচিরে আমারে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বাঁধি,
চিরতরে ডুবাইবে জননী সম্মান।
না হবে উদ্ধার কভু, না পাব নিস্তার,
পালিতে সামর্থ্য ত্যজি দূরদেশে যাবে ;
ভবিষ্যৎ সন্তান সন্ততি অন্ন-বস্ত্র
বিনা করিবেরে হাহাকার, জীর্ণ শীর্ণ
চর্ম্ম বিচ্ছিন্ন প্রেতাকারে ঘুরিবে ধরায়।
মা হ'য়ে কেমনে হেরিব নয়ন দিয়া
সে ভীষণ, বীভৎস্য, সকরুণ দৃশ্য !

হিন্দুযোগী ও দরবেশ।—

কর্ত্তব্য জননী কিবা করুন আদেশ,
পালিবারে নিদেশ তোমার, প্রাণ যদি
দিতে হয় বলি—পিছু না ফিরিব মোরা!

ভারতমাতা। অবধান করাইনু "হিন্দু-মুসলমানে"
পার যদি বাঁধিবারে একতা শৃঙ্খলে
করি অতি দৃঢ়রূপে—যাও তবে ত্বরা?

হিন্দুযোগী ও দরবেশ।
আশীর্ব্বাদ কর মাতা কার্য্য সাধিবারে!

(উভয়ের প্রস্থান)

[লক্ষ্মী সরস্বতীর আবির্ভাব]

লক্ষ্মী ও সরস্বতী।—

কেন দেবি, বিষাদ-বদনা, নিরখিছ
ক্ষীতিতল, নয়নে আসার রাশি ঝরে!

ভারতমাতা। কি কহিব, ভবিষ্যৎ দুঃখ ভাবি মম
অন্তর বিকল। দেবি, পালিব কেমনে
সন্তানসন্ততিগণে—ভবিষ্যতে যারা
লইবে আশ্রয় আমারই ক্রোড়দেশে।
দেশ দেশ হতে আসি পঙ্গপাল দল,
দিল ছারেখারে আমার সোনার ক্ষেত।

লক্ষ্মী ও সরস্বতী।—

আমরা থাকিতে দেবি, কারে কর ডর!
ভাণ্ডার অক্ষয় তব করি দিব মোরা,
তোমারি সুযশ-গাঁথা-গান, শতকণ্ঠে
উঠিবে ঝঙ্কারি—ভরিবে গগনতল।

গীত।

কেন দেবি, বিষাদে মগন ?
কিসের কারণ বল বিবরণ
নীর-ধারে ভাসে দু'নয়ন ?
হিমাদ্রি শোভে শিরে মুকুটাকারে
ধৌত করে পদ সাগর স্বকরে
তব শ্যাম গায় চামর ঢুলায়
মলয় পবন।
গঙ্গা-যমুনাদি তটিনী সকল
তব গুণ গানে করে কল কল
বিবিধ সম্ভারে তোমার ভাণ্ডারে
করে সমর্পণ।

যুদ্ধ-ক্ষেত্র।
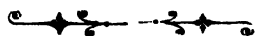
প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পুণা-রাজসভা।

[সিংহাসনে বালাজিরাও, পার্শ্বে মলহররাও, মহাদেবজী,
পিলাজীরাও, রাঘব, সদাশিবরাও, বিশ্বাসরাও,
ও সভাসদ্‌গণ প্রভৃতি যথাযথস্থানে উপবিষ্ট।]

বালাজি। বীরগণ! বৃথা আর কালক্ষেপের প্রয়োজন? সমস্তই আয়োজন যখন, অগ্রসর হওয়াই কর্ত্তব্য। এতদিন আমরা যে সময়ের প্রতীক্ষা করছিলেম সে শুভ সময় এক্ষণে আগত প্রায়। মহারাষ্ট্র-কুল-গৌরব-রবি মহারাজ শিবাজির সময় অপেক্ষা মারাটা সেনা সংখ্যায়, প্রাবল্যে বহুগুণে পুষ্টিলাভ করতঃ শিক্ষাদীক্ষায় অসমসাহসী—সমর-বিদ্যায় সুদক্ষ এতদিনে আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের ভবিষ্যদ্বাণী সফলপ্রায়। মোগল-সাম্রাজ্য একটি প্রাচীন বৃক্ষের বিশুষ্ক কাণ্ড—আব আমরা তার ছেদক। হে বন্ধুবর্গ! পাষণ্ডদের অত্যাচারের প্রতিশোধের, গো-ব্রাহ্মণ-বালকবালিকাগণের রক্ষার এই-ই উপযুক্ত সুযোগ। এ সুযোগ হারালে হয়ত, হয়ত বা কেন?—সারাটি জীবন অনুতাপানলে দগ্ধ হ'তে হবে।

(দেবলের প্রবেশ।)

দেবল। না পেশোয়া, এমন সুযোগ ছাড়বেন না ছাড়বেন না! কখনও না—ভুলেও না—জীবন থাক্‌তে না। শঙ্কর-প্রসাদাৎ গঞ্জিকা সেবনে দিব্যচক্ষু লাভ করে, ভবিষ্যৎপানে চেয়ে বল্‌ছি—এ সুযোগ ছাড়লে নিস্তার আর নেই। তাই বলি পেশোয়া, এ অধমের কথা শুনুন! ভবিষ্যৎ বংশধরের ভিক্ষার ঝুলি বহনের পথটা যা'তে বন্ধ হয় তার চেষ্টা করুন। রক্ষা করুন পেশোয়া, রক্ষা করুন!

বালাজি। (স্বগতঃ) পাগল হলেও মিথ্যা বলেনি। সুযোগ পরিত্যাগ! নাঃ—কিছুতেই না! (প্রকাশ্যে) হে মহারাষ্ট্রগণ, আর কতকাল মোহ-নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাক্‌বে? জাগো, একবার জাগো—নয়ন উন্মীলন কর। মোগলের পৈশাচিক অত্যাচার-কাহিনী স্মরণ করে প্রতিশোধের জন্য উন্মুক্ত তরবারি হস্তে উত্তেজিত হও। ক্ষত্রিয়ের বিন্দুমাত্র রক্ত যদি ধমনীতে প্রবাহিত হয়ে থাকে তবে দেখিয়ে দাও কেমন ক'রে ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন করতে হয়। (সকলের তরবারি উন্মুক্ত করণ) উত্তম!

মহাদেবজী। আদেশ করুন পেশোয়া, কোন্ কার্য্য সাধন করতে হবে! যতক্ষণ একবিন্দু রক্ত সিন্ধিয়ার বাহুদ্বয়ে প্রবাহিত হবে, ততক্ষণ সিন্ধিয়া আপনার আদেশপালনে পরাঙ্মুখ হবে না। হে মহান্ পেশোয়া, সিন্ধিয়ার ধন, সিন্ধিয়ার রাজ্য—সিন্ধিয়ার প্রাণ—সমস্তই আপনার! জগৎ যদি সিন্ধিয়ার বিপক্ষে দাঁড়ায় তথাপি সিন্ধিয়া অচল—অটল—

মলহর। আর আমি পেশোয়া, বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি কিন্তু তবু অসিচালনে অক্ষম নহি!

পিলাজি। যদি অনুমতি হয় তবে আপনার অন্নে পুষ্ট এ দেহ আপনারই কার্য্যে নিয়োজিত ক'রে ধন্য হই।

বালাজি। সাধু, সাধু, তোমাদের সকলেরই উদ্দেশ্য অতি মহৎ—বাক্য দৃঢ়তাব্যঞ্জক! আশা করি তোমাদেরই সহায়তা বলে সমস্ত জনপদ মহারাষ্ট্র পদানত হবে; মহারাষ্ট্রের গৈরিকরঞ্জিত পতাকা নগরে—পর্ব্বতে—অরণ্যে—গিরিদুর্গে—সর্ব্বত্রই উড্ডীন হবে।

রাঘব। কিন্তু মারাঠার আশাভরসা স্রোতের মুখে তৃণের ন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে দূরে নিক্ষেপ করতে যে একটা মূর্ত্তিমান বিঘ্ন দণ্ডায়মান, তার উপায় কি পেশোয়া!

সদাশিব। বীরের হাতে তরবারি থাকতে বিঘ্ন ব'লে নিষ্কর্ম্মা হয়ে ব'সে থাকতে হবে?

দেবল। এ ছাড়া আর উপায় কি বাপু? মনে কর সম্মুখে এক প্রকাণ্ড বিঘ্ন হাতপা ছাড়িয়ে ব'সে আছে। দেখে তাক্ লেগে গেল—হৃৎকম্পও উপস্থিত হ'ল—তখন লেজ গুটিয়ে গর্ত্তের মধ্যে ঢোকা আর মাঝে মাঝে "হা হতোস্মি" ডাকা ভিন্ন আর ত কোন পথ দেখি না!

রাঘব। পাগল পরিহাসের কথা নয়। বিঘ্ন কি জানেন পেশোয়া, বিঘ্ন আফগান-সম্রাট আমেদশা আবদালি।

বালাজি। আমেদ শা! তাই ত—

(জনৈক প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। (অভিবাদনান্তে) হুজুর! মোগল-উজির গাজি উদ্দিন স্বয়ং দ্বারে দণ্ডায়মান। আপনার সাক্ষাৎ ভিখারী।

পিলাজি। মোগল উজির!

মহাদেবজী। গাজিউদ্দিন!

মলহব। সেই শঠচূড়ামণি!

১ম সভাসদ্। (একান্তে) কোন কুটমন্ত্রণা নিয়ে আস্‌ছে না ত?

২য় সভাসদ্। কেমন ক'রে জান্‌বো। আগে আসুক—দেখা যাক্।

৩য় সভাসদ্। সে কি যে সে লোক! তার ইঙ্গিতে বাদশার সউষ্ণীষ টাট্‌কা মাথাটা কাঁধ থেকে খসে একেবারে ধূলায় গড়াগড়ি।

৪র্থ সভাসদ্। চুপ্, চুপ্, শুন্‌তে পেলে কি নিস্তার থাক্‌বে! তখন এ প্রাণ বাঁচানই দায় হবে।

বালাজি। একি, সকলে যে নির্ব্বাক—নিস্তব্ধ! উত্তর দাও? এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য—আহ্বান না প্রত্যাখ্যান?

দেবল। গম্ভীর বদনে বিরাজমান কেন বাবা, উত্তর দাও?

রাঘব। (রাগতস্বরে) দেবল, এ পাগলামির জায়গা নয়?

বালাজি। যাক্ রাঘব, তোর মত?

রাঘব। পেশোয়া! বুদ্ধিশূন্য মস্তিষ্ক আমার—আমি কি ব'ল্‌বো। আমার মতে তাকে আহ্বান করাই উচিত।

মহাদেবজী। বহিঃশত্রুকে বিশ্বাস! তাও আবার গাজি উদ্দিনকে? স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে আপন-স্বজনবক্ষে—শুধু স্বজনবক্ষে কেন?—আপন সন্তানবক্ষে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাত কর্‌তে যে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না—পিতৃতুল্য প্রতিপালকের

বক্ষোরক্তে হস্ত রঞ্জিত করতে যার হৃদয় একটুও টলে না—
তাকে আবার বিশ্বাস!

বালাজি। (হোলকারের প্রতি) আপনার অভিমত?

মলহর। আমার আর অভিমত কি পেশোয়া! যে পাষণ্ড স্বার্থের জন্য সেই অন্নদাতা—ভয়ত্রাতা—পিতৃপ্রতিম বাদ্‌শা আলম্‌-গীরের বক্ষোরক্তে হস্ত কলঙ্কিত করতে সাহস পায়, তার অসাধ্য যে কি পৃথিবীতে আছে তাওত ভেবে পাই না। মুদ্রারাক্ষস চাণক্য অপেক্ষা রাজনীতিশাস্ত্রে কুটবুদ্ধি গাজি-উদ্দিন যে কোন্ অভিপ্রায়ে মহারাষ্ট্রভবনে কোন্ ছিদ্রান্বেষণে আগত, তাই বা কে বল্‌তে পারে? কে জানে গাজিউদ্দিনের উদ্দেশ্য সাধু কি অসাধু!

পিলাজি। শত্রুর উক্তির যখন, তখন ত সেও শত্রুর মধ্যে গণ্য।

মহাদেবজী। নিশ্চয়ই। শত্রুকে বিশ্বাস কি? গৃহমধ্যে কালভুজঙ্গের স্থান দিলে একদিন না একদিন সে আশ্রয়দাতাকে দংশন করবেই করবে।

রাঘব। আর বিষধরের লাঙ্গুল মর্দ্দন করলে সে বুঝি বিনা দংশনে সমস্ত অত্যাচার—সমস্ত অপমান মাথা পেতে নেবে?

বিশ্বাস। পিতা, শত্রুহলেও তাকে আহ্বান করুন! স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্য যদি এখানে তার আগমন বিবেচিত হয় তবে কৌশলে বিদায় করাই শ্রেয়ঃ। আর মারাঠার মঙ্গলের জন্য যদি তার আগমন হয়—অথচ প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে যায় তবে কি ভীষণ ফল হবে বলুন দেখি পিতা? তাকে আহ্বান করুন!

সভাসদ্‌গণ। তবে তাই করুন—অভ্যাগতজনে আহ্বান করুন?

বালাজি। প্রহরী, উজির সাহেবকে সসম্ভ্রমে সভাগৃহে নিয়ে এস।
(প্রহরীর প্রস্থান ও ক্ষণপরে গাজি উদ্দিনের প্রবেশ।)
আসুন উজির সাহেব আসুন! আসন গ্রহণ করে কোন্ উদ্দেশ্যে আপনার আগমন, তা বিবৃত ক'রে আমাদের কৌতূহল নিবারণ করুন!

গাজিউদ্দিন। (অভিবাদনান্তে) পেশোয়া! এই হতভাগ্য এমন অনুগৃহীত হবে স্বপ্নেও ভাবেনি—কল্পনায়ও আন্‌তে পারেনি। মহান্—উদার পেশোয়া! আরও একটু—আরও একটু করুণা-সিঞ্চনে এ তাপিত—উদ্বিগ্ন প্রাণকে শীতল করে চিরদিনের জন্য কেনা করে রাখুন। বড় আশা করে এসেছি, নিরাশ কর্‌বেন না। হে মহান্—দীনহীনের আশ্রয়দাতা—মহারাষ্ট্র-কুল গৌরব!—করযোড়ে একটি ভিক্ষা কর্‌ছি—অসাধ্যও নয়—সামান্য একটু আশ্রয়—

(নতজানু হওন।)

বালাজি। (হাত ধরিয়া উঠাইলেন) কিন্তু আপনি এ যে বড় হেঁয়ালির কথা শোনাচ্ছেন উজির সাহেব! যাঁর আজ্ঞা শতসহস্র দাসে পালন কর্‌তে প্রস্তুত—যার একটি মাত্র তর্জ্জনী হেলনে মোগল-বাদশার সিংহাসন টলটলায়মান—যিনি প্রায় সমস্ত হিন্দুস্থানের একমাত্র হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা—যিনি লক্ষ লক্ষ অনাথার আশ্রয়স্থল—সেই আপনি সামান্য একটু আশ্রয়ের জন্য এত ব্যগ্র!

গাজি উদ্দিন। শুধু নিজের জন্য আসেনি পেশোয়া! সকলে যাতে আশ্রয়-চ্যুত না হয় তারও উপায় কর্‌তে এসেছি। কাল যা ছিল,

আজ তা নাই, আবার আজ যা আছে কাল তার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাবে; এই নিয়তির গতি। নতুবা বীরপ্রসূ ভারতবর্ষ পরের দাসত্বনিগড়ে আবদ্ধ হবে কেন? ঐ দেখুন কাবুলের দিকে চেয়ে দেখুন—দুর্দ্দান্ত আমেদশা অবেদালি লোলুপদৃষ্টিতে ভারতের পানে চেয়ে আছে। বার বার আক্রমণ—বার বার লুণ্ঠন করেও তার আশা মেটেনি; সে ভারতের একছত্র সম্রাট হ'তে চায়। হায়, ভারত আজ সুপ্ত—জানে না তার কি সর্ব্বনাশ! তাই থাক্‌তে পার্‌লেম না—প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ল—ছুটে এলাম। হে মাতৃভূমির একনিষ্ঠ সাধক, দয়া ক'রে একটু সাহায্য করুন—সমস্ত শক্তি একত্র করুন!

বালাজি। সর্ব্বত্র দূত পাঠিয়েছি, কিন্তু কই কেউ ত ফিরে এলনা! তবে কি কেউ জাগ্‌ল না—নিজেদের দুঃখ দূর কর্‌বার জন্য কেউ চেষ্টাও কর্‌বে না—সকলে কি ভুলে গেল?

নেপথ্যে। না পেশোয়া, এখনও ভোলেনি—আর ভোলেনি বলেই এ বৃদ্ধও ছুটে এসেছে। (সূর্য্যমল্লের প্রবেশ)

বালাজি। কে—সূর্য্যমল্ল? এস ভাই! বহুপুণ্যে আজ ভ্রাতায় ভ্রাতায় সাক্ষাৎ—ভ্রাতায় ভ্রাতায় সম্মিলন। কি আনন্দ—কি উল্লাস! (আলিঙ্গন)

সূর্য্যমল্ল। আমি একা নই পেশোয়া! আরও অনেক ভাই ছুটে আস্‌ছে। রাজস্থানের প্রায় সকলে আপনার আহ্বানে আনন্দে অধীর হ'য়ে ছুটে আস্‌ছে।

বালাজি। ধন্য আমি!

সূর্য্যমল্ল। কিন্তু পেশোয়া! অযোধ্যার নবাব আর রুহিলাখণ্ডের অধিপতি – কেউ ত আমাদের সঙ্গে যোগ দিলে না?

বালাজি। আমার দুর্ভাগ্য!

গাজিউদ্দিন। তারা আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার সংকল্প করেছে।

সদাশিব। আদেশ করুন! সর্ব্বাগ্রে আক্রমণ করে অযোধ্যা আর রুহিলাখণ্ড ধ্বংস করি!

গাজিউদ্দিন। তাই কর—শত্রু ধ্বংস কর—

বালাজি। ভারতের অকৃতজ্ঞ সন্তান—ধ্বংস করা একান্ত কর্ত্তব্য! (প্রহরীর প্রবেশ) কি কর্ত্তব্য তোমার?

প্রহরী। (অভিবাদনান্তে) প্রভু! মালবেশ্বরের দূত দ্বারে দণ্ডায়মান।

বালাজি। এ আবার কি গোলকধাঁধা! যাও শীঘ্র নিয়ে এস? প্রহরীর প্রস্থান ও মালবদূতের প্রবেশ এবং অভিবাদন) কি তোমার বক্তব্য—নিঃসঙ্কোচে বল্‌তে পার?

মালবদূত। মহামান্য পেশোয়া! আমেদশার পুত্র পাঞ্জাবাধিপতি তাইমুরের হাতে হিন্দুরাজ মালবেশ্বরের যশ, মান, জাতি ও রাজ্য লোপ হ'তে বসেছে। মালবেশ্বর তাই আপনার সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। আর তিনি তাঁরেই হাতে একমাত্র দুহিতা সম্প্রদান কর্‌বেন, যিনি তাঁকে এই বিপদ হ'তে উদ্ধার কর্‌বেন।

বালাজি। হুঁ—

মহাদেবজী। পরের জন্য নিজেদের বলক্ষয় ক'রে অবনতির পথ পরিষ্কার করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

মলহর। মালবাধিপতি দয়ারাম আমাদের শত্রু। শত্রুর ধ্বংস কেনা

প্রার্থনা করে। আমাদের সঙ্গে মিলিত হ'বার অনেক সুযোগ তাঁকে ত দেওয়া হয়েছিল, হেলায় সে সুযোগ হারিয়েছেন ; এখন আমাদের দোষ কি ?

পিলাজি। নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করেছেন, এখন ফলভোগ অবশ্যই করতে হবে।

রাঘব। তবে যাও দূত, সাহায্যের প্রত্যাশা এখানে নেই ?

মালবদূত। মহামান্য পেশোয়া! তবে কি হিন্দু হ'য়ে হিন্দুর অপমান—হিন্দু নারীর অপমান স্বচক্ষে দেখবেন ? তথাপি প্রতিকার চেষ্টায় একবার অঙ্গুলীহেলনও করবেন না ? তবে তাই হোক্! (প্রস্থান)

বালাজি। য়্যাঁ, চলে গেল। এই কে আছিস্? (প্রহরীর প্রবেশ) শীঘ্র মালবদূতকে ফিরিয়ে নিয়ে আয় ?

(প্রহরীর প্রস্থান)

গাজিউদ্দিন। খোদা! একি মহিমা তোমার প্রভূ! গোলামের উপর এত মেহেরবান্। অন্ধকারে পথ পাচ্ছি না ব'লে হাত ধরে আলোকে এনে পথ দেখাচ্ছেন। (অতি ব্যস্তভাবে) পেশোয়া! পেশোয়া! বড় সুযোগ—সম্মুখে বড় সুযোগ! দানার শিশুকে টিপে মারবার এমন সুযোগ আর পাব না। পিতাপুত্রে মিলিত হ'লে সর্ব্বনাশ হবে, অজস্র হৃদয়-রক্ত ঢেলেও কিছু হবে না!

বিশ্বাস। পিতা! যবনের হাতে হিন্দুর অপমান—হিন্দু-নারীর নির্য্যাতন—হিন্দুকুলে জন্মে আমি নিশ্চেষ্ট থাক্‌বো ?—পার্‌বো না। ক্ষমা কর্‌বেন পিতা! (প্রস্থানোদ্যত)

বালাজি। উন্মত্ত হ'য়োনা পুত্র! (মালবদূতের পুনঃ প্রবেশ) আদেশ কর্‌ছি আমি মালবেশ্বরের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হ'তে!

সদাশিব, এ যুদ্ধে তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের সাহায্য কর! (হোল্‌কারের প্রতি) আপনি বহুদর্শী—বিজ্ঞ—সমস্ত রক্ষার ভার সম্প্রতি আপনারই উপর ন্যস্ত কর্‌লেম। পরিশেষে পাঞ্জাব-জয়ের জন্য আপনিই সেনাপতি। (গাজির প্রতি) আর আপনি সহকারী সেনাপতি। সিন্ধিয়া, গাইকোয়ার, তোমারা কুমারের প্রত্যাবর্ত্তনকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর। সূর্য্যমল্ল, এস ভাই, বিশ্রাম কর্‌বে এস।

(হাত ধরিয়া প্রস্থান)

কেবল। এই আনন্দের দিনে সকলে সমস্বরে বল—জয় পেশোয়ার জয়—জয় হিন্দু-মুসলমানের জয়—

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

লাহোর—প্রমোদকক্ষ।

(তাইমুর, পারিষদ্‌গণ ও নর্ত্তকীগণ।)

তাইমুর। ফূর্ত্তি—চালাও ফূর্ত্তি—দিনরাত ফূর্ত্তি—কই হায় সিরাজি?

১ম পারিষদ্। হুজুর— (মদ্যদান)

তাইমুর। চমৎকার! চালাও নাচ—চালাও গান—!

২য় পারিষদ্। ওগো বিবিসাহেবেরা, একটু টেনে নিয়ে একখানা বার ক'রে ফেল—দিল মাৎ করে দাও!

৩য় পারিষদ্। আর আমরা তোমাদের প্রেমের তুফানে কেবল উঠি আর পড়ি। কই বাবা, এমন তরল নেশাটা যে একেবারে শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেল। জল্‌দি—জল্‌দি—আস্‌মানের

চাঁদেরা, জল্‌দি, নইলে সুলতানের কড়া হুকুমে ফাঁসি যাবে যে!

১ম নর্ত্তকী। যে ফাঁসি গলায় পরিয়েছ মিঞা, প্রাণ ত দিনরাত ত্রাহি ত্রাহি ডাক্‌ছে—আবার ফাঁসি!

তাইমুর। চুপ রও!—

১ম পারিষদ্। খোদাবন্—　(মস্তদান)

তাইমুর। জল্‌দি চালাও! (বার্ত্তাবাহকবেশী গোলেন্দুর প্রবেশ।) কোন্ হ্যায়—ওঃ—কেয়া খবর?

গোলেন্দু। জনাব! হুকুম তামিল কর্‌তে বান্দা কিছুমাত্র ত্রুটী করেনি। কিন্তু—

তাইমুর। চুপ্ রও—'কিন্তু' মৎ বোলো!

গোলেন্দু। হুজুর মেহেরবান্! কিন্তু—

তাইমুর। আবার কিন্তু—ব'লো জল্‌দি!

গোলেন্দু। মালবেশ্বরের কথায় বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লেম না—মনে সন্দেহ হ'ল। গুপ্তভাবে অবস্থান ক'রে জান্‌লেম, রাজপুত-রমণী হীরাবাই ঘৃণার সঙ্গে আপনার তছবীর পদাঘাতে চূর্ণ করেছে।

১ম পারিষদ্। কি—এতদূর—হুজুরের তছবীর!—

২য় পারিষদ্। পদাঘাতে!—

৩য় পারিষদ্। ঘৃণার সঙ্গে!—

তাইমুর। হুঁ—তারপর?

গোলেন্দু। পরে মালবদূতের সঙ্গে দেখা—সে পেশোয়া বালাজিরাও-এর সভায় যাচ্ছে। মারাঠার সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে জনাবের—বেয়াদপি মাফ্ কর্‌বেন—খোদাবন্! গোলাম আর বল্‌তে—

তাইমুর। বুঝেছি এতদূর—ক্ষুদ্র মালব—কুক্কুর দয়ারাম—এত দম্ভ শয়তান!—

গোলেন্দু। বিশ্বাস রাওয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির।

৩য় পারিষদ্। এ্যাঁ! বল কি?

২য় পারিষদ্। তবেই হয়েছে!

১ম পারিষদ্। ও রকম হয়েই থাকে। বীরভোগ্যা ধরণী—রমণী।

তাইমুর। অসহ্য—অসহ্য! না—না, কখনও না—তাইমুর থাক্‌তে না। কোথায় যাবে হীরাবাই! যদি দিগদিগন্তে পালিয়ে যাও—যদি সমুদ্রের অতল তলে আশ্রয় লও—তবুও তাইমুরের হাতে নিস্তার নেই। বিশ্বাসরাও, আজ হ'তে আমি তোমার শত্রু, ঘোর শত্রু—চির প্রতিদ্বন্দ্বী। একফুলে দুটি ভ্রমরের স্থান হয় না! যাও বার্ত্তাবহ, রহমৎ খাঁকে আমার আদেশ জানিয়ে বল—এখনই সমস্ত ফৌজ নিয়ে প্রস্তুত হতে! আর তোমার হাজার আস্‌রফি। যাও, এখনি যাও! সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কেউ যেন মালবের অস্তিত্বের চিহ্নও না দেখ্‌তে পায়। জানে না—কে আমি! প্রচণ্ড সিংহ তাইমুর—সেই আমেদশার পুত্র—যে বার বার ভারতের মাটি রক্তে রাঙা করে দিয়েছে!

গোলেন্দু। জনাব! পাঞ্জা?

তাইমুর। এই নাও! যাও, শীঘ্র যাও!

গোলেন্দু। যো হুকুম! (যাইতে যাইতে স্বগতঃ) তবুও চিনলে না তাইমুর! আচ্ছা দেখা যাক্, জয়ী কে হয়—তুমি কি আমি! (প্রস্থান)

তাইমুর। এই, চালাও স্ফূর্ত্তি—চালাও নাচ!

১ম পারিষদ্। মেহেরবান্! (মদ্যদান)

২য় পারিষদ্। নাও বাবা, একটু স্ফূর্ত্তি করে নেওয়া যাক্। যে রকম্ দেখ্‌ছি তাতে খুব বড় রকম যে একটা লড়াই বাধবে, এটা নিশ্চয়!

৩য় পারিষদ্। শুন্‌লে ত বিবিসাহেবেরা, যদি কাঁধের উপর মাথাটা বজায় রাখ্‌তে পারি তবেই দেখা, নতুবা—

১ম নর্ত্তকী। সে কি গো, অমন কথা কেন? এখনি যে আমরা মূর্চ্ছা যাব।

১ম পারিষদ্। তা রয়ে ব'সে যেও চাঁদ, এখন একটু কোকিল-কণ্ঠের বুলি আওড়ে দিল্‌কে সাচ্চা করে দাও ত মণি?

(নর্ত্তকীগণের গীত)

আমরা তারই সুখে প্রাণ ঢেলে দিই—
নিজের পানে চাই না।
যে আমাদের আদর ক'রে বুকে ধরে—
আর ত কিছু চায় না।
সোহাগে তরল হ'য়ে পড়ি ঢলে চরণ তলে,
(তারে) যতনে হৃদয় পরে রাখি তুলে,
তারে নয়নে নয়নে রাখি—
চোখের আড় যে করি না।
রসিক যে জন এস ছুটে
প্রেমের মধু লও হে লুটে
আমরা কোট-কোট কলি, লাজ ত্যজে ঘোম্‌টা খুলি,
আড় নয়নে হানি নয়না—
তারি তরে প্রাণ ঢেলে দিই—
দুঃখ কিছু রাখি না।

পারিষদ্গণ। সুলতান নিদ্রামগ্ন। এই সুযোগে একটু আমোদ ক'রে নিই এস।

[সকলের তাড়াতাড়ি করিয়া মদ্যপান এবং নর্ত্তকীগণকে ধরিয়া "এস বিবি আমার ঘরে" বলিতে বলিতে টানিয়া লইয়া প্রস্থান]

তাইমুর। (স্বপ্নঘোরে) কি সুন্দর—কি মনোমুগ্ধকর—কি রূপের পসরা! এম্নি এম্নি যুগ যুগ ধরে দেখ্লেও নয়ন তৃপ্ত হবেনা। দাঁড়াও সুন্দরী, কোথা যাও প্রাণপ্রিয়তমে! একি—একি—চলে গেলে—চলে গেলে—! (গোলেন্দুর প্রবেশ) এতই নিষ্ঠুর প্রাণ তোমার? এত ক'রে পায়ে ধরে সাধলেম, তবুও দয়া হ'ল না! না না—এই যে,—এই এই যে সুন্দরী! কি মোহিনী মূর্ত্তিখানি! কোন্ সুনিপুণ চিত্রকরের তুলিকায় এ ছবি অঙ্কিত! এ যে কবির কল্পনা—ভাবুকের ভাবনা! এ যে শত শত গোলাপ কুসুমে এ সুকুমার দেহ রচিত! লাবণ্য কোমল অঙ্গে উছলে পড়ছে। কমলিনী লজ্জায় মাথা নত করে রয়েছে। পুষ্প-ভ্রমে ভ্রমর অধরোষ্ঠ চুম্বনের আশায় ব্যাকুল প্রাণে উড়্ছে। মরি মরি কি সুন্দর! যাঃ চলে গেল—এমন সুখ-স্বপ্ন তাসের বাড়ীর মত ভেঙে গেল! (গোলেন্দুকে দেখিয়া) না না এই যে,—এই যে হীরাবাই—প্রাণময়ী! (ছুটিয়া ধরিতে গেলেন। নেপথ্যে তুরি ধ্বনি ও "আল্লা হো" রবে সৈন্যগণের জয়োল্লাস) এ কার তুরি? কার ফৌজের জয়োল্লাস?

গোলেন্দু। ঘুম ভাঙ্লো সাজাদা?

তাইমুর। হীরা—

গোলেন্দু। দুর্ভাগা আমার, আমি হীরাবাই নই সাজাদা! আমি হতভাগিনী গোলেন্দু—আপনার বাঁদী।

তাইমুর। গোলেন্দু—তুমি—এখানে?

গোলেন্দু। হা বেইমান্! আবার জিজ্ঞাসা কর্‌ছ?

তাইমুর। নারী, আমার এমন সোনার স্বপন কেন ভেঙে দিলে? এ বাঞ্ছিত সুখে কেন বঞ্চিত কর্‌লে? হ'ক এ কল্পনা—হ'ক এ স্বপ্ন—তবু সুখকর! গোলেন্দু, কেন তুমি হীরাবাই হ'লে না? তা'হলে আজ কত সুখ—কত তৃপ্তি! না না শাসন কর্ত্রীর কন্যা! তা'হতে পারে না।

গোলেন্দু। তাই এত ঘৃণা—এত তাচ্ছিল্য! চরণাশ্রয়-প্রার্থিনী ব্রততীকে বার বার পদাঘাতে দূরে ঠেলে দিচ্ছ। অতীতের স্মৃতি মনে পড়ে তাইমুর! বেশীদিনের কথা নয়—অতীত একদিন বর্ত্তমানের সিংহাসনে বসেছিল। একদিন আমার পিতা পাঞ্জাবের মস্‌নদে আরূঢ় ছিলেন। মনে পড়ে?

তাইমুর। যাও আমার বিশ্রামে বাধা দিও না?

গোলেন্দু। তবে যাও তাইমুর, এ বিশ্রামের সময় নয়! তোমার প্রাণ হীরাবিরহ সহ্য কর্‌তে পার্‌ছে না। ঐ শোন! তোমার দক্ষিণ-হস্ত-স্বরূপ রহমৎ খাঁ সমস্ত সৈন্য সমেত জয়োল্লাসে গগন বিদীর্ণ কর্‌ছে।

তাইমুর। তবে তাই যাই। কিন্তু, তুমিও দূর হও! (পদাঘাত) কেমন? (ক্রোধভরে প্রস্থান)

গোলেন্দু। আর কেন, গোলেন্দু, এইখানে তোর সব ফুরাল! আর কার আশায় এ দেহ বহন কর্‌বি? এর শেষই ভাল—শেষ হ'য়ে যাক্। (ছুরিকা উত্তোলন ও পছন্দ খাঁ দরবেশের প্রবেশ এবং হস্তধারণ) কে তুমি? ছেড়ে দাও? যদি রমণী হও, মিনতি কর্‌ছি ছেড়ে দাও! আর যদি পুরুষ হও,

পায়ে ধরে ক্ষমা চাচ্ছি, ছেড়ে দাও! বড় জ্বালা—বড় যাতনা!

পছন্দ খাঁ। মা! আত্মহত্যা করে দোজাকের পথ পরিস্কার করবি কেন? খোদার দেওয়া জীবন বৃথা নষ্ট করবি? এর জন্য কি তোকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না? একবার পারিস্‌নি ব'লে কি বার বার অকৃতকার্য্য হবি? প্রাণে যখন প্রবল পিপাসা জেগেছে, তখন সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে, অদম্য উৎসাহে, কর্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়্! ডুব্‌তে ডুব্‌তে হয়ত, মাণিক তোর হাতে—আপনিই আস্‌বে।

গোলেন্দু। প্রাণে যে আর শক্তি নেই বাবা! এ কঠিন কাজ পার্‌বো কি?

পছন্দ খাঁ। কেন পার্‌বি না মা! চেষ্টা কর্! হয় দেহের পতন, না হয় মন্ত্রের সাধন। আয় মা, আমার সঙ্গে আয়! আমিই তোকে কর্ত্তব্যের পথ দেখিয়ে দিচ্ছি। ভিন্নমূর্ত্তিতে তাইমুরকে প্রতারিত করেছিস্, উৎকোচ দিয়ে দূতকে বশীভূত ক'রে তাইমুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিস্? তখন তুই ত যোগ্যপাত্রী। আমি বল্‌ছি, তুই পার্‌বি। তাইমুরকে পরাস্ত করতে হবে; এ যুদ্ধে মার্হাট্টার সাহায্যে, চিরদিনের অভীষ্ট পূর্ণ কর্‌তে হবে। আয় মা, সময় বড় অমূল্য!

গোলেন্দু। এমন সান্ত্বনা কেউ ত দেয়নি! আফগান-সর্দ্দার! আজ আমি আবার আলোকে এসেছি—বহুদিনের পিতৃশোক আজ আবার নূতন করে জেগে উঠ্‌ল। আজ আমি হারা-নিধি খুঁজে পেয়েছি। চল বাবা?

পছন্দ খাঁ। এস মা!　　　(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য ।

মালব—বিচার-গৃহ ।

[সিংহাসনে বিশ্বাস ও সদাশিব এবং দুইপার্শ্বে হোল্‌কার ও গাজিউদ্দিন প্রভৃতি উপবিষ্ট । শৃঙ্খলিত তাইমুর ও রহমৎখাঁকে ধরিয়া প্রহরীরা দণ্ডায়মান ।]

সদাশিব । কুমার, বন্দীগণের বিচারের ভার আজ তোমার ! ন্যায্য বিচার চাই । এমন বিচার কর্‌বে যে, মুসলমান যেন শিক্ষা পেয়ে যায় ।

বিশ্বাস । তাইমুর, তোমার কিছু বল্‌বার আছে ? ভেবে দেখ, যে কাজ তুমি করেছ, অতি বড় একটা পিশাচেও তা পারে না ।

তাইমুর । কি করেছি ? শত্রু-নিপাত করেছি—মিথ্যাকথার প্রতিফল দিয়েছি—প্রবঞ্চককে দুনিয়ার বক্ষঃ হ'তে তাড়িয়েছি ! বেশ করেছি—শঠ, শয়তান দয়ারাম ! (হীরাবাইএর প্রবেশ)

হীরাবাই । আর কিছু না ? হিন্দু-পুরাঙ্গনার অঙ্গে হস্তক্ষেপ—

তাইমুর । মিথ্যা কথা !

হীরাবাই । মনে থাকে যেন তাইমুর, কা'র সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা কচ্ছ ?

তাইমুর । জানি । কা'র সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা কচ্ছি, খুব জানি । নরাধম, পরপীড়ক দস্যু, অসভ্য কৃষক মারাঠার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বল্‌ছি । আর তোমার ভবিষ্যৎ আশা ভরসা, সেই কাফের বিশ্বাসের মুখের উপর বল্‌ছি ।

হীরাবাই । হিন্দুর সম্মুখে—অম্বুক ম্লেচ্ছের মুখে—হিন্দু-ললনার অপমান ! এখনো তোর জিহ্বা খসে পড়্‌ছে না ! রাজপুত রমণীর দেহ, যবনের উচ্চ কীর্ত্তিস্তম্ভ চূর্ণ কর্‌বার শক্তি ধরে কি না দেখে নে—কুক্কুর ! এই শাণিত ছুরিকা পিতৃহত্যার প্রতিশোধ—[আর বলিতে পারিলেন না । তাইমুরের

বক্ষঃ লক্ষ্য করিয়া ছুরিকা উত্তোলন —ক্ষাপ্রহস্তে বিশ্বাসরাও এর হীরাবাইএর হস্ত ধারণ।]

বিশ্বাস। ক্ষান্ত হও নারি! এ শাস্তি যথেষ্ট নয়। এমন শাস্তি দিতে হবে যা আজীবন মনে থাক্‌বে। সে অতি ভীষণ শাস্তি! হতভাগ্য তাইমুর! যে মারাঠাকে এত নীচ ব'লে ঘৃণা কর, সেই মারাঠার অনুকম্পা-প্রদত্ত তুচ্ছ জীবন নিয়ে চলে যাও!

তাইমুর। দস্যুর মত অতর্কিত অবস্থায় আক্রমণ কর্‌তে যারা সঙ্কোচ বোধ করেনি, তাদের কাছে তাইমুর অনুকম্পা ভিক্ষা করে না! ওঃ! সম্মুখ-সমরে যদি পেতেম উপযুক্ত প্রতিফল না দিয়ে তাইমুর ক্ষান্ত হ'ত না।

বিশ্বাস। বন্দীর মুখে এ স্পর্দ্ধা শোভা পায় না। তুমি যখন মালব আক্রমণ করেছিলে তখন অতর্কিত অবস্থায় আক্রমণ করনি? বল্‌তে লজ্জা করে না? ছি ছি তুমি না বীর! যাক্‌, তোমার কিছু প্রার্থনা আছে? থাকে শীঘ্র বল, নতুবা দূর হও! যাও—দাঁড়িয়ে রইলে যে? তুমি মুক্ত। সপ্তাহকাল সময় দিলাম, যথাসাধ্য প্রস্তুত হওগে! মার্হাট্টার আক্রমণ হতে পার আত্মরক্ষা ক'র!

সদাশিব। বীরযোগ্য বাক্য।

গাজি। এ কি বিচার কুমার!

বিশ্বাস। এ বিচার নয়, বীরের ব্যবহার! (নেপথ্যে—"বিচার চাই কুমার, বিচার চাই।" বলিতে বলিতে পছন্দ খাঁর প্রবেশ।) কে তুমি? তুমি ত আফগান-সর্দ্দার!

পছন্দখাঁ। মহিমান্বিত পেশোয়া-পুত্রের নিকট আমার অন্য পরিচয়— আমি মারহাট্টা সৈন্যের সাহায্যকারী—

বিশ্বাস। তুমি কি সেই পছন্দ খাঁ?

পছন্দ খাঁ। হাঁ, আমি সেই পছন্দ খাঁ। আমি বিচার চাই—বন্দীর দণ্ড কামনা করি। কেন চাই?—এই পিশাচ আমার কন্যাকে বিবাহ ক'রে, ভালবাসার তার চমৎকার প্রতিদান দিত। আর্ত্তা নারী করুণা ভিক্ষা কর্‌লে, তার পরিবর্ত্তে পেতো শুধু পদাঘাত। শয়তানের ব্যবহারে প্রফুল্ল গোলাপ শুকিয়ে ঝরে গেল। ওহো-হো কুমার! বিচার চাই—

বিশ্বাস। তাইমুর, এত নীচ তুমি? চণ্ডাল যে তোমাপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ।

তাইমুর। (স্বগতঃ) কে এ পছন্দ খাঁ? এর কন্যাকে আমি বিবাহ করেছি! বিশ্বাস হয় না! তবে একজন আমায় ভালবাস্‌ত বটে, কিন্তু সে ত পূর্ব্বতন পাঞ্জাব-শাসনকর্ত্তার কন্যা—গোলেন্দু। অবলার উপর বড় নির্দ্দয় ব্যবহারই করেছি।

পছন্দ। কি ভাব্‌চ তাইমুর! রমণীর উপর গর্হিত আচরণের কথা! লোকে পশুর উপর এরূপ ব্যবহার করেনা।

তাইমুর। অনুগ্রহ করে বলুন, আপনার কন্যার নাম কি?

পছন্দ। তার নাম ত তোমার অবিদিত নেই! স্মরণ যদি না থাকে, তবে শোন! তার নাম গোলেন্দু—

তাইমুর। গোলেন্দু!

পছন্দ। আশ্চর্য্য হচ্ছ যে? সে যেমন তোমায় ভাল বেসেছিল তুমি তার একাংশও বাসনি। সে প্রাণ দিয়ে ভালবেসে গেছে, আর মূর্খ তুমি, তার প্রতিদান স্বরূপ তাকে চরণে দলিত করেছ; একটী অর্দ্ধ-ফোটোন্মুখ কুসুম অকালে ঝরিয়ে দিয়েছ।

তাইমুর। (নতজানু হইয়া) বিশ্বাস বিচার কর ভাই, অপরাধী আমি, ন্যায় বিচার ক'রে যে শাস্তি আমায় দেবে, অম্লান-

বদনে তা আমি, মাথায় তুলে নোব'। আজ আমি দিব্যচক্ষু পেয়েছি, তাই দেখ্‌ছি,—এতদিন সুধাভ্রমে গরলের উদ্দেশে ছুটেছি—স্বর্ণভ্রমে কাঁচের আদর করেছি—অমরার পারিজাত হাতে পেয়ে দলেছি—অন্ধ আমি জহরতের মূল্য বুঝিনি! ওহো নারী-হন্তারক আমি, দাও—দাও—শাস্তি দাও!

বিশ্বাস। প্রাণে প্রাণে নিজের ভ্রম বুঝ্‌তে পার্‌ছ তাইমুর? নিজের ভাগ্য-বিধাতাকে সুপ্রসন্ন রাখ্‌তে পার্‌লেনা বড়ই অভাগা তুমি! শত্রু হ'লেও তোমার অবস্থা দেখে চক্ষু ফেটে অশ্রু বেরুচ্চে। তোমার উপর আমাদের আর তিলমাত্র অধিকার নেই। এক্ষণে পছন্দ খাঁর করুণাভিক্ষা কর?

তাইমুর। বিশ্বাস রাও! আজ তোমার এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর মৃত্যু হ'ল। ঘোর শত্রুতার মাঝখান দিয়ে এমন একটি হৃদয়ের উন্মেষ হয়েছে যে, সে হিংসা-দ্বেষ সব ভুলেছে। খোদা! আর আমায় অন্ধকারে রেখনা—আলো দেখাও প্রভু! (হীরাবাইএর প্রতি) তোমার উপর বড় নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছি! আমিই তোমার পিতৃহন্তা। এই নাও বুক পেতে দিচ্ছি—প্রতিশোধ নাও!

হীরাবাই। হিন্দুরমণীর প্রতিশোধ, ক্ষমা! শোকে আত্মহারা হয়েছিলেম, তাই অনেক কটু বলেছি—ক্ষমা কর্‌বেন সুলতান?

তাইমুর। মহাপাষণ্ড আমি—হিন্দুধর্ম্মের আসন কত উচ্চে বুঝ্‌তে পারিনি—অজ্ঞান আমি! ভাই বিশ্বাস, বড় রূঢ় বলেছি, মাপ্‌ ক'রো ভাই! আর যদি পার, (হীরাবাইকে দেখাইয়া) এই হার গলায় প'রো! বিপদে ধৈর্য্য—সম্পদে শান্তি দান কর্‌বে। এইবার চল পছন্দ খাঁ, তোমার বন্দী আমি, যেখানে নিয়ে যাবে, সেইখানে যাব।

পছন্দ। কুমার, সর্ব্বশক্তিমান খোদা তোমার মঙ্গল করুন! এস বন্দী।

তাইমুর। যদি আমি হিন্দু হতেম, আর হীরা, তুমি যদি আমার ভগ্নি হতে, তা'হলে আজ একটা আশা পূর্ণ কর্‌তেম। বিশ্বাস-রাওয়ের হাতে তোমায় স'পে দিয়ে খোদার আশীষ ভিক্ষা ক'রে বল্‌তেম—তোমরা সুখী হও!

[তাইমুর ও পছন্দ খাঁর প্রস্থান]

হীরাবাই। একি দেখিয়ে গেলে তাইমুর!

বিশ্বাস। চমৎকার জয়লাভ! রহমৎ খাঁ যাও তুমি মুক্ত! তোমার প্রভুর অনুগমন ক'রে পাঞ্জাব-রক্ষার চেষ্টা কর! আমরা শীঘ্রই আক্রমণ কর্‌বো। প্রহরী, শৃঙ্খলমুক্ত কর!

(প্রহরীর তথাকরণ)

রহমৎ। হাত পা ভেঙে রেখেছেন জনাব! কেমন ক'রে সুলতানকে রক্ষা কর্‌বো? আমার প্রায় সমুদয় সৈন্য আপনার বন্দী।

বিশ্বাস। এইমাত্র! এই কে আছিস্, বন্দী আফগান সৈন্যদের নিয়ে আয়! (প্রহরীর তথাকরণ) এখনই বন্ধন খুলে দাও! যাও বীরগণ! সেনাপতির সঙ্গে স্বদেশরক্ষার্থে প্রস্তুত হওগে।

("কুমারের জয় হোক্। মারহাট্টার জয় হোক্।" বলিতে বলিতে রহমৎ ও সৈন্যগণের প্রস্থান। হোলকারের প্রতি) আপনি এ যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি। আর উজির সাহেব। আপনি সহকারী সেনাপতি!

মলহর। যে কার্য্যের ভার দিয়েছ কুমার! প্রাণপণে সে কার্য্য-সাধন কর্‌বো। (প্রস্থান)

গাজি । শত্রুকে ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা সহজসাধ্য হবে না ।

প্রস্থান)

বিশ্বাস । (হীরার প্রতি) এ রাজ্য এখন আপনার !

সদাশিব । এ কি রকম কথা যুবরাজ !

বিশ্বাস । আমি যখন-মালব-পতিকে রক্ষা করতে পারিনি তখন—

হীরা । তবে ও চরণে অভাগিনীর স্থান হবে না ?

(নেপথ্যে)—কে বলে হবে না ?

[ধীরাবাইএর প্রবেশ ।]

সদাশিব । এ কি ধীরা ! তুমি এখানে ?

ধীরা । প্রভু যখন এখানে, তখন দাসী এখানে আসবে তার আশ্চর্য্য কি ?

সদাশিব । মহারাষ্ট্র-পুরাঙ্গনা হয়ে—?

ধীরা । তাতে ক্ষতি কি ? আবশ্যক হ'লে পুরাঙ্গনা ছদ্মবেশে স্বামীর পার্শ্বচর রূপে—

সদাশিব । ছদ্মবেশী ?

ধীরা । প্রয়োজন হলে বীরাঙ্গনার নিকট নূতন নয় । হিন্দু-ললনার রক্ষার জন্য হিন্দু-রমণীর প্রাণ না কেঁদে থাকতে পারে না !

(হীরার প্রতি) এস মা !

(হীরা ও ধীরার প্রস্থান)

[উভয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চাহিয়া রহিলেন]

চতুর্থ দৃশ্য

অরণ্যস্থ ভগ্ন মসজিদের সম্মুখভাগ।

তাইমুরের প্রবেশ।

তাইমুর। বড় জ্বালা বুকে নিয়ে অভিমান ভরে চলে গেছে। মস্ত একটা দুঃখের বোঝা নামিয়ে দিয়ে হজরতের নাম নিতে নিতে খোদার আশীষ মাথায় নিয়ে শান্তির কোলে আশ্রয় নিয়েছে। বড় ব্যথায় ব্যথিত সে বড় জ্বালা রাতদিন তার অন্তরে তুঁষের আগুণ জেলে দিয়েছে—জুড়িয়েছে সে জুড়িয়েছে! এই তা'র শেষ বিশ্রাম-স্থান। মুকুলেই কুসুম শুকিয়ে গেছে, ফুটতে পেলেনা। যে নেত্রে প্রেমের উৎস বহিত, যে ওষ্ঠাধরের প্রত্যেক স্পন্দনে সজীব প্রেমভাব ফুটে উঠ্‌ত,যে মাধুর্য্যময়ী মুখ-শতদল শতবার দর্শন করেও নয়নের তৃপ্তি হ'ত না. সে নেত্র চিরদিনের মত মুদ্রিত, সে আনন বিবর্ণ, সে ওষ্ঠাধর নিস্পন্দ। কেন? কার জন্য?—আমার জন্য? কি করেছি আমি? যার সঙ্গে জীবন একসূত্রে গাঁথা থাক্‌বে, যার সুখে আমার সুখ, যার দুঃখে আমার জীবন আঁধার হয়ে যায়, তার ভালবাসার পরীক্ষা কর্‌তে গিয়েছিলেম! অপরাধ করেছি। অভিমানিনী! চলে গেলি? গোলেনুর! প্রিয়তমে! সূর্য্যের কিরণে চক্ষু ঝল্‌সে গিয়েছিল, স্নিগ্ধ-জ্যোৎস্নার মূল্য বুঝ্‌তে পারিনি। চাঁদের জ্যোতিঃ নিভে গেছে—রূপের মোহ টুটেছে—এবার তোর মূল্য বুঝেছি! এস এস গোলেনুর! একবার দেখা দাও প্রিয়তমে! এ দগ্ধ-হৃদয়ে তোমারই শান্তিমাখা-কর বুলিয়ে দিয়ে সুশীতল কর প্রাণাধিকা! (পছন্দখাঁর প্রবেশ)

পছন্দ। তাইমুর,—শাস্তিগ্রহণের জন্য প্রস্তুত হও ?

তাইমুর। দাও দাও ফকির, শাস্তি দাও! এ জ্বালা সহ্য অপেক্ষা প্রাণদণ্ড সহস্রগুণে শান্তিময়! যখনই তার কবরের দিকে দৃষ্টি পড় ছে—প্রাণ হাহাকার ক'রে কেঁদে উঠ ছে।

পছন্দ। তাকে পদাঘাত করতে প্রাণ ত একবারও একটুকু কাঁপেনি —হৃদয় ত একটুও টলেনি? এখন শোক করলে চল্‌বে কেন ?

তাইমুর। পছন্দ খাঁ, ফকির তুমি, ভালবাসার কি জান্‌বে? প্রেমের মহিমা কি বুঝ বে? জীবিতাবস্থায় তা'কে যদি ভাল না বাস্‌তেম ত, তার কবরের কাছে এসে তাকে কবর ফুঁড়ে উঠ তে ডাক্‌বো কেন? তার মৃত্যুতে আমার প্রাণ হাহাকার ক'রে উঠ বে কেন? আমার সব শেষ হ'য়ে গেল! দরবেশ, সে শুধু আমায় ভালবাস্‌ত নয়, আমিও তাকে ভাল বাস্‌তেম্। তবে প্রত্যাখ্যান, ঘৃণা—শুধু তার পরীক্ষার জন্য। এ তার রূপের মোহ কিনা, সাম্রাজ্ঞী হবার লোভ কি না, তাই দেখবার জন্য! আজ সে চলে গেছে, তাইমুর তার স্মৃতি বুকে ধরে জীবন কাটিয়ে দেবে, সেও ভাল, তবু মিথ্যা যা তা বরণ ক'রে নেবে না। তাইমুর প্রাণ চায়, প্রতারণা চায় না।

পছন্দ। এতদিন ধরেও এ আসল কি নকল বুঝ তে পারনি ?

তাইমুর। কেমন ক'রে বুঝ বো—কেমন ক'রে জান্‌বো! অপরীক্ষিত বস্তু তুমিও কি পরীক্ষা না করে জান্‌তে পার এ আসল কি নকল? অপরাধ করেছি তাই এ শাস্তি! এর চেয়ে আর কি শাস্তি দেবে পছন্দ খাঁ?—নাঃ—বন্দী আমি— শাস্তি দাও।

পছন্দ। তবে অপেক্ষা কর তোমার মৃত্যুদণ্ড আন্‌ছি ?

(প্রস্থান ও অবগুণ্ঠনাবৃতা গোলেন্দুকে লইয়া প্রবেশ।)

তাইমুর। গোলেন্দু—গোলেন্দু !

পছন্দ। সাবধান তাইমুর, কুমারী কন্যার অপমান ক'রো না !

তাইমুর। অপমান—না না—তার স্বরূপ দেখে, মুহূর্ত্তের জন্য আনন্দে প্রাণ উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছিল, এখন দেখ্‌ছি সব ভুল !

পছন্দ। উত্তম, এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত কর তাইমুর ! তুমি যেমন তার আকুল প্রেম-প্রত্যাখ্যান ক'রে তার হৃদয় ভেঙে দিয়েছ—এর পাণিগ্রহণ ক'রে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর !

তাইমুর। আর একেও যদি খেয়ালের বশে পদাঘাতে দূর ক'রে দিই ?

পছন্দ। সাধ্য কি, প্রাণে যার অন্যায়ের জন্য অনুতাপ জেগেছে, কখনও কি পুনরায় সে তাই কর্‌তে পারে ! তাইমুর, পার, সাধ্য থাকে দাও !

তাইমুর। দয়া কর—ক্ষমা কর পছন্দ খাঁ ! এ কঠোর শাস্তিবিধান না ক'রে আমায় অন্য শাস্তি দাও ?

পছন্দ। ক্ষমা ? অসম্ভব ! এ নিষ্ঠুরতার ক্ষমা নেই।

তাইমুর। তবে তাই হোক্‌। গোলেন্দু, তোমার জন্য আমি নিজেকে বলি দিলেম, আমার অপরাধ নিওনা। দরবেশ ! এ পাণিগ্রহণে আমি সম্মত—কিন্তু এর প্রতিদান দিতে যদি অক্ষম হই,—তাহ'লে আমায় দোষ দিও না।

পছন্দ। খোদার আশীষ-বাণী তোমাদের উপর বর্ষিত হোক্‌—প্রেমের উজ্জ্বল স্পর্শে অন্তরের মলিনতা বিদূরিত হ'য়ে যাক্‌—তোমরা সুখী হও !

(প্রস্থান)

তাইমুর। নারী, এ দেহ তোমার, কিন্তু প্রাণশূন্য দেহ নিয়ে কি করবে বিবি? তোমার প্রেমের কণামাত্রও একে দ্রব করতে পারবে না—এমনি পাষাণ! আগে কিন্তু পাষাণ ছিল না—অপরের প্রেমে জমাট বেঁধে পাষাণ হ'য়ে গেছে,—পাষাণ ভেঙে গুঁড়ো হ'য়ে যাবে, তবু সে গলবে না! পারবে কি বিবি, এ তুর্ব্বিসহ ভার আজীবন বহন করতে? যদি সক্ষম হও, তবে এস? আর না পার আমি সানন্দে বলছি এখনো ফের—এখনো ফেরবার পথ আছে! তবে চেষ্টা করবো তোমায় ভালবাসতে, না পারি আমি কি করবো বিবি?

গোলেন্দু। জনাব! কণার ভিখারী আমি কণা পেলেই সুখী।

তাইমুর। স্বগতঃ) রূপ—এতরূপ—এতরূপেও ভালবাসতে পারবো না? নাঃ, এ মনেও করবো না—তার কাছে অবিশ্বাসী হব. —কিন্তু ক্ষতি কি? রূপের প্রশংসা করছি, একি অন্যায় করছি—কেন—এত' আমার—যে আমার তাকে আমার বলবো না—তাকে আমার ক'রে নেবো না? (প্রকাশ্যে) আমি অন্যায় বলেছি আমায় মাপ কর বিবি!

গোলেন্দু। ওকথা বলবেন না জনাব! শুধু ঐ চরণে একটু স্থান।

তাইমুর। তবে এস—জ্বলন্ত রূপের পসরা নিয়ে আমার সম্মুখে দাঁড়াও—আমি আকণ্ঠ পান করি। রূপোন্মত্ত আমি—পিপাসী আমি—আমার পিপাসা মিটায়ে হাত ধরে নিয়ে যাও—আমি অন্ধের ন্যায় তোমার অনুসরণ করি!

গোলেন্দু। (হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া) সাজাদা—প্রিয়তম!—

তাইমুর। এঁ্যা! তুমি! আমি কি স্বপ্ন দেখছি—একি সত্য?

গোলেন্দু। সবই সত্য।

তাইমুর। *যা সব ভেঙে গেল—

গোলেন্দু। কি ভেঙে গেল প্রিয়তম ?

তাইমুর। স্বপ্ন—সুখ স্বপ্ন—গোলেন্দু—ছি ছি—ছলনায় ভালবাসা কিন্‌বে—ভুল ভুল! হায়, তুমি যদি অন্য রমণী হতে তাহলেও তোমায় বুকে করে নিতুম। গোলেন্দু! জাননা কি তুমি—ছলনা যেখানে, প্রেম সেখানে থাকে না—ভালবাসা সে পথ মাড়ায় না! নারী, বড় দুর্ভাগিনী তুমি—আর আমি বড়ই দুর্ভাগা—তোমার মত কুহুকিনীকে ভালবেসে-ছিলেম।

গোলেন্দু ভাল যদি বেসেছ তবে তাড়িয়ে দিচ্ছ কেন ?

তাইমুর। ছলনার এই ফল! যদি ছলনা ত্যাগ করতে পার—যদি তোমার প্রেমের পরিচয় পাই—তবেই ফির্‌বো; নতুবা এই শেষ। জগতে শুধু ছলনা—শুধু প্রতারণা—(প্রস্থান)

গোলেন্দু। আমি জানিনা—আমি বুঝিনা—ওগো বলে দিয়ে যাও, কেমন ক'রে ভাল বাস্‌বো—কেমন করে তোমার মনের মতন হ'বো। অযোগ্যা আমি—কেন তোমার উপযুক্ত ক'রে নিলে না—কেন চলে গেলে—(হতাশভাবে বসিয়া পড়ন ও পছন্দখাঁর পুনঃ প্রবেশ)।

পছন্দ। বড় ভুল হ'য়ে গেছে গোলেন্দু—কাঁদিস্‌নি মা? আমার অনেক কাজ—চলে আয়—

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

(হারেমের একটি নির্জ্জন কক্ষে চিন্তিত তাইমুর
বসিয়া। পশ্চাতের গবাক্ষ দিয়া
গোলেন্দু দেখিতেছে।)

তাইমুর। উঃ! পেয়ে হারালেম! একবার হারিয়েছিলেম—আবার পেয়েছিলেম—এবার যদি না পাই—সত্যসত্যই যদি সে আত্মহত্যা করে—তাহ'লে দায়ি হবে কে? ভালবাসার সে অনেক প্রমাণ দিয়াছে—এম্নি অন্ধ আমি, দেখেও দেখ্‌লেম না—বুঝেও বুঝলেম না। নিজের হাতে সুখের দিন বিদায় করেছি। কেন আমার এমন মতি হোল'। এর শাস্তি খোদা না-জানি কি ভীষণ করে দেবে!

(ব্যস্তভাবে খোজার প্রবেশ)

খোজা। জাঁহাপনা! সর্ব্বনাশ! মার্হাট্টারা আক্রমণ করেছে। ইব্রাহিম গার্দ্দি তার গোলন্দাজ সিপাহী নিয়ে তাদের সহায়তা কর্‌ছে। সেনাপতি অসীম বিক্রমে লড়াই দিচ্ছে। (প্রস্থান)

তাইমুর। সেই কুক্কুর—　　　　(বেগে প্রস্থান)

[দ্বারোদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক গোলেন্দুর প্রবেশ]

গোলেন্দু। এত ভালবাস তাইমুর! খোদা, খোদা! দিয়েও কেড়ে নিলে। প্রাণভরে দেখ্‌তেও দিলে না। বাহুতে বল দাও—আর কিছু প্রার্থনা নেই আমার—শুধু সুলতানের মানসম্ভ্রম রক্ষা কর। না—না সুলতানকে একলা ছেড়ে দেওয়া হবে না। মরি একসঙ্গেই মর্‌বো। (গমনোদ্যত ও সসৈন্যে ইব্রাহিমের প্রবেশ।)

ইব্রাহিম। কোথায় যাবে নারী—বন্দী তুমি—বিনা আপত্তিতে চলে এস উত্তম—নতুবা—

গোলেন্দু। নতুবা, পূর্ব্বকৃত অপমানের প্রতিশোধ নেবে বুঝি ? মুসলমান হ'য়ে বিধর্ম্মীর হাতে মুসলমানের জাতীয় পতাকা তুলে দিতে চাও ? নরাধম—শয়তান—

(গাজিউদ্দিনের প্রবেশ)

গাজি। এই যে বেগম সাহেবা ! বন্দী কর—আঘাত ক'রো না ! জীবিতাবস্থায় বন্দী কর ইব্রাহিম ! তোমারই অঙ্কশায়িনী হবে।

গোলেন্দু। (ছুরিকা বাহির করিয়া) আয় পাপাত্মা, বেগমকে অঙ্কশায়িনী করতে হ'লে কত রক্তের প্রয়োজন হয় দেখ !

গাজি। বটেরে শয়তানি— (আঘাতোদ্যত)

(মলহর রাওয়ের বেগে প্রবেশ)

মলহর। সাবধান ! যে অসহায়া নারীর গাত্রস্পর্শ করবে স্বহস্তে তার শিরশ্ছেদ করবো। ইব্রাহিম, তুমি না বীর ! নারীর উপর অত্যাচার—ছি—ছি – ছি— (ইব্রাহিম ও সৈন্যগণের প্রস্থান)।

গাজি। কিন্তু শত্রু—

মল্হর। কিছু শুনতে চাই না। যান আপনি বিশ্রাম করুন গে ! আজ যে অনপনেয় কলঙ্ক-কালিমা মার্হাট্টার মুখে মাখিয়ে দিয়েছেন তা'র প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক। (গাজিউদ্দিনের প্রস্থান) বেগম সাহেবা ! আপনি মুক্ত। সমস্ত অন্তঃপুর-বাসিনীদের নিয়ে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন—মার্হাট্টা আর আপনাকে উত্যক্ত করবে না। তারা রাজ্য নিতে পারে—আবশ্যক হ'লে প্রাণ নিতেও কুণ্ঠিত নয়—তাই বলে রমণীর প্রতি অত্যাচার করা তাদের ধর্ম্ম নয়। আসুন—

গোলেন্দু। কে বলে মার্হাট্টা অত্যাচারী, দস্যু—পরপীড়ক ? হে মার্হাট্টা-বীর ! ক্ষমার পুণ্য জ্যোতি গায়ে মেখে মহান্ তীর্থক্ষেত্রের মত আমার সম্মুখে দাঁড়ায়েছ—তোমাকে নমস্কার। রমণীর সাধুবাদে অলঙ্কৃত হ'য়ে সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হও ! (প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

লাহোর-কারাগার

[শৃঙ্খলাবদ্ধ তাইমুর ও সম্মুখ-দ্বারে মোগল-সৈনিক প্রহরীর কার্য্য করিতেছে।]

তাইমুর। নাঃ, পার্‌লেম না,—কিছুতে কিছু হোল না ! এত আয়োজন—এত উৎসাহ—বন্যার স্রোতে ভেসে গেল। শেষ প্রায় করেছিলেম ; আবার কোথা হ'তে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলে মার্হাট্টা-শক্তি শতমুখে ধেয়ে এল। কার সাধ্য সে শক্তি প্রতিহত করে ফিরিয়ে দেয় ! রহমৎখাঁ প্রাণপণে যুঝেছে—আফগান হৃদয়ের রক্ত ঢেলে দিয়েছে—যতক্ষণ অচেতন এসে আমার সমস্ত শক্তিকে অসাড় করেনি, ততক্ষণ মার্হাট্টার উষ্ণরক্ত-প্রবাহে অসি রঞ্জিত করেছি—সকলে স্তম্ভিত—হোলকার, গাজিউদ্দিন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়—কিন্তু কোথা হ'তে আবার মার্হাট্টা প্রলয়ের ঝড়ের মত ছুটে এসে আমার সমস্ত শক্তি ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে গেল। চক্রের একটিমাত্র আবর্ত্তনে স্বহস্তে গড়া বিরাট কীর্ত্তিস্তম্ভ ধূলিসাৎ হয়ে গেল। বড় জোর ক'রে আফগান মাথা তুলেছিল, মার্হাট্টা পদাঘাতে তার গর্ব্বিত মস্তক নুইয়ে দিলে—তার স্পর্দ্ধিত বক্ষঃ ভেঙে দিলে। এর মূলে বিশ্বাস-ঘাতকের ষড়যন্ত্র অপ্রত্যাশিত-ভাবে কার্য্য করেছে। কুক্কুর ইব্রাহিম

মুসলমান হ'য়ে কাফেরের সঙ্গে যোগ দিয়েছে—মুসলমান ধর্ম্মের অবমাননা করেছে—রমণীর প্রতি অত্যাচার করেছে—কি মর্ম্মান্তিক যাতনা! গোলেন্দু—প্রাণের গোলেন্দু—কোথায় তুমি! একবার সেই মোহন মূর্ত্তিতে এসে আমার শক্তিশূন্য বাহুতে শক্তি—উৎসাহবর্জ্জিত হৃদয়ে জ্বলন্ত উৎসাহ ঢেলে দাও—কঙ্কালসার দেহে পুনঃ প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রে উদ্দীপনা জাগিয়ে দাও!—কাফেরের দর্পিত মুণ্ড চূর্ণবিচূর্ণ করি। ওঃ, গোলেন্দু! একবার হারিয়ে আবার পেয়েছিলেম—আবার হারালেম,—ওগো—কোথায় তুমি—

[মূর্চ্ছিত হইয়া পতন এবং মোগল সৈনিক বেশে গোলেন্দুর প্রবেশ।]

গোলেন্দু। এ ভেইয়া! কেঁও শোতে হো?

প্রহরী। আরে ভেইয়া, বহুত কাম কিয়া—মেহনৎ হো গিয়া।

গোলেন্দু। মেহনৎ হুয়া—সরাব পিওগে?

প্রহরী। সরাব—সরাব! জরা লেও ভেইয়া; হাম তোম্‌হারা তাঁবেদার হুঁ।

গোলেন্দু। বহুত মিঠা সরাব—বহুত মজা আয়েগা—লেও! (প্রহরী পান করিতে লাগিল; গোলেন্দু চাহিয়া রহিল)।

প্রহরী। এক্‌ঠো ভজন করো ভেইয়া! (টলিতে টলিতে সুর করিয়া—

দিলকা মিঠা বাত বোলো—।
বেয়াদপ্ মৎ কোরো!
ঝুণ্ ঝুণ্ ঝুণ্ ঝুণ্ মঞ্জীর গাজো,
টুন্ টুন্ টুন্ টুন্ পিয়ালা বাজো,
ফুর্ত্তি ক'রো—জোবসে বোলো—
বেয়াদপ্ মৎ কোরো!

(মত্তাবস্থায় নৃত্য করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া পতন।)

গোলেন্দু। আর কেন? এই উপযুক্ত অবসর! অভীষ্ট সিদ্ধির এই ভিন্ন অন্য পথ নেই। (প্রহরীর নিকট হইতে চাবিগ্রহণ) এই আমার প্রেমাস্পদের জীবন! একি! গাত্র কণ্টকিত কেন—হৃৎপিণ্ড ঘন ঘন স্পন্দিত হচ্ছে কেন—পদদ্বয় পদমাত্র অগ্রসর হতে কুণ্ঠিত কেন? না না, ভয় পেলে চল্‌বে না! আমার সুলতান—আমার প্রাণের তাইমুর বন্দী—বিপন্ন!—হৃদয় দৃঢ় হও! করুণাময় খোদা এ দুর্ব্বল হৃদয়ে বল দাও প্রভু!

[কারাকক্ষের দ্বারোদ্ঘাটন প্রবেশ—তাইমুরকে মুক্তকরন।]

তাইমুর। কে—কে তুই ঘাতক নিশীথ-রাত্রে চোরের মত এসে প্রবেশ করেছিস্—নিদ্রার শান্তিময়ী কোল হতে ছিনিয়ে নিয়ে, খোদার হাতে গড়া একটা বিরাট পুঁতল ভেঙ্গে দিতে এসেছিস্?

গোলেন্দু। জনাব! অনর্থক চীৎকার ক'রে নিজের জীবন—সঙ্গে সঙ্গে এই বান্দার জীবন বিপন্ন করবেন না। স্মরণ করুন, আপনি কারাগারে—মার্হাট্টার বন্দী। আর, আমি মোগল নই—আফগান; এই ছদ্মবেশ প'রে আপনাকে মুক্ত কর্‌তে এসেছি—শীঘ্র পলায়ন করুন!

তাইমুর। আর তুমি? (গোলেন্দু নিরুত্তর) নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে আমাকে মুক্ত কর্‌তে এসেছ? যাও সৈনিক,—আমি যাবনা—

গোলেন্দু। তবে চল প্রাণাধিক! ছদ্মবেশী বান্দা নয়—বাঁদী গোলেন্দু—

তাইমুর। গোলেন্দু—গোলেন্দু! (জড়াইয়া ধরিলেন।)

গোলেন্দু। চুপ্ কর,—আর দেরি ক'রনা,—শীঘ্র চল,—অশ্ব প্রস্তুত। মনে থাকে যেন,—ঘাতকের রক্তলোলুপ-ছুরি—আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুর্‌ছে।

তাইমুর। এইবার চল,—ধীরে—নিঃশব্দে এস! শয়তান -এইবার দেখ্‌বো—(উভয়ের প্রস্থান)

[ক্ষণপরে গাজীর প্রবেশ]

গাজী। এইবার দেখ্‌বো তাইমুর, কে তোমাকে রক্ষা করে! বহুদিন হ'তে যে কৌশল-জাল বিস্তার করেছি—আজ সেই জালে বন্দী তুমি। গাজির কুট মন্ত্রে বন্দী যখন হয়েছ—তখন নিস্তার আর নেই। নিশীথ-রাত্রি—সকলেই সুপ্ত—কার্য্যে প্রতিবন্ধক হবার কেউ নেই। সদাশিব—বিশ্বাস চলে গেছে—হোল্‌কার এতথ্য জানে না - বিশ্রামসুখে বিভোর। কি আনন্দ! আমেদ, আজ তোমার একটা চক্ষু উৎপাটিত ক'রে—একটু তৃপ্তির নিশ্বাস ফেল্‌বো! অবশিষ্ট পাণিপথে শেষ করা যাবে। এইবার—(অগ্রসর হইলেন) এ কি— বন্দী নেই—পালিয়েছে! এই যে সম্মুখদ্বার উন্মুক্ত;— প্রহরী, প্রহরী?—একি প্রহরী হত!—নিশ্চয় কোন দুষমন্ অতর্কিতভাবে প্রহরীকে হত্যা ক'রে বন্দীকে নিয়ে পালিয়েছে। ধর্‌তেই হবে—যেমন ক'রে হোক্ ধর্‌তেই হবে। (প্রস্থান ও ক্ষণপরে পুনঃ প্রবেশ) আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য! দ্বারে দ্বারে প্রহরীর দেহ মাটিতে লোটাচ্ছে— সাড়া নাই—শব্দ নাই;—সব নিস্তব্ধ—নীরব—নীথর! একসঙ্গে বহু শত্রুর আগমন - অসম্ভব! মনে হয় যেন কোন ছদ্মবেশী নারী হাবভাবে—ললিত কটাক্ষে—সুরার তীব্র মাদকতায় ইষ্টসিদ্ধি ক'রে চলে গেছে। না, না, তাই বা সম্ভব কিসে;—এত সাহস - এত বুদ্ধি কার? ওহো—ও— হয়েছে হয়েছে—সেই শয়তানির এই কাজ!

প্রহরী। (জড়িত স্বরে) সরাব—সরাব—দিল্‌কা মিঠাবাৎ—

গাজি। তবেরে বেইমান্—কুকুর, সরাব—সরাব! এই নে সরাব—(মারিতে উদ্যত) মূষিককে হত্যা করে কি হবে! তাদের সন্ধান নিতে হবে—দুনিয়াটা ওলোট পালোট করতে হবে—(প্রস্থানোদ্যত)

(হোলকারের প্রবেশ)

মলহর। তাত হবেই বন্ধু। তবে শিকারটা আপাততঃ হাতছাড়া হোল, এই বড় দুঃখ। তা যা হবার হয়েছে—এত তাড়াতাড়ি কেন? ধীরে সুস্থে বিবেচনা ক'রে করলে, উভয়দিকেই মঙ্গল নয় কি!

গাজি। সর্ব্বনাশ!—

মলহর। কি ভাব্‌ছ' বন্ধু? মনে করেছিলে সকলের চক্ষে ধূলো দিয়ে হোলকারের অজ্ঞাতে তার মাথায় দুর্নামের বোঝা নামিয়ে দেবে? চমৎকার কৌশল করেছিলে! কিন্তু বেগম সাহেবা সব ভেঙে দিলেন। ধন্য তার পতিভক্তি! আমাকে পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য ক'রে দিলেন—বাধ্য হ'য়ে পথ ক'রে দিলাম। শুনে বিস্মিত হ'য়োনা বন্ধু, আপনার পাষাণ-হৃদয় বিলাসী সৈন্যরাই পথ করে দিয়েছে—বন্দী করা দূরে থাক্ কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পার্‌লেম না। কেন জান? রাজ্য নিয়েছি—মুখের গ্রাসও হরণ করেছি—প্রাণটা না হয় নাই-ই নিলাম।

গাজি। (স্বগতঃ) কি কারসাজি! (প্রকাশ্যে) কিন্তু মার্হাট্টা যদি এরূপ অবস্থায় পড়্‌তো, তাহলে আফগান ছেড়ে দিত না!

মলহর। সে ভেবে দেখেছি বন্ধু, কিন্তু আপনার মত বহুদর্শিতা লাভ আজও আমার হয়নি! এখন এস, যা গেছে তার জন্য চিন্তা করে কোন ফল নেই।

(উভয়ের বিপরীত দিকে প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য।

পাঞ্জাবের শেষ প্রান্তস্থ অরণ্য-প্রবেশ পথ।

(পছন্দ খাঁ দরবেশ দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন)

পছন্দ। কিন্তু বড় সন্দেহ হচ্ছে! তবে কি গোলেন্দু অভীষ্টসাধনে বাধাপ্রাপ্ত

নেপথ্যে — মার মার,—শত্রুকে মার, ঐ ঐ ঐ শত্রু—

পছন্দ। এইদিকে আস্‌ছে, একটু সরে দাঁড়াই।

(বনান্তরালে গমন)

নেপথ্যে ইব্রাহিম। এখনো বল্‌ছি, তুচ্ছ একটা নারীর জন্য নিজের অমন মূল্যবান্ জানটা জাহান্নমে দেবে কেন? প্রতিশ্রুত হও, এখনই মুক্তি দিচ্ছি।

নেঃ তাইমুর। আরেরে বর্ব্বর পিশাচ, তাইমুরের শিরায় বিন্দুমাত্র রক্ত থাক্‌তে, তার ধর্ম্ম নষ্ট কর্‌তে আসা দুরাশা মাত্র!

(যুদ্ধ করিতে করিতে অশ্বপৃষ্ঠে ইব্রাহিম, তাইমুব ও গোলেন্দুর প্রবেশ।)

তাইমুর। রাজ্য নিয়েছিস্ তবু ক্ষান্ত নয়, প্রাণ নিতে এসেছিস্—রক্তলোলুপ-রসনা তোর—তবুও তৃপ্ত নয়—ধর্ম্মে হাত দিতে এতই বাসনা? অথচ পোষ্যের ন্যায় স্বীয় বক্ষোরক্ত দিয়ে তোর দেহ একদিন পুষ্ট করেছি।—এত অল্পে ভুলে গেলি বেইমান?—বন্য পশুরও কৃতজ্ঞতা আছে। খোদার দয়ায় নিচুশির উঁচু করেছিস্ ব'লে এত স্পর্দ্ধা! সে গোলামের মুখে শোভার কথা বটে, যে একদিন এই পদলেহন করে-ছিল,—ভ্রূকুটীভঙ্গে কার্য্য করেছিল।—বলিহারি বুকের পাটা—বলিহারি সময়—

ইব্রাহিম। মনে পড়ে তাইমুর সেদিনের কথা, যেদিন কাঙালের মত—দীনহীন অনাথের মত পা দু'টী জড়িয়ে ধরে অশ্রুসিক্ত

করেছিলেম ?—মনে পড়ে সে দিনের কথা ?—কত করুণা করেছিলে ?—পায়ে ঠেলে দূর করে দিয়েছিলে যে ? আজিও সেই আঘাত, এই বক্ষে বেজে আছে ! ওহো—সেই একদিন, আর এই একদিন—

তাইমুর । ওঃ ! তাই প্রতিশোধ নিতে ছুটে এসেছ, না ?

ইব্রাহিম । তাহ'লে বুঝি এমনভাবে ছুটে আস্‌তো না ।—ভৃত্যের মত নতশিরে, অম্লানবদনে, প্রাণ দিয়ে বান্দা প্রভুর কাজ কর্‌তে ছুটে আস্‌তো ।—মারাঠার বিশালবাহিনী পতঙ্গের শলভের মত উড়িয়ে দিতে ছুটে আস্‌তো ।—জগতে স্বার্থ-ত্যাগের একটা আদর্শ থেকে যেত । সামান্য দোষের জন্য কেন আমায় দেশ হ'তে—সমাজ হ'তে তাড়িয়ে দিলে ? এখন আর আমি সে ইব্রাহিম নাই—প্রভুভক্তের সে জাজ্জ্বল্য মূর্ত্তি নাই—দানায় এ দেহ আশ্রয় করেছে—উপায় নেই । এখন একটা একটা ক'রে সমুদয় ভুলের সংশোধন চাই ।

তাইমুর । তাইত !—

গোলেন্দু । পায়ে ধরে সেধেছিলাম, অল্পবুদ্ধি ইব্রাহিমকে মার্জ্জনা কর্‌তে—শুন্‌লে না ! আমার কাকুতি মিনতি তোমার দয়ার উদ্রেক কর্‌তে পারেনি !

তাইমুর । কি জানি কি এক সন্দেহের ঘোর মসিময় পর্দ্দা, আমার চক্ষের উপর ঝুল্‌ছিল । যখন অপসারিত হোল—তখন আকাশের মেঘ কেটেছে ।

ইব্রাহিম । তবে আজ তা কার্য্যে পরিণত হোক ?

তাইমুর । আবার যদি তোমায় কোলে টেনে নিই—পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত করি ?

ইব্রাহিম। তা আর হয় না তাইমুর, যা যায় তা আর ফেরে না। বিষধরের লাঙ্গুল পৃষ্ট করেছ—ব্যথায় অধীর সে। দংশনের জন্য ফণা বিস্তার করেছে যখন, তখন বুঝ্ছনা—বিষের জ্বালা সহ্য ভিন্ন উপায় নেই। তবে একমাত্র উপায়—যদি বেগম-সাহেবা আত্মসমর্পণ করেন।

গোলেন্দু। তুচ্ছ এই দেহের পরিবর্ত্তে যদি সুলতানের জীবন বাঁচে—বেগম তা করতে প্রস্তুত।

তাইমুর। কি বল্ছ গোলেন্দু ?

ইব্রাহিম। ভালবাসার কথা বল্ছে !

তাইমুর। তাইমুর আর মিথ্যা প্রতারিত হতে চায় না। ঠেকে শিখেছে সে।

ইব্রাহিম। তবে আর কি—নাও বিবি নেমে পড়! তোমার প্রাণের সর্ব্বস্ব সম্মত। (গোলেন্দুর অবতরণ) এখন নির্ব্বিঘ্নে যেতে পার সাজাদা! আজ যে সওগাৎ দিলে তার মূল্য বুঝ্তে পারনি—আমি কিন্তু বুঝেছি। তাই মাথার মণি করে রাখ্বো—আরাধ্যাদেবীর ন্যায় পূজা কর্বো। যাও জগতে তোমার একটা অক্ষয় কীর্ত্তি রইলো!

তাইমুর। না, না—কখনই তা হতে পারেনা। যদি পৃথিবীর গতি স্থির হয়—সূর্য্যের উদয় পশ্চিমে হয়—দিনে রাত্রি হয়—ধর্ম্ম মিথ্যা হয়—তথাপি প্রাণ থাকতে নয়। তাইমুর তা পারে না—

[ইব্রাহিমকে আঘাত করণ ও ইব্রাহিমের অস্ত্রাঘাতে আঘাত নিবারণ।]

গোলেন্দু। নিরস্ত হও স্বামী, সামান্যা বাঁদীর জীবন অপেক্ষা সুলতানের জীবনের মূল্য অনেক বেশী। যাও ছুটে যাও—অপমানিত,

ক্রুদ্ধ, উন্মত্তের ন্যায় ছুটে গিয়ে ইস্‌লাম ধর্ম্মের দ্বারে দ্বারে বল যে, এক পিশাচ, এক মুসলমান-রমণীকে তার স্বামীর বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পৈশাচিক অত্যাচারে—অপমানের তীব্র শেলে জর্জ্জরিত করছে। যদি কেউ মুসলমান থাক—তবে ছুটে এস—অখণ্ড যশের অধিকারী হবে ছুটে এস—নিজের সম্মান ঘরে ফিরিয়ে আন্‌বে ছুটে এস। যাও প্রাণাধিক, পারত নিদ্রিত জাতকে জাগিয়ে দাও—নতশির পুনঃ সমুন্নত কর। (ইব্রাহিমের প্রতি) পিশাচ—নরকের দানা একবৃন্তে দুটী ফল ফুটেছিল—একটী অকালে ভুলে পদদলিত কর্‌ছিস্—জানিস্ না অন্যটা তার সাথিহারা হয়ে—আকুল রোদনে শুকিয়ে ঝরে যাবে। আয় পিশাচ, মাংসের পুতিগন্ধে রসনা তৃপ্ত কর—না, না, না, তোমায় অনর্থক গ্লানি দিই কেন।—তুমি যে তোমার কর্ত্তব্য করেছ—আমার সম্মুখে দেবতার মত বেহস্ত হ'তে নেমে এসেছ। দেবতা, অর্ঘ্য ধর—বলিধর—আমার রুধিরে অর্চ্চনা তোমার সমাপ্ত হোক্। (ছোরা বুকের উপর তুলিয়া) তবে যাই প্রিয়তম—

তাইমুর। (উন্মত্তের মত অশ্ব হইতে নামিয়া গোলেনুর হাত ধরিলেন) না, না গোলেন্দু, চোখের সাম্‌নে, রক্ত-রাঙ্গা-দেহে অসাড়—নিস্পন্দ—নীরব হয়ে যাবে! না, না, তার চেয়ে আমার বক্ষে যে রক্তসাগরের ঢেউ খেল্‌ছে—তাতে পিশাচের তৃপ্তি অনায়াসে হতে পার্‌বে। (ছোরা কাড়িয়া লইয়া নিজের বুকে মারিতে উদ্যত, গোলেনু ক্ষীপ্তের মত তাইমুরকে জড়াইয়া ধরিলেন।)

ইব্রাহিম। শত্রুর চোখে জল ঝরালে—এ দুনিয়ায় কেঁদে জিতলে—

এ করুণ দৃশ্য দেখে কোন হৃদয়হীন পাষণ্ড স্থির স্থির থাকৃতে পারে! যদিও আমি শত্রু তবুও আমি মানুষ। প্রতিহিংসা সাধনে দানবের সাহচর্য্য করলেও মনুষ্যত্ব-গণ্ডীরেখার বাইরে পা এখনো দিতে পারিনি। জয়ী হলেও আজ আমি বিজিত —বিশ্বজয়ী প্রেমের বিচিত্র প্রভাবে আজ আমি পরাজিত। যাও বিজয়ী বীর, আজ তোমরা মুক্ত! অবস্থা বিপর্জ্জয়ে-- হিংসাবৃত্তির চরিতার্থে—পশুর অধম হতে পারি না। সমর-ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দী রূপে অবতীর্ণ হয়ে, সম্মুখ সংগ্রামে পারি জয়ী হব। স্বর্গীয় বিমল প্রেমের—অনাবিল ভালবাসার পবিত্র চিত্র-পটখানি ধরার বক্ষো হ'তে মুছে ফেল্‌তে চাইনা—লোক-চক্ষুর সম্মুখে তীর্থক্ষেত্রের মত বিরাজিত হোক্।

তাইমুর। একি সত্য! (পছন্দর্খাঁর প্রবেশ)

ইব্রাহিম। এক বর্ণও মিথ্যা নয়—একদিনের গোলামির প্রভুভক্তির পরিচয়।

পছন্দ। ধন্য বীর তুমি, কে বলে বিজিত! হে জয়যুক্ত বীর, খোদার মেহেরবাণী স্বর্ণমুকুট তোমার মস্তকে শোভিত হোক্! শত্রু হয়ে আজ যে মহত্ব দেখালে তাতে ধন্যবাদ না দিয়ে থাক্‌তে পারছি না। আজ এ শুভ মিলনে, আনন্দের দিনে ফকিরের কুটীরে, হৃদয়ের আশীর্ব্বাদ লও—তোমরা মানুষ হও—

অষ্টম দৃশ্য।

কাবুল - প্রমোদ-কানন।

[আমেদশা ও দিলবাহার রত্নবেদিতে আসীন এবং
নর্ত্তকীগণের গীত।]

চাহ আঁখি মেলি দোঁহে দোঁহাপানে।
বহিছে মলয় ঝিরি ঝিরি ঝির
পাপিয়া গাহিছে হইয়া অধীর
পিউ, পিউ, পিউ, সুমধুর তানে।
কুসুম সুন্দরী বঁধু বুকে ধরি
আবেশে বিভোর উঠিছে শিহরি
চুমিছে আদরে　　　　বঁধুর অধরে
চাহে আঁখি মেলি দোঁহে দোঁহাপানে
মধুর যামিনী মধুর জ্যোছনা
মধুর হৃদয়ে মধুর কামনা
চকোর ফুকরে　　　　চাহি সুধাকরে
চকোরী চকোরে তোষে মধুদানে।

দিলবাহার। জাঁহাপনা! বাঁদী কি ব'লে সম্বোধন করবে—কি ক'রে মনের কথা জানাবে? হৃদয়কন্দরের প্রতি সন্ধি অন্বেষণ ক'রে সম্রাটের উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না যে! নিজগুণে চরণে স্থান দিয়েছেন—অসীম সৌভাগ্যে অধিনীকে ভাগ্যবতী করেছেন! অফুরন্ত প্রেম—অনন্ত ভালবাসার কুসুম-দলে ভূষিত—অনুরাগে রঞ্জিত করে, অর্দ্ধাঙ্গিনীর উচ্চ আসন দিয়ে, মুদ্রায় আপন নামের পাশে বাঁদীর নাম অঙ্কিত করে, যশের শুভ্র কিরণ মাখিয়ে দিয়েছেন! আমার আর কি আছে যে, প্রতিদানে ফিরিয়ে দোবো! মনপ্রাণ যা কিছু ছিল—সব সমর্পণ করে, আপনার মাঝে লীন হ'য়ে গেছি।

আমেদ। ধন্য তোমার ভালবাসা—ধন্য তোমার প্রেম প্রাণাধিকে! তোমার চারুরূপে ডুবেছি—ললিতকটাক্ষে মজেছি—মোহিনী মায়ায় বন্দী হয়েছি। তোমার কার্য্যে মুগ্ধ—সুমধুর বাক্যে তৃপ্ত—তোমার গুণে আমি কেনা যে দিল!

দিলবাহার। কিন্তু তুচ্ছ নারীর প্রেমে লালায়িত হয়ে, রাজকার্য্যে অবহেলা করে, বিলাসের পল্বলপঙ্কে নিমজ্জিত কেন প্রিয়তম? রাজ্য-রক্ষা—প্রজাপালন রাজার কর্ত্তব্য যে বাদ্‌সা!

আমেদ। রাজ্য-প্রজা, যশ-মান-ঐশ্বর্য্য দুনিয়ার অতল তলে নেমে যাক্! কিছুই চাইনা—চাই শুধু তোমায়। তুমি আমার রাজ্য—তুমিই আমার সিংহাসন!

দিলবাহার। এ আমার পরম সৌভাগ্য জাঁহাপনা! কিন্তু লোকে আমায় কুহকিনী বল্‌বে—যাদুকরী ব'লে অভিসম্পাত কর্‌বে।

আমেদ। কার এত স্পর্দ্ধা?

দিলবাহার। প্রকাশ্যে বল্‌বার সাহস না থাক্‌লেও মনে মনে কিন্তু—

আমেদ। কিন্তু ফিন্তু বুঝিনা—আমি চাই আমার সুখ। যে প্রতিবন্ধক হবে—দুনিয়া তার পায়ের তলা হ'তে সরে যাবে। বহু কঠিন পরিশ্রম ক'রে অসাধ্য সাধন করেছি—ক্লান্তি এসে শরীরের প্রতি ইন্দ্রিয় অবসন্ন করে দিয়েছে—এক্ষণে বিশ্রাম-প্রার্থী তারা।—আশা পূর্ণ চাই। তোমার সুশীতল স্পর্শে স্নিগ্ধ—তোমার সঙ্গলাভে জগতের সুখ উপভোগ করেছি! শান্তিসুখ দানে সমস্ত অবসাদ দূর করে দাও প্রিয়তমে! গাও—গাও—আবার গাও—সুধার নির্ঝর ছুটিয়ে দাও—প্রাণভরে পান করি—পিপাসী আমি—আরও ঢাল—আরও ঢাল—চাতকের ক্ষুধা মিটাও! আবার সুমধুর স্বর-লহরী তুলে ভুবন ভরিয়ে দাও—আকাশ বাতাস পূর্ণ হোক্—

দিলবাহার।— 　　　　গীত

কে তুমি আমার নাথ, বলিতে নারি।
বুঝিতে তোমারে সাধ, বুঝিতে হারি।
কতই প্রকারে প্রকাশিতে চাই
হৃদয় খুঁজিয়া ভাষা নাহি পাই
যদি আসে মুখে　　　　ঠোঁটে নাহি ফুটে
মুক্ হয়ে যায় ভাবার পুরী।
থাক কাছে কাছে তবু যেন দূরে
কি যেন প্রভেদ দুয়ের মাঝারে
চোখের পলকে　　　　(যেন) হারাই তোমাকে
জাগে সাধ তাই রাখিতে ধরি।
এতও বাসিয়া মিটে নাই সাধ
আরও বাসিতে চায় দিনরাত
তুমি যে আমার　　　　কত আপনার
বুঝিয়া বুঝিতে, তবু না পারি।
তব ভালবাসা বরাভয়-বাণী
পশে কাণে সদা, বাজে বংশীধ্বনি
অনুভবে হৃদি,　　　　তব পদে লুটি
চায় সদা মন ওগো আমারি।

নেপথ্যে। দুষমন—দুষমন্,—পালান—পালান—সম্রাট্—

(ভয় পাইয়া নর্ত্তকীগণের পলায়ন।)

আমেদ। এতবড় দুঃসাহস কার ? জানে না কে আমি ? মূষিক হ'য়ে সিংহের নিদ্রায় ব্যাঘাত কর্‌তে আসে—!

দিলবাহার। বার বার ফির্‌তে বলেছি—ফেরেননি। এখন প্রজারা ক্ষেপে উঠেছে—বিদ্রোহী হয়েছে—রাজ্যের অশান্তি দূর কর্‌তে ছুটে আস্‌ছে।

আমেদ। মৃত্যু তাদের ডাক্‌ছে, তাই ছুটে আস্‌ছে! দিল, বিলাস-মন্দির হতে শীঘ্র আমার তরবারি এনে দাও! (দিলবাহারের প্রস্থান ও তরবারি হস্তে প্রবেশ।) এইবার আয় ফেরুদল, তোদের সমস্ত শক্তি নিয়ে আয়! দোজাকের দানার সহায়তা নিয়ে এলেও আমেদশা ডরাবে না। এমন প্রতিফল দোবো যে, জন্মের মত স্তব্ধ হয়ে যাবি! (বেগে ওয়ালিখাঁর প্রবেশ।)

ওয়ালি। দিন বাদশা, প্রতিফল দিন! বুক পেতে নেবো—তবুও এ পাপ রাজ্যে—এ অরাজক রাজ্যে—নিষ্ঠুর অনুশাসন উষ্ণীষের উপর ধরে বেঁচে থাক্‌তে চাই না। কাপুরুষের গোলামি অপেক্ষা—নারকীর সাহচার্য্য অপেক্ষা—এ সহস্র-গুণে শ্রেয়ঃ!

আমেদ। এ কে! সৈন্যাধ্যক্ষ—ওয়ালিখাঁ!

ওয়ালি। হাঁ, সেই আমি। চিন্‌তে পেরেছেন? কিন্তু সম্রাট কই? আমার চক্ষুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে যে, সে ত সম্রাট নয়—সম্রাটের কঙ্কাল! সম্রাট সেই আমেদশা—যিনি মাতৃভূমির একনিষ্ঠ-সাধক—যিনি বীরাগ্রগণ্য—যাঁর হৃদয় নবীন কল্পনার লীলাক্ষেত্র—মুহূর্ত্তের অপব্যয়ও যাঁর হৃদয়ে দারুণ আঘাত কর্‌তো—সেই কি ইনি? অলস, অকর্ম্মণ্য, উদ্যমহীন, ভোগ-লালসার ক্রীতদাস, কামুক প্রধান—এই কি সেই আমেদশা? যাঁর ভ্রূকুটীভঙ্গে—তর্জ্জনী হেলনে পৃথিবী কম্পিত—শশঙ্কিত—এই কি সেই নাদিরের স্বহস্ত-গঠিত বিরাট কীর্ত্তিগরিমা? এই কি সেই আফগানের মুকুট-মণি—আশা-ভরসার কেন্দ্রস্থল? না, না, আমার অন্তর্য্যামী যে কিছুতেই প্রত্যয় কর্‌ছে না। এযে মুমূর্ষুর কঙ্কাল! এ

দেহে যে মনীষি -যে দেবতার অবস্থান ছিল,—কোন এক অশুভক্ষণে সে মনীষি—সে দেবতার তিরোধান হয়েছে। তার পরিবর্ত্তে এক পিশাচের আবির্ভাব হয়েছে—সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভিক্ষ, মড়ক, রাষ্ট্র-বিপ্লবে এ সোনার আফগানিস্থান ধ্বংস হতে বসেছে!

আমেদ। রাজভক্ত প্রজা তুমি, তোমার এ কি দুর্ব্ব্যবহার?

ওয়ালি। পূর্ব্বে ছিল না, সম্প্রতি এর উৎপত্তি হয়েছে।

আমেদ। তাহলে স্বীকার করছ, তুমিই প্রজামণ্ডলীকে উত্তেজিত করেছ? কেমন? উত্তর দাও!

ওয়ালি। হাঁ, আমিই করেছি—বড় ব্যথায়—বড় জ্বালায়। একটা ভীষণ বজ্রের জ্বালা এখনো এই বুকে ধক্ ধক্ করে জ্বল্‌ছে—যাতনার তীব্র তাড়নায় তাই ক্ষিপ্তপ্রায় হয়েছি। রাজার বিরুদ্ধে প্রজাকে দাঁড় করিয়েছি কেন? শুনবেন? সম্রাট আমাদের জাহান্নমে নেমে চলেছে—কর্ত্তব্যনিষ্ঠ প্রজা জাহান্নম থেকে উদ্ধার করবে ব'লে—মোহনিদ্রা ভেঙে দেবে বলে—উত্তেজিত হয়েছে।

আমেদ। সে ক্ষমতা আজও তাদের হয়নি।

ওয়ালি। না হলেও বুকের রক্ত ঢেলে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখ্‌বে—যদি সম্রাট জাগে—যদি চেতনা ফিরে আসে।

আমেদ। সময় হ'লে আপনিই জাগ্‌বে—আপনিই ফিরবে। বহু আয়াসে যে কীর্ত্তির ভিত্তি দৃঢ় করেছি—সে ভিত্তি ভাঙ্‌তে নিজের প্রাণে আঘাত লাগবে! যাও, আমার বিরক্তির পাত্র হ'য়োনা! বড় সুখের প্রত্যাশায়—বড় পরিশ্রম ক'রে—এক উচ্চ পর্ব্বত শিখরে উঠেছি—নিম্নে সুখ-সমুদ্র, এক সোনার তরী বক্ষে ধ'রে প্রেমের গানে—প্রেমের তানে ডাক্‌ছে—

আমি ঝাঁপিয়ে পড়্বো, আকণ্ঠ নিমগ্ন হ'বো, ঐ তরী আশ্রয় ক'রে প্রেমের টানে ভেসে যাব—

ওয়ালি। ঐ তরী ভেঙ্গে দেবো—ঐ তরী ডুবিয়ে দেবো—তবে যাব—তবে আমার কার্য্যসিদ্ধি!

আমেদ। সাবধান নিমক্‌হারাম, রসনা সংযত কর পামর!

ওয়ালি। হাঁ, পামর হ'তে পারে বটে, কিন্তু ওয়ালি খাঁ নিমকহারাম নয়! যাক্, বৃথা, চেষ্টা! কিন্তু আর অবসর নেই! নিজের হাতে প্রধূমিত অগ্নি গ্রাস কর্‌তে ছুটে আস্‌ছে—কে রক্ষা কর্‌বে?

আমেদ। কিছুই বুঝলেম না। কি বল্‌ছ উন্মাদ?

ওয়ালি। হাঁ, উন্মাদ! উন্মাদেরই কথা বটে! উন্মাদের কথা শুন্‌লে উন্মাদ হতে হ'বে। কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ করা—হাতে-ধ'রে শিক্ষা দেওয়া—সাজাদা,সাজাদা! ওঃ! আর স্মরণ কর্‌তে পার্‌ছিনা—প্রতি স্নায়ু ছিঁড়ে যাচ্ছে! তাইমুর, তুমি বন্দী—মার্হাট্টার হাতে বন্দী!—এতক্ষণ হয়ত ঘাতকের কুঠার—

দিলবাহার। তাইমুর!

আমেদ। মিথ্যা কথা। বীরপুত্র বীর সে।

ওয়ালি। মিথ্যা কথা? তবে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করুন! রহমৎ খাঁ?　　　(রহমৎখাঁর প্রবেশ)

আমেদ। রহমৎ খাঁ! তুমি এখানে? নিশ্চয় ষড়যন্ত্র।

রহমৎ। মহাভ্রান্তি। অবিশ্বাস হয় আকাশকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন—গুরু-গম্ভীরনাদে উত্তর দেবে সাজাদা বন্দী! বাতাসকে জিজ্ঞাসা করুন—সে তার প্রলয়ের প্রবল নিশ্বাসে ব'লে যাবে সাজাদা বন্দী—জীবন সংশয়! ঐ স্মৃতির বাতি জ্বেলে দেখুন—অবিশ্বাসের অন্ধকার কেটে যাবে। পাষণ্ড গাজি-

উদ্দিনের চক্রান্তে মার্হাট্টার হাতে সাজাদা বন্দী। যে নরাধম, বাদশা আলমগীরের বক্ষো রুধিরে ইষ্টসিদ্ধি কর্‌তে পারে, তা'র অসাধ্য কিছুই নাই।

দিলবাহার। আলমগীর নাই? ভাই ভাই—দাঁড়াও আমি যাচ্ছি—(ছুরিকা দ্বারা বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে আমেদ শা উহা কাড়িয়া লইলেন।) দাও, দাও নিষ্ঠুর! অস্ত্র দাও—

আমেদ। পাপীকে পাপের চরম সীমায় উপস্থিত হতে দাও—পরে প্রতিশোধ নিও! এভাবে আমার প্রাণে দাগা দিও না দিল, তোমায় যে আমি বড় ভালবাসি!

দিলবাহার। বাস্‌বে না? কামপ্রবৃত্তি তোমার চরিতার্থ হ'বে কিসে? না, মরবো না; এর প্রতিশোধ নিতে হবে। কতবার সেধেছি—কতবার ফির্‌তে বলেছি—যদি ফির্‌তে—তাহলে এ সর্ব্বনাশ হ'ত না! আত্মসুখী পুরুষ, তুমি সুখ নিয়েই থাক! চল সেনাপতি, চল আফগান-সর্দ্দার, আমার সহায় হও! প্রতিশোধ নোবো—তাইমুরকে রক্ষা কর্‌বো। খোদা, খোদা, তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে অভাগিনীকে শক্তিময়ী কর প্রভু! জগৎ দেখুক—অলস স্বামীর কর্ম্মী স্ত্রী— (সবেগে প্রস্থান ও সঙ্গে সঙ্গে ওয়ালিখাঁ ও রহমৎ খাঁর প্রস্থান।)

আমেদ। এ কি আগুণ ছুটিয়ে দিয়ে গেল! অতীত দিনের অতীত বাসনা জাগিয়ে দিলে গেল। ভারত আক্রমণ—ভারত ধ্বংস—ওয়ালি খাঁ, সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়—ভারতের মাটী রাঙা করে দাও—নররক্তে, নরমাংসে মাংসাশীর আশা মিটাও? (প্রস্থান)

নবম দৃশ্য ।

পুণা—প্রাসাদকক্ষ ।

(সদাশিব ও ধীরাবাই ।)

সদাশিব । সেই এক কথা.—"মালবেশ্বরকে রক্ষা কর্‌তে পারিনি, কার হাত দিয়ে এ দান গ্রহণ করবো । রাজপুতেরা মহারাষ্ট্রকে কন্যাদান অপমান মনে করেন । এ বিবাহে রাজপুত-সমাজে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হবে । মহারাষ্ট্র-সমাজের মুখে কলঙ্কের ছাপ মেরে দেবে, দেশে দেশে রটে যাবে—মার্হাট্টা এক সম্ভ্রান্ত রাজপুতের উঁচু মাথা বলপূর্ব্বক নীচু করে দিয়েছে । এবিবাহে সম্মতি দিয়ে সমাজের অসন্তোষের পাত্র হয়ে ধরার বক্ষে থাক্‌তে পারবো না ।" কুমার সহজে সম্মত নয় ।

ধীরাবাই । তবে কি হবে ? তাকে যে আমি আশ্বাস দিয়ে রেখেছি । আশ্রয়হীনা যদি আশ্রয় না পায় তবে মঙ্গলানুষ্ঠান কিসের ?

সদাশিব । সকলে বোঝালেম কিন্তু সেই এক কথা । সূর্য্যমল্ল প্রমুখ প্রবীণেরা কিছুতেই কুমারের দৃঢ়সংকল্প ত্যাগ করাতে পারলেন না । পেশোয়া অনুরোধ করলেন—মাথা হেঁট করে থাকে—একটি কথারও উত্তর দেয় না ।

ধীরাবাই । বিশ্বাস আমার তেমন ছেলে নয়—কেন এমন হোল । ভগবান ! হরিষে বিষাদ ক'র না ।—পরের মেয়ের দায়িত্ব-ভার যদি অধিনীর মাথায় তুলে দিয়েছ, তবে দয়া করে সে ভার নামিয়ে নিচ্ছনা কেন প্রভু ! (সদাশিবের প্রতি) আর একবার চেষ্টা করে দেখ । বিশ্বাসকে তুমি বড় ভালবাস— সে তোমার বড় বাধ্য—তোমার কথা অমান্য সে করবে না । এ বিবাহ হলে আত্মীয়তার শক্ত বন্ধনে রাজপুত-মহারাষ্ট্রে

এক হয়ে যা'বে। যদি বাঁধ্‌তে পার—জগতের একটা মহৎ কার্য্য—মহান্ মঙ্গল সাধিত হ'বে।

সদাশিব। আমি কুমারকে খুব ভাল চিনি। তোমরা তা'র অন্তরের কথা কেউ জাননা। রাজপুতেরা মার্হাট্টাকে কৃষক ব'লে চিরকাল ঘৃণার চক্ষে দেখে আস্‌ছ। বিশেষ দয়ারাম—তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা নয় যে বিশ্বাসের হাতে কন্যা সমর্পণ করেন। বিপদে প'ড়ে আত্ম-মর্য্যাদা রক্ষার ভয়ে—সাহায্য চাওয়া ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যও তাঁর ছিল। সুলতান তাইমুরের সঙ্গে বিবাদ বাধানই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। দয়ারামের পিতৃব্য ভূতপূর্ব্ব মালবপতি গিরিধরকে—স্বর্গীয় কর্ম্মবীর বাজীরাও রাজ্যচ্যুত করেন। দয়ারাম সে আক্রোশ ভোলেনি। নিজের অক্ষমতার জন্য শেষে এই কৌশলে মার্হাট্টার ধ্বংস করতে মনস্থ করেন। কুমার তাই শত্রু-দুহিতার পাণি গ্রহণে সম্মত নয়।

মীরাবাই। সে পুরাতনকে এনে নূতনের স্থানে উপস্থাপিত করা কেন? সেকাল নেই—সে মানুষ নেই। শত্রুতা চলে গেছে—মিত্রতা আলিঙ্গন করতে ছুটে এসেছে। বাধা দিয়ে দেশের—সমাজের অমঙ্গল ডেকে এনো না। সুপ্ত-শক্তি জেগেছে—তাকে সম্মিলিত হতে দাও,—তুচ্ছ অভিমান ভরে আপন শক্তি পর ক'রোনা। শুধু একবারটি তা'কে বুঝিয়ে বল!

সদাশিব। কাজে কতদূর কি হবে তাও ত সম্যক্ বুঝ্‌তে পার্‌ছিনা।

(প্রস্থান)

মীরাবাই। দোহাই শম্ভুদেব! দোহাই একলিঙ্গ দেওয়ান! কৃপা ক'রে নিজকরে, ভিন্ন-হৃদয়দুটি অভিন্ন ক'রে দাও প্রভু!

(পার্শ্বস্থ কক্ষের দ্বার দিয়া হীরাবাইএর প্রবেশ।)

হীরাবাই। আমায় বিদায় দাও মা ?

ধীরাবাই। পাগ্‌লী মেয়ের একি বায়না ?

হীরবাই। আর আমি কাউকে কষ্ট দিতে চাইনা মা। অভাগিনীর জন্য অনেক কষ্ট পেয়েছ—এখনো পাচ্ছ। বিদায় দাও মা ঘরে চলে যাই! পিতার সেই নির্জ্জন কক্ষে বসে—সেই অতীতকে ডেকে এনে বর্ত্তমানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ্‌বো—আগে যা ছিলাম এখনো তাই আছি কিনা। এ অভিশপ্ত জীবন—যাকে স্পর্শ কর্‌বো তাকেই কাঁদাবো।

ধীরাবাই। অভিমান কচ্ছিস্ মা! কি নিয়ে ঘরে ফিরে যাবি? সমস্তই ত তোর দেবতার পায়ে সঁপেছিস্—প্রাণটা পর্য্যন্ত বাকী রাখিস্‌নি। মনোপ্রাণ হারিয়ে শূন্যঘরে কেমন ক'রে থাক্‌বি মা ?

হীরাবাই। কি কর্‌বো মা? দেবতা যে মুখ তুলে চাইলেন না!

ধীরাবাই। চাইবে বই কি মা! আজ চায়নি ব'লে কি কালও চাইবে না? তাদেরও ত প্রাণ আছে মা! হয়ত, মুহূর্ত্তের কথা বলা যায়না—প্রাণ তাঁদের গ'লে আশীর্ব্বাদের মত তরল হ'য়ে সেবিকার মন-বাঞ্ছা পূর্ণ করে।

হীরাবাই। তা আর হয়না মা! যার কপাল ভেঙেছে তার সব গেছে। বিধাতা বাম যার, তার স্থান কোথাও নেই! পায়ে ধ'রে বল্‌ছি মা, বিদায় দাও! আর কারোর সুখের পথে কণ্টক হবো না। যাঁকে ভাল বেসেছি—দেহ-মন জীবন-যৌবন যাঁর পদে অঞ্জলি দিয়েছি—দূরে থেকে তাঁকে ভাল বাস্‌বো—তাঁর মূর্ত্তি হৃদয়-পটে এঁকে, মানস-মন্দিরে ভক্তি-কুসুম-দলে সাজাব—কল্পনার চক্ষে সেই মোহনমূর্ত্তি দেখে আপনাকে ভাগ্যবতী মনে কর্‌বো। দাও মা, বিদায় দাও!

(পদধারণ এবং ধীরাবাই তাহার হাত ধরিয়া তুলিলেন।)
অনেকদিন হোল মা'র মুখ ভুলেছি—তোমায় দেখে আবার আমার মায়ের মুখ মনে পড়েছে। সেই অফুরন্ত মাতৃ-স্নেহের সুধার উৎস তোমার মধ্যে ছুটছে যে মা! (ধীরাবাই হীরাবাইয়ের মুখ তুলিয়া দেখিলেন যে তাহার চক্ষুর্দ্বয় জল-পূর্ণ—তাঁহার বক্ষে হীরা মুখ লুকাইলেন।)

ধীরাবাই। ক্ষেপা মেয়ে—একি, তোর চক্ষে জল! আয় মা, আজ হ'তে আমি তোর মা! তোর চোখের জল আমি না মুছালে কে মুছাবে মা? (মুখ মুছাইয়া দিলেন।) ভগবান শম্ভু! মহারাষ্ট্র-কুলদেবতা! তোমার পবিত্র নামে শপথ করছি, এই বালিকাকে মহারাষ্ট্র-কুলবধূরূপে একদিন না একদিন বরণ করবোই! তোমার সেবিকা আমি—আমার কথা যেন মিথ্যা না হয়। (নেপথ্যে—শঙ্খধ্বনি) একি প্রভু! অভয়-বাণীর শঙ্খ-ধ্বনি শুনিয়ে অধিনীর কথার অনুমোদন করছ!

[অত্যন্ত হর্ষোচ্ছ্বাসে সদাশিবের প্রবেশ ও হীরার অন্তরালে গমন।]

সদাশিব। কুমার সকলের অনুরোধে সম্মতি দিয়েছে, কিন্তু প্রাণ তা'র সম্মতি দেয়নি। মনোমত পত্নী নির্ব্বাচনের অবসর দেওয়া হয়নি। সে বীর;—বীরযোগ্যা বীরাঙ্গনা না হ'লে প্রাণে প্রাণে দম্পতির মিলন ঘটে না। সে ভার তোমার উপর—শুধু তোমার উপর রইলো। দিল্লী অভিযানের সঙ্গে তোমায় নিতে হবে। তাকে শিক্ষা দিয়ে কুমারের মনের মতন গ'ড়ে দিতে হবে তোমাকেই। সময় নেই—আয়োজন কর! বোধ হয় অল্পদিনের মধ্যে যাত্রা—বোধ হয় কেন—নিশ্চয়ই—শীঘ্রই—　　(প্রস্থান)

(হীরার পুনঃ প্রবেশ।)

ধীরাবাই। অপার করুণা—জয় শম্ভুদেব! ষোড়শোপচারে পূজা দিয়ে, দেবের চরণে নির্ম্মাল্য দিয়ে, শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করি। (হীরার প্রতি) মা! সব দুঃখ দূর হয়েছে—সর্ব্বদুঃখহারী কৃপা করেছে। তোর সাধের দেবতার গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিবি আয়! আজ তোকে মনের মতন সাজিয়ে দিয়ে নয়ন সার্থক করবো চল মা!

হীরাবাই। (স্বগতঃ) নারীর পতি ধর্ম্ম—পতি স্বর্গ—পতিই দেবতা। আজ সেই আরাধ্য-দেবতা—একি!—দেহ কাঁপছে—হৃদয় স্পন্দিত হচ্ছে—অজানিত উল্লাসের একি জীবন্ত সাড়া পড়ে গেছে— (পরিচারিকার প্রবেশ।)

পরিচারিকা। কুমার আস্‌ছেন মাইজি!

নেপথ্যে। কাকি মা?

ধীরাবাই। এস বাবা? (পরিচারিকার প্রতি) বৌমাকে সাজিয়ে দিগে যা? আমি যাচ্ছি—

[পরিচারিকা ও হীরার প্রস্থান এবং বিশ্বাসের প্রবেশ।]

বিশ্বাস। এ কি সূতা পাকালেন কাকি মা?

ধীরাবাই। এ তোমার কুষ্ঠীর ফল বাবা।

বিশ্বাস। কোথায় বীরকার্য্যে উৎসাহ দেবেন তা না হয়ে একটা অচ্ছেদ্য শিকল দিয়ে হাত পা বেঁধে দিলেন?

ধীরাবাই। এ বাঁধন টেনে নিয়ে বীরত্বের পথে দাঁড় করিয়ে দেবে বিশ্বাস! আর এ বন্ধন ইহ জন্মের নয় ত বাছা! জন্ম-জন্মান্তরের না হ'লে এ বেড়ি পায়ে পড়্‌বে কেন? এ যে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ—বিধাতার মিলন!

বিশ্বাস। কিন্তু—

মীরাবাই। আবার কিন্তু কেন বাবা? আমি তোর মনের কথা সব বুঝি বিশ্বাস! যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের মিলন ঘটে। সন্দেহের বোঝা নামিয়ে ফেলে দে বাবা! পরে দেখিস্— কাকিমার কথার সত্যতা—পুরুষ-প্রকৃতির সম্মিলিত শক্তির প্রভাব। একটু অপেক্ষা কর বাবা, আমি আস্‌ছি—

(প্রস্থান।)

বিশ্বাস। বেছে নাও কোন্‌টী ছাড়্‌বে কোন্‌টী রাখ্‌বে—বিলাস-স্রোতে গা-ভাসান না শক্তি উপাসনা? জীবন-মরণের সঙ্গমস্থলে—জয়-পরাজয়ের মাঝ-সমুদ্রে দাঁড়িয়ে তুমি—কোনটী চাই—উত্থান না পতন! জীবন-নাটকের বীরত্বের অভিনয় না হাস্যরসের প্রবল তরঙ্গ তুলে জগৎকে হাসিয়ে যেতে চাও? কি চাও? ভাব'—স্থির চিত্তে ভাব'?—কিন্তু ভিন্ন রক্ত—রাজপুত—মহারাষ্ট্র। মনের মিল যদি না হয়—গৃহবিচ্ছেদের আগুণ ধূ ধূ জ্বলে উঠ্‌বে। (চিন্তা) পূর্ব্বতন নৃপতিগণ স্বয়ম্বর সভা কর্‌তেন—ভালই কর্‌তেন—যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের মিলন হোত'—প্রাণে প্রাণে বিনিময় হোত'। (পদচারণ করিতে করিতে) কিন্তু মেহেরা—প্রথম সাক্ষাতে কেমন আকৃষ্ট হয়ে পড়্‌লেম—ভালবাস্‌তে লাগ্‌লেম। জানি সে যবনী—সমাজ তাকে নিতে দেবে না। তবু কেন তার নেশায় মন আমার বিভোর থাকে—আনন্দে নৃত্য ক'রে ওঠে। তাকে ভোল্‌বার চেষ্টা করি, তবু সে যেন আমার স্মৃতিতে জড়িয়ে থাকে। হোক্ সে যবনী—দেহের সঙ্গম নাই বা পেলেম—তবু তাকে ভুলতে পার্‌বো না। এ বিবাহে সম্মতি দেওয়া আমার উচিত হয়নি! কিন্তু কি কর্‌বো,

গুরুজনের প্রাণে কষ্ট দিতে পারি না ত? তবে কি প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য! না, না, দুর্ব্বল-চিত্ত ব'লে সকলেই টিট্‌কারী দেবে।

[অন্যমনস্কভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। সুসজ্জিতা হীরার প্রবেশ ও রত্নহার পরাইয়া দিলেন। বিশ্বাস চমকিয়া উঠিয়া চাহিয়া রহিলেন। নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি ইত্যাদি]

বিশ্বাস। একি ধাঁধাঁ! এক মুহূর্ত্তে সব গুলিয়ে গেল। না, না, আত্মসংযম কর—ভ্রাতৃবৃন্দের দুঃখ দূর কর! ঐ শোন, তোমার স্বদেশবাসির আর্ত্তনাদ—প্রজার চীৎকার! অত্যাচারী বাদশা প্রজার বুকের রক্ত শুষে, তাদের শবের উপর সিংহাসন পেতে বসেছে! চারিদিকে অত্যাচারের স্রোতে প্রজার হৃদয়-সর্ব্বস্ব—ভবিষ্যতের আশা-ভরসা টেনে হিঁচ্‌ড়ে জোর ক'রে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঐ বিশ্ব-পিতা ইঙ্গিতে তোমার কর্ত্তব্যপথ দেখাচ্ছেন। অগ্রসর হও—নিজের সুখ তুচ্ছ করে দেশের সুখে সুখী হও! কেন নারী, অবোধের মত পরিণাম না ভেবে এমন কাজ কর্‌লে—স্বেচ্ছায় আত্মবলি দিলে? জাননা কোন ব্রতে ব্রতী আমি—কোন মন্ত্রের উপাসক?

হীরাবাই। (করযোড়ে) স্বামী—শিক্ষাদাতা—পথ-প্রদর্শক! যে পথের পথিক স্বামী—শত ঝঞ্ঝাবাতেও দাসি হাসিমুখে সে পথ বেছে নেবে—পতি-পদাঙ্কের অনুসরণ কর্‌বে।

বিশ্বাস। তবে তাই কর ব্রতধারিণী, জীবনপণে মহান্ ব্রতের উদ্‌যাপন কর? (প্রস্থান)

হীরাবাই। (নতজানু হইয়া) ভগবান্! সকল প্রার্থনা পূর্ণ করেছ—আর একটী পূর্ণ কর দয়াময়! দুর্ব্বলা অবলা শক্তি ভিক্ষা

করছে। হে শক্তিমান্! শক্তির কণামাত্র দিয়ে—স্বামীর কার্য্য সাধনে সহায় হও প্রভু!

নেপথ্যে। কই, কই হীরা! মহারাষ্ট্র-রাজ-কুল-বধূ—?

[হীরাবাই, ঈশ্বরীবাই ও সখিগণের শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে প্রবেশ।]

হীরাবাই। এই নাও মহারাণী!

[হীরাকে ঈশ্বরীবাইয়ের হাতে সমর্পণ। হীরার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর পদধূলি গ্রহণ ও ঈশ্বরীবাইয়ের বধূর মুখচুম্বন করন এবং সখীগণের শঙ্খধ্বনি।]

গীত

এস লক্ষ্মী, এস ঘরে।
সুখের প্রদীপ জ্বলুক সতত—
তোমার আরতি তরে॥
অকল্যাণ-শিখা নিবাইয়া দাও,—
ঢালিয়া শান্তিবারি।
মঙ্গল-শঙ্খ সতত বাজাও,—
ধন্য হউক পুরী।
(রাখ) যশের শুভ্র সুগন্ধি ধূপের—
ধুঁয়ায় আমোদ করে॥

দশম দৃশ্য।

[হিন্দুকুশ পর্ব্বতের মধ্যসানুদেশ। খাইবারপাশের সম্মুখে মার্হাট্টা—শিবির]

(মলহর রাও ও মহাদেবজীর প্রবেশ।)

মলহর। এত সৈন্য নিয়ে মিছামিছি কালক্ষেপের কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিলনা! অগ্রসর হলে অনেক কাজ হোত'—রাজধানী

অনায়াসে করগত হোত'। তারপর অযোধ্যা রোহিলাখণ্ড ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে শত্রু ধ্বংস ক'রে নিষ্কণ্টক হওয়া যেতো। মহারাষ্ট্রের গৈরিক-রঞ্জিত বিজয়-বৈজয়ন্তীর মূলে সমগ্র প্রজা মাথা নত ক'রে মহারাষ্ট্রের প্রাধান্য স্বীকার ক'রতো। আগে হ'তে সাবধান হ'লে যেমন সহজে অল্প লোকক্ষয়ে কার্য্য সুসম্পন্ন হোত' এখন তেমন সহজ হবে না।

মহাদেবজী। অচিরে মার্হাট্টার গৃহশত্রুই মার্হাট্টাকে অন্তঃসারশূন্য করবে। কৌশলে সে দুরাত্মাকে বিনষ্ট করতে হবে নতুবা আমাদেরই সমূহ ক্ষতি। সকলের চক্ষে ধুলো দিতে পারে কিন্তু সদাশিব রাওকে প্রতারিত করা শক্ত। তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে গাজির মুখে তার অন্তরের গূঢ় অভিসন্ধি পাঠ করেছেন। তার প্রত্যেক কার্য্যে লক্ষ্য রেখে খলতার পূর্ণ পরিচয় পেয়েছেন। তাই আমাকে ব'লে পাঠিয়েছেন যেন তার অধীনে আমাদের একজও সৈন্য না থাকে। তাকে কর্ম্ম-সমুদ্রে ডুবিয়ে রেখে তার প্রভুর রাজধানী আক্রমণ করতে হবে। তবে আমেদশা শুনছি, আক্রমণ করতে বিলম্ব করবে না।

মলহর। তাহলেও এরূপভাবে অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। যদি আমদেরই পরাজয় হয় তাহলে কত শক্তির অপচয় হবে ভাব দেখি? বিশেষতঃ তারা উপরে আমরা নিম্নে।

মহাদেবজী। বর্ত্তমান নিয়েই আলোচনা করুন! গাজিউদ্দিনকে কিছুতেই আমার বিশ্বাস হয় না। তদুপরি আবার ইব্রাহিম! বহিঃশত্রুকে গৃহে আনয়ন ক'রে স্বীয় পদে কুঠারাঘাত করা কোন ক্রমেই উচিত নয়।

মলহর। স্বীকার করি, ইব্রাহিম অজ্ঞাত-কুলশীল-যুবক; কিন্তু সে স্বদেশপ্রেমিক—মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত। রাজার অত্যাচারে

প্রজার আর্ত্তনাদে প্রাণ তার কেঁদে উঠেছে। সে ব্যথী—ব্যথা বুঝেছে। জন্মভূমির কৃতজ্ঞ-সন্তান, প্রবলের পীড়ন হ'তে দুর্ব্বলকে রক্ষা কর্‌বার জন্য আত্মজীবন উৎসর্গ ক'রে প্রস্তুত হয়েছে।

(কামানের শব্দ ও একজন সৈনিকের দ্রুত প্রবেশ।)

সৈনিক　সর্ব্বনাশ হুজুর, সর্ব্বনাশ ! আমেদশা আক্রমণ করেছে—

(প্রস্থান)

মলহর। মার্হাট্টা ! মার্হাট্টা ! অগ্রসর হও ! বীরবিক্রমে আক্রমণ কর ! এস, এস, ছুঠে এস—যে যেখানে আছ, সকলে ছুটে এস !　　(প্রস্থান)

মহাদেবজী। এইবার পুত্র-হত্যার প্রতিশোধের উপযুক্ত সময় এসেছে। আমেদশা, দু-দুটো পুত্রকে হত্যা ক'রেছিলে—এইবার তার প্রতিশোধ—এস, সকলে মিলে আক্রমণ কর—শত্রু ধ্বংস কর—　　(প্রস্থান)

নেপথ্যে কামানের শব্দ ও উভয় সৈন্যদলের কোলাহল।

মার্হাট্টার—"হর হর মহাদেও"—

আফগানের—"আল্লা হো—আল্লা হো"—

পটপরিবর্ত্তন।

খাইবারপাশের মধ্যস্থল।

[আমেদশা, ওয়ালিখাঁ, রহমৎখাঁ ও সৈন্যগণ ভয়ঙ্কর হাঁপাইতেছেন এবং বেগে দিলবাহারের প্রবেশ।]

দিলবাহার। ভীত হবেন না—হতাশ হবেন না সম্রাট ! যুদ্ধ করুন—হয় উত্থান, না হয় পতন।

আমেদ। আর ত পার্‌ছি না দিল! পতনকেই আলিঙ্গন ক'রে এই-খানেই বুঝি সমাধি গড়্‌তে হয়। প্রতিকূল প্রকৃতি—

দিলবাহার। না বাদশা! প্রকৃতি প্রতিকূল নয়। আফগানের পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল।

আমেদ। অনুকূল! অনুকূল! প্রত্যক্ষ কর্‌ছ অনুকূল?

দিলবাহার। সম্মুখ সমরে, এ হেন স্থানে, এ ভাবে মার্হাট্টা-শক্তিকে পর্য্যুদস্ত করা আফগানের সামর্থ্যে কুলাবে না। কারুণিক খোদা! তাই এ দুর্লঙ্ঘ্য গিরি-সঙ্কট সৃষ্টি করে রেখেছেন। পর্ব্বতে আরোহণ ক'রে, তারই পশ্চাতে আত্মগোপন ক'রে শত্রুকে মার্‌তে হ'বে। এ ভিন্ন অন্য পথও নেই—অন্য সুযোগও নেই।

আমেদ। দিল! দিল! অকূলে তুমিই কাণ্ডারী। তুমিই নিরাশ স্বামীর বুক আশায় ভরিয়ে দিয়ে দেববালার মত আলোক দেখাচ্ছ। আফগান। আফগান! আর ভয় নেই।

ওয়ালি। মা! মা! এম্‌নি ভাবে যুগ যুগ ধ'রে অন্ধ-পুত্রের হাত ধ'রে নিয়ে চল্ মা।

দিলবাহার। তাই এস! (সকলের প্রস্থান।)

পটপরিবর্ত্তন।

[পর্ব্বতোপরি আমেদশার সৈন্য প্রস্তর ভাঙ্গিয়া নিম্নে মার্হাট্টা-সৈন্যের উপর ফেলিতেছে। মার্হাট্টা-সৈন্যগণ ক্ষিপ্তের ন্যায় ছুটাছুটি করিতেছে। মলহর রাও ও মহাদেবজীর প্রবেশ।]

মলহর ও মহাদেবজী } মারহাট্টা! মারহাট্টা! ভীত হ'য়ো না—ধৈর্য্য ধর—বীর তোমরা, বীরের স্থান অধিকার কর! পালিও না—পথ ছেড় না—শত্রুর রক্তে জয়-টিকা প'রে—বিজয়কে আঁকড়ে ধর!

(ইব্রাহিম ও গাজিউদ্দিনের প্রবেশ।)

ইব্রাহিম ও গাজি } পালাও—পালাও—এভাবে হতাহত হ'য়ে আত্ম-শক্তি ক্ষয় ক'র না! ওভাবে শত্রু-ক্ষয় হবে না। পালাও—পালাও—অন্য পথ দেখ!

মলহর। এিক বল্‌ছ ইব্রাহিম? তুমি না বীর—?

গাজি। বীরত্ব এখানে মূক—অন্ধ—বধির—! দুষমন্‌কে তার দুষমানির প্রতিশোধ দিতে হবে। এভাবে মর্‌লে শত্রুর নিধন হবে না।

ইব্রাহিম। কি দেখ্‌ছেন! আসুন—পালান—বিনা যুদ্ধে মরা হবে না। পালালে আর একদিন শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে' পার্‌বো।

[গাজিউদ্দিন মহাদেবজীকে আর ইব্রাহিম মলহর রাওকে ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন।]

মলহর ও মহাদেবজী } না—না—পালাব না—ছাড়—ছাড়—!

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পুণা-অন্তঃপুরস্থ-প্রাঙ্গন।

(মাঙ্গলিক উৎসব।)

[মাঙ্গলিক দ্রব্য-হস্তে পুরাঙ্গনাগণ দণ্ডায়মান।]

গীত

আশীষ আশীষ ওগো সব পুরাঙ্গনা আশীষ তব পুত্রে।
যাচি গো এস যেন হউক কুমার শোভিত বিজয়-ছত্রে।
কায়-মনো-প্রাণে কর আশীর্ব্বাদ—
ঘুচে যাক্ সব ভয়।
আপনার প্রাণ রণে বলি দিয়ে—
যুদ্ধ করুক গো জয়।
কলঙ্ক-কালিমা ললাটেতে ধরে
যেন কভু কেহ নাহি আসে ফিরে
বীর-নারী মোরা সুকঠিন প্রাণে পাঠাব সমর-ক্ষেত্রে॥

(প্রস্থান।)

(যোদ্ধৃবেশে সদাশিব ও বিশ্বাসের প্রবেশ।)

সদাশিব। কুমার, গুরুজনের নিকট বিদায় নিয়ে, তাঁদের আশীষ-বর্ম্মে ভূষিত হয়ে, কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও! বিলম্বের অবসর নেই! ঐ শোন,—তোমার প্রতিবেশী ভ্রাতৃবৃন্দের গগনভেদী হাহাকার! যবনের দানবীয় অত্যাচারে তারা প্রপীড়িত।

তুমি দেশের একমাত্র অস্ত্র। নির্জীব শক্তিকে জাগিয়ে সজীব করে তোল !

(বালাজী রাওয়ের প্রবেশ।)

বালাজী। তাদের জাগান বৃথা! তাদের দেহে প্রাণ নাই—সাড়া নাই। এত অন্যায়ে, এত অত্যাচারে, উন্মুক্ত অসির দারুণ আঘাতে কেউ কি মাথা নাড়া দিয়েছে, না একটা জাগ্‌বার সাড়া দিয়েছে? উদ্যমকে ছেড়ে ফেলে আলস্যকে আঁক্‌ড়ে ধরেছে; জীবন্ত প্রাণকে মৃত্যুর দ্বারে তুলে দিয়েছে। তারা অত্যাচার সইতে এসেছে—অত্যাচার সইবে;—অত্যাচারের প্রতিবিধান কর্‌বেনা। এই বড় দুঃখ—তারা কেউ জাগ্‌ল'না; অন্ততঃ কেউই বল্‌লেনা—'আমি জেগেছি'! তাই বল্‌ছি সদাশিব, তাদের জাগান বৃথা!

(দেবলের প্রবেশ।)

দেবল। না পেশোয়া, তাদের জাগান বৃথা নয়! যাঁ'দের রাজা জাগ্রত, তারা কি অলস-নিদ্রায় গা ঢেলে দিতে পারে? তারা যে রাজার আদর্শ গ্রহণ ক'রে সুপ্তোত্থিত হ'য়ে রাজার জন্য, দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ কর্‌তে ছুটে আস্‌ছে। মহারাজ! বড় দুঃখী—বড় অসহায়—বড় দুর্ব্বল তারা। অভয়-হস্ত প্রসারিত ক'রে আহ্বান করুন—ধনী-নির্ধন বাল-বৃদ্ধ-যুবা, সকলেই ছুটে আস্‌বে।

(নেপথ্যে কোলাহল ও রাঘবের দ্রুত প্রবেশ।)

রাঘব। সর্ব্বনাশ, মহারাজ সর্ব্বনাশ! সমগ্র প্রজামণ্ডলী ষড়যন্ত্র ক'রে উন্মুক্ত অসি হস্তে ভীমবলে ছুটে আস্‌ছে। রাজদ্রোহী তারা! সৈন্যদের সজ্জিত হতে এখনিই আদেশ দিন! ঐ শুনুন তাদের বিকট চীৎকার!

নেপথ্যে। "রাজা—পিতা—শিক্ষাদাতা—নরদেবতা! ক্ষুদ্র আমরা—দীন আমরা—দীনের অর্ঘ চরণে স্থান পাবে না? আমরা রাজভক্ত—রাজার জন্য, রাজ্যের জন্য জীবন উৎসর্গ কর্‌তে পা'ব না? আমরা জ্ঞানহীন—শক্তিহীন ব'লে কি জাতির জন্য—জন্মভূমির জন্য জাগ্‌তে পাব না? রাজা! আমাদের জাগ্‌তে দিন—স্বাধীনতা দিন! আবার আমরা মাথা তুলে নিজের পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াই—শত্রুর বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে শিখি—(ইত্যাদি প্রজাগণের আত্ম-নিবেদন।)

বালাজী। না রাঘব, তারা রাজদ্রোহী নয়—রাজ-অনুগত প্রজা! তারা রাজার জন্য—রাজার স্বার্থের দৃঢ়-প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণ-বলি দিতে এসেছে। রাজার কাছে প্রজা মনের ব্যথা জানাতে এসেছে।

(সূর্য্যমল্লের প্রবেশ।)

সূর্য্যমল্ল। শুভ সমাচার পেশোয়া, শুভ সমাচার! রাজপুত-বীরগণ শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে—মহারাষ্ট্র পতাকামূলে সমবেত হ'তে উন্মুক্ত প্রাণে ছুটে আস্‌ছে। মহারাষ্ট্র-রাজপুতের মিলনের এই শুভ দিনে—ভারতের প্রত্যেক সন্তানের একপ্রাণতায়, ভারতে আবার শান্তির নিশান উড্ডীন হবে—ভারত আবার শৌর্য্য-বীর্য্যে জগৎবরেণ্য হবে—ভারতের প্রতি গৃহ আবার তপোবনে পরিণত হয়ে, যাগযজ্ঞে সামবেদের মাহাত্ম্য-গানে হিমালয়ের প্রতি কন্দর পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত ক'রে, ধর্ম্মরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত কর্‌বে।

বালাজী। এই-ই যথেষ্ট। চল সদাশিব! চল সূর্য্যমল্ল! ভায়ে ভায়ে সম্মিলিত হই চল। তারা কেবল প্রজা নয়! একই দেশের মাটীতে জন্ম, পুষ্ট, বর্দ্ধিত—সহোদর সম্বন্ধ! এস—

(বালাজী, সদাশিব ও সূর্য্যমল্লের প্রস্থান।)

রাঘব । (অর্দ্ধ-স্বগতঃ) আপন পর—পর পরমাত্মীয় । এরই নাম বিচার ! চিরদিন সমান যায় না । পেশোয়া, আজ হাস্‌ছ', —কাল কিন্তু কাঁদ্‌তে হবে ।

(ক্ষুণ্ণমনে প্রস্থান ।)

দেবল । ব্যাপার কিছু বুঝ্‌লে কুমার ?

বিশ্বাস । কিছুই ত বুঝ্‌লেম না !

দেবল । কুমার ! মহারাষ্ট্রের গৃহে বিভীষণের আবির্ভাব হয়েছে ।

বিশ্বাস । একি হেঁয়ালি প্রভু !

দেবল । তোমার পিতৃব্য শূন্যে দুর্গ নির্ম্মান করতে চায় । অলীককে বাস্তবের সিংহাসনে বসাতে চায়—নিজে রাজা হতে চায় । সাবধান কুমার !

বিশ্বাস । কে আপনি নিরাশায় আমার বুক ভরিয়ে দিচ্ছেন ?

দেবল । নিরাশায় নয় বৎস ! নবীন উৎসাহ ঢেলে দিয়ে—নবীন তেজে মাতিয়ে দিয়ে—মায়ের দুঃখ দূর কর্‌তে ভায়ের সন্ধানে ছুটে এসেছি । এস কুমার ! বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে দেশের জন্য ছুটে যাই—

(প্রস্থান ।)

বিশ্বাস । ছদ্মবেশী মহাপুরুষ ! দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন । (পদ-চারণ করিতে করিতে) বিষম সমস্যা ! শম্ভুদেব ! যদি চেতনা সঞ্চার ক'রে দিয়েছ, তবে গৃহবিচ্ছেদের অনল জেলে আবার ধ্বংসের মুখে টেনে ফেল্‌ছ' কেন প্রভু !

(অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত মাধবের প্রবেশ ।)

মাধব । দাদা ! দাদা ! আমি তোমার সঙ্গে যাব ।

বিশ্বাস । কোথায় যাবে দাদা ? আমি যে যুদ্ধে যাচ্ছি ভাই !

মাধব । আমি ও যাব' দাদা ! এই দেখনা আমি কেমন তীর ছুড়্‌তে

পারি—(তীর ছুড়িলেন) কেমন তলোয়ার ঘোরাতে পারি—(তদ্বৎ) বলনা দাদা, আমি কেমন শিখেছি ?

বিশ্বাস। বেশ।

মাধব। তবে আমি তোমার পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ কর্‌বো—হ্যাঁ দাদা পার্‌বোনা ?

বিশ্বাস। কেন পার্‌বেনা ভাই, যুদ্ধ কর্‌তেই ত তোমার জন্ম। (চুম্বন) তোমার এখন যুদ্ধে যাবার বয়স হয়নি মাধব !

মাধব। নাঃ, বয়েস না হ'লে বুঝি যুদ্ধে যেতে নেই ? হ্যাঁ, আমি যাব',—আমি না গেলে তোমার যে কষ্ট হবে দাদা !

বিশ্বাস। ভগবান্ ! কোন পবিত্র, নির্ম্মল নিগড় দিয়ে ভ্রাতৃ-হৃদয় বেঁধেছিলে। জন্মে জন্মে যেন এমন ভাই পাই ! সেই অভাগা, যার ভাই নেই—আর ভাই থাক্‌তে ভায়ের মর্ম্ম বোঝেনি—

(হীরাবাইএর প্রবেশ।)

মাধব। বৌদিদি—বৌদিদি ! চল' আমরা দাদার সঙ্গে যুদ্ধে যাই।

বিশ্বাস। (হীরার প্রতি) ভেবে দেখ্‌লেম, তোমার যাওয়া কিছুতেই হ'তে পারে না।

(ধীরাবাইএর প্রবেশ।)

ধীরাবাই। কে বলে হ'তে পারে না ? এস মা, গুরুজনের পদ-ধূলি নিয়ে বিদায় হই।

বিশ্বাস। একেবারেই নিরাপদ ভেবোনা কাকীমা !

ধীরাবাই। বিপদ-সম্পদ সবই ত সেই লীলাময়েরই দান বাবা ! আর কোন্‌টি বিপদ, কোন্‌টি সম্পদ, তাই কি মানুষে বুঝ্‌তে পারে ? আমরা যাকে বিপদ বলি—সেইটিই সম্পদ হ'তে কতক্ষণ বিশ্বাস ? সন্দেহ-কালি মুছে ফেলে—শুভাশুভ সেই

শান্তিময়ের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ ক'রে—নির্ভয়-চিত্তে কর্ম্মের বোঝা মাথায় ক'রে নাও ;—সফলতা আপ্‌নিই এসে তোমার গলায় জয়মাল্য পরিয়ে দেবে।

বিশ্বাস। মারহাট্টার কোন্ পুণ্যফলে, এ তেজোময়ী মূর্ত্তি ধ'রে, মারাঠা-বংশের মুখ উজ্জ্বল কর্‌তে এসেছ মা? হায়! কবে ভারতের ঘরে ঘরে এমন জননী বিরাজ কর্‌বে—অলস পুত্রকে কর্ম্মে ব্রতী ক'রে তুল্‌বে। নারি! পুত্রের আত্মনিবেদন শুনে যাও—যখন নিরাশায় বুক ভ'রে যাবে তখন জ্বলন্ত উৎসাহের রংমশাল জ্বেলে—উদ্দীপনা জাগিয়ে অন্ধ-পুত্রের হাত ধ'রে নিস্ মা? (পুরাঙ্গনাবেষ্টিত ঈশ্বরীবাইএর প্রবেশ) মা! পায়ের ধূলো দিয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ অক্ষয়-কবচে আবৃত করে দাও! তোমার আশীর্ব্বাদই আমায় রক্ষা কর্‌বে—আবার আমাকে তোমার কোলে এনে দেবে।

ঈশ্বরী। বিশ্বাসরে! কি ব'লে আশীর্ব্বাদ কর্‌বো—কি ক'রে বিদায় দোব'। আমি যে জননী ;—নয়নের মণি তুই—মণিহারা ফণী হয়ে কতক্ষণ বেঁচে থাক্‌বো বাপ্?

বিশ্বাস। মা! চিরদিন ত তোমার স্নেহ-পাদপের স্নিগ্ধ-ছায়ায় বর্দ্ধিত হ'তে পার্‌বো না। মৃত্যুর সঙ্গে একদিন ত দেখা কর্‌তেই হবে। জন্ম কর্ম্মের নিমিত্ত। বিদায় দাও মা! কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মী সেজে জীবনের ব্রত উদ্‌যাপন করি।

ঈশ্বরী। অভাগিণী জননী তোর, বৃথা প্রবোধ দিস্ কেন বিশ্বাস? মায়ের প্রাণ প্রবোধ মানে না! রাজার অট্টালিকা অপেক্ষা দরিদ্রের পর্ণকুটীর সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। নয়নের মণি কেউ কেড়ে নিতে পারে না। দারিদ্র্যের শত দংশনে দংশিত হলেও পুত্র-মুখ দেখে অভাগিণী সব ভুল্‌তে পারে। রাজার

'কাছে তোরে ভিক্ষা ক'রে নিয়ে এ রাজ্য ছেড়ে চ'লে যাব, তবু বিদায় দিতে পার্‌বো না। তোরে বিদায় দিয়ে শূন্য-গৃহে কোন্ প্রাণে বেঁচে থাক্‌বো বাপ্‌!

বিশ্বাস। মা—মা! লক্ষ পুত্রের জননী তুমি। একটী পুত্রের জন্য লক্ষ্য পুত্রের অমঙ্গল ডেক'না! জীর্ণ-শীর্ণ কঙ্কালসার লক্ষ-পুত্র তোমার, অত্যাচারে প্রপীড়িত হয়ে কাতর কণ্ঠে চীৎকার ক'রে, তোমার কাছে তাদের ব্যথা জানাচ্ছে। তার উপায় কর মা! একের সুখের জন্য লক্ষকে ধ্বংসের মুখে ফেলে দিও না! জগতে স্বার্থত্যাগের আদর্শ দেখাও! স্বার্থপরতার চেয়ে স্বার্থত্যাগের মূল্য অনেক বেশী। মা! জরা মৃত্যুর হাত থেকে নিস্তারের যখন উপায় নাই, তখন কাপুরুষের মত শয্যা আশ্রয় করে, অনন্ত যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে কর্‌তে মর্‌বো কেন? যদি মর্‌তে হয় তবে বীরের মত যশ গৌরবের ফুলের মালা পরে মৃত্যুর পারে চলে যাব'। সে মৃত্যু—মৃত্যু নয়,—সে শুধু দেহের পরিবর্ত্তন—এ জ্বালার জগতে শান্তি!

মীরাবাই। ভাব্‌ছ' কেন দিদি! হাসিমুখে বিদায় দাও! কুমার যশের মুকুট প'রে আবার তোমার কোলে ফিরে আস্‌বে। বীর-মাতা—রাজমাতা হ'য়ে ইতিহাসের পৃষ্ঠদেশে স্থান অধিকার ক'র্‌বে। পুত্রের বিজয়-গরিমা স্বর্ণ অক্ষরে প্রতি অধ্যায় অলঙ্কৃত কর্‌বে।

ঈশ্বরী। বুঝি সব—কিন্তু মন ত বোঝে না! বিদায় দিতে মন যে আমার হাহাকার ক'রে কেঁদে উঠ্‌ছে। কে যেন আমার অন্তরের মাঝখান হ'তে বলে দিচ্ছে—বিদায় দিস্‌নি, দিলে আর ফিরে পাবিনি?

নৈপথ্যে। রাণি! একি রীতি তোমার? শুভকার্য্যে অশ্রু ফেলে কুমারের অমঙ্গল ডেকে আন্‌ছ'। ছি—ছি! তুমি না বীররমণী? (ধীরাবাই ও হীরাবাই ঈশ্বরীবাইএর পদধূলি লইয়া ক্ষীপ্রপদে প্রস্থান এবং বালাজী রাওয়ের প্রবেশ।)

বালাজী। কোথায় বীরকার্য্যে পুত্রকে অগ্রসর হ'তে উপদেশ দেবে, উৎসাহের ফুল-চন্দনে তা'কে চর্চ্চিত কর্‌বে, আশীর্ব্বাদের শুভ্র-কিরণ-স্নাত ক'রে বিজয়ী হতে পুত্রকে অনুপ্রাণিত ক'র্‌বে—আর কোথায় শোকের একটা ঝটিকা তুলে সব আশা, সব উদ্যম ভেঙ্গে দিচ্ছ। একবার জীবনের মানদণ্ড তৌল ক'রে দেখ দেখি—তা'র মূল্য কত? (সদাশিবের প্রবেশ) যাও সদাশিব, বীরমণ্ডলীকে আমার সসম্মান আহ্বান জানাও! প্রজামণ্ডলীকে রাজার আশীর্ব্বাদ জানিয়ে প্রচার কর—প্রজার বল রাজা, রাজার বল প্রজা! (সদাশিবের প্রস্থান) যাও রাণি! মাধবকে নিয়ে অন্তঃপুরে যাও! (ঈশ্বরীবাই প্রভৃতির প্রস্থান। সদাশিবের সঙ্গে সূর্য্যমল্ল, পিলাজীরাও, ইব্রাহিম, মলহররাও ও মহাদেবজী প্রভৃতির প্রবেশ এবং মলহররাও ও মহাদেবজী অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান হোলকার ও সিন্ধিয়ার হাত ধরিয়া) ভাই! অভিমান লজ্জা ত্যাগ ক'রে, নবীন আশায় প্রবীন জীবন নূতন ক'রে, আবার কর্ম্ম-বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দাও! একবার অকৃতকার্য্য হয়েছ'—শতবার চেষ্টা কর! সফলতা করগত হবেই। পরাজয় প্রকৃতপক্ষে মস্তক নত ক'রে দিতে পারে নাই। প্রকৃতি আমাদের প্রতিকূলে কার্য্য করেছে—সেজন্য ক্ষুব্ধ হয়োনা বন্ধু! সম্মুখ-যুদ্ধে তোমাদের বাহুবল যে হীন নয়, এই আমার সান্ত্বনা। ইব্রাহিম! ভাই! তুমি অস্ত্র

ধর্ম্ম আশ্রয় করেছ বটে, কিন্তু তোমার মত হিন্দুর গৌরব রক্ষা করতে কয়জন হিন্দু ছুটে এসেছে! তুমি বিধর্ম্মী হলেও স্বধর্ম্মী,—তুমি আমার ভাই। সূর্য্যমল্ল! সদাশিব! পিলাজি! তোমাদের হাতে—শুধু তোমাদের হাতে আমার প্রাণের বিশ্বাসকে সমর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হলেম। আমারই অনুরোধে—সমস্ত অপরাধ তা'র মার্জ্জনা ক'রো। আশীর্ব্বাদ করি তোমরা জয়যুক্ত হও! ভাই সব! বৃদ্ধ বালাজী বাজীরাও, তোমাদের যুদ্ধে পাঠিয়ে দিয়ে, উৎকণ্ঠিত-হৃদয় নিয়ে, এই পুণায় তোমাদের আশায় বসে থাক্‌বে। যুদ্ধান্তে আবার সকলে একত্রিত হ'য়ে এসে ব'লো—"পেশোয়া! আমরা জয়লাভ করেছি।" পেশোয়ার শুধু তাই বাসনা! জগদীশ্বরের নাম গ্রহণ ক'রে, কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও—শম্ভুদেব তোমাদের মঙ্গল কর্‌বেন।

(সকলের মস্তক অবনত করন।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পুণা—রাজপথ।

(দেবল ও পছন্দ খাঁর প্রবেশ।)

দেবল। ব্যাপার কিছু বুঝ্‌ছ' মিঞা?

পছন্দ। হাঁ, যে রকম দেখ্‌ছি, বড় রকমের লড়াই একটা বাধবে।

দেবল। বেধেছে আর বাধবে! ভলকে ভলকে ধূঁয়া উঠে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে—শীঘ্রই প্রজ্জ্বলিত হবে!

পছন্দ। তবে উপায়?

দেবল। আত্মাহুতি।

পছন্দ। তবে কি মা'র আমার উদ্ধার হবে না?

দেবল। বিশাল রাজ্য! ভারতের এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটে বেড়াচ্ছ; কয় জনকে কাজের লোক দেখেছ—কয় জনকে খুঁজে পেয়েছ? যে ক'জনকে পেয়েছ' তাদের মধ্যে আবার আত্মবিচ্ছেদের তীক্ষ্ণধার খড়্গ পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়েছে। যা'রা নিজেকে জানে না, নিজের প্রতিবাসিকেও জানে না, তা'রা নিজে চেষ্টা করবে না, অপরকেও করতে দেবে না। আত্মগরিমা যা'দের মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করেছে, তা'দের উত্থান—তাদের মিলন কি ক'রে হবে মিঞা? বিকারগ্রস্ত রোগীর জ্ঞান হয় মৃত্যুর সময়। যদি মিলনই হয়, তবে জেনে রেখ' মিঞা, তখনই হবে—পতন যখন রাক্ষসের মূর্ত্তি ধ'রে সব গ্রাস ক'রতে বসবে।

পছন্দ। তাই বোধ হয় খোদার ইচ্ছা! নতুবা যে ভারত-সন্তান নিজের জীবনের চেয়ে নিজের দেশকে মূল্যবান্ জ্ঞানে হাসতে হাসতে প্রাণ দিতে কাতর হোত' না;—আজ তা'দের কোথায় সে স্বদেশ-প্রিয়তা—কোথায় সে একতা।

দেবল। এখনও একেবারে লোপ পায়নি। ঐ দেখ—মহারাষ্ট্র কেমন আকাশের মত উন্মুক্ত প্রাণে, বাতাসের মত স্বাধীনগতিতে অগ্রসর হ'চ্ছে। এরা মহৎ ফলের প্রয়াসী—পরিশ্রমই সফলতার উচ্চশীর্ষে পৌঁছে দেবে। কিন্তু এদেরও মধ্যে অন্তর-বিপ্লব এসে দেখা দিয়েছে—কিছু ক'রে উঠ্‌তে পারেনি—পারবে কিনা জানিনা। মাহাট্রা যেমন জেগেছে, প্রত্যেকে যদি তেমন জাগ্‌তে পারতো, তাহলে তাদের উত্থান অনিবার্য্য হোত'।

পছন্দ। চেষ্টার যদি সফলতা থাকে, পরিশ্রমের যদি মূল্য থাকে, তবে আমি বলছি—একদিন না একদিন হ'বেই হ'বে।

দেখি, তাইমুরকে যদি তা'র পিতার বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে পারি, তা হ'লে হিন্দু-মুসলমানে, আবার ভ্রাতৃ-সম্বোধনে, একতার মিলন-মন্দিরে উদ্‌গ্রীব প্রাণে ছুটে আসবে।

দেবল। তাই কর, তাই কর! যদি পার জীবন সফল হ'বে—একটা মহান্ কীর্ত্তি অমর ক'রে দেবে।

(বিভিন্নদিকে উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

অযোধ্যা-প্রাসাদ-কক্ষ।

(সুজাদ্দৌল্লা ও মেহেরা।)

সুজাদ্দৌঃ। আমি বার বার তোমায় বলি নাই কন্যা, যে আমার অবাধ্য হয়ো না?

মেহেরা। হাঁ পিতা, বলেছেন! তবু কেন যে আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে পারিনি—তা' আমি জানিনা—আজও আমি তা' ভাল ক'রে বুঝে উঠ্‌তে পারিনি।

সুজাদ্দৌঃ। বোঝাবুঝির ভার কন্যার নয়—পিতার। এও প্রত্যেক কন্যার উচিত যে, পিতার আদেশ—ভালমন্দ না ভেবে—মাথা পেতে নেওয়া। এ ধর্ম্মের কথা—শাস্ত্রের আদেশ।

মেহেরা। স্বীকার করি পিতা! কিন্তু ভালমন্দ বোঝবার ক্ষমতা খোদা, পিতাকে যেমন দিয়েছেন; কন্যাকেও কি তেমনই দেন্‌নি? না, এতে তিনি এতটুকুও কৃপণতা করেন নি।

সুজাদ্দৌঃ। করুন আর নাই করুন—তাতে কিছু আসে যায় না। মেহেরা! আমি তোমার সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধ করতে আসিনি কন্যা; আমি এসেছি—

মেহেরা। জানি পিতা! আপনার মতের আপনি যেমন পরিবর্ত্তন কর্‌বেন না—আমিও তেমনি—

সুজাদ্দৌঃ। এখনো বল্‌ছি সম্মত হও! যুবরাজ শাআলমকে পতিত্বে বরণ কর—সুখী হও—

মেহেরা। (স্বগতঃ) কে কবে বাদসাহ ওমরাহদের বিবাহ করে সুখী হ'য়েছ বিশেষ যা'রা স্বেচ্ছাচারী! (প্রকাশ্যে) না, পিতা! আমার আত্মা ব'ল্‌ছে যে, আমি তা'তে সুখী হ'তে পার্‌বো না।

সুজাদ্দৌঃ। তুমি আমার একমাত্র কন্যা। তোমাকে সর্ব্বতোভাবে সুখী করাই আমার কর্ত্তব্য। তাই তোমায় সাম্রাজ্ঞীরূপে দেখ্‌বার প্রলোভন সংবরণ ক'রতে পার্‌ছি না মা! মেহেরা তোর বাপের অনুরোধ রাখ—সম্মত হ!

মেহেরা। (স্বগতঃ) জান্‌বে কি বাবা, এ প্রাণে কত জ্বালা! একদিকে পিতার অনুরোধ—আর একদিকে আমার প্রাণের টান। (প্রকাশ্যে) আদৌ আমার সাম্রাজ্ঞী হ'বার সাধ নেই বাবা!

সুজাদ্দৌঃ। কি ব'ল্‌ছ মেহেরা তুমি? সম্রাটের পুত্রকে পতিরূপে পাওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নয়। দুনিয়ার যে কোন রাজ্যের, যে কোন রাজকন্যার এ কত বড় কাম্য, তা' তুমি কল্পনাও ক'র্‌তে পারনা।

মেহেরা। এ কাম্য তাঁরাই করুন, আর সে সৌভাগ্যের অধিকারী তাঁরাই হউন; আমার যেন না হয়, খোদার কাছে আমার এই প্রার্থনা!

সুজাঃ। হুঁ! অবাধ্য কন্যা! জান, এর পরিণাম কি?

মেহেরা। শাস্তি—

সুজাঃ। সে শাস্তি শুধু ভয় দেখান নয়, কার্য্যের তা'র চরম পরিণতি কত বিভীষিকাময় হ'তে পারে? জান, আমি তোমার দুর্দ্দান্ত পিতা!

মেহেরা। আর আমি সেই দুর্দ্দান্ত পিতার দুর্দ্দান্ত কন্যা—সে শাস্তির বিভীষিকা দেখে ভয় পায় না।

সুজাঃ। উত্তম! এই কোন্ হ্যায়? (একজন ঘাতকের প্রবেশ।) এখনও ভাব!

মেহেরা। আমার বক্তব্য আমি আগেই বলেছি পিতা! এখন আপনার যা' অভিরুচি—তাই করুন? আমার তা'তে কোন আপত্তি নাই!

সুজাঃ। সম্মত নও?

মেহেরা। না!

সুজাঃ। উত্তম। জল্লাদ, তোমার কার্য্য কর!

(জল্লাদের অগ্রসর হওন ও নবাবের ইঙ্গিতে নিষেধ।)

(সবেগে ধাত্রীর প্রবেশ।)

ধাত্রী। (জানু পাতিয়া) রক্ষা করুন, রক্ষা করুন নবাব সাহেব! দোহাই আপনার। মনে করুন, এ আপনার সেই মাতৃহারা দুঃখিনী কন্যা—আপনার পরলোকগতা প্রিয়তমা পত্নীর একমাত্র স্মৃতি মুছে ফেল্‌বেন না নবাব সাহেব!

সুজাঃ। কে বলে আমার কন্যা। আমার কন্যা নাই। আমার পত্নীর সঙ্গে সঙ্গে সেও গেছে। জল্লাদ, আদেশ পালন কর!

(জল্লাদের অস্ত্রোত্তলন, নবাবের ইঙ্গিতে নিষেধ।)

(শা আলমের প্রবেশ।)

শা আঃ। ক্ষান্ত হও ঘাতক, অস্ত্র নামাও! নবাব সাহেব আমার অনুরোধ, এ আদেশ প্রত্যাহার করুন!

সুজা। বেশ, তাই হোক্। কিন্তু মনে রেখো মেহেরা তোমার মতামতের উপর তোমার জীবন-মরণ নির্ভর করছে!

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

বর্ষার যমুনা—তদুপরি সেতু।

(সেতু ছাপাইয়া তরঙ্গ উঠিতেছে।)

[আমেদ শা, ওয়ালী খাঁ, রহমৎ খাঁ ও সৈন্যগণ বিমর্ষভাবে তীরে দণ্ডায়মান।]

আমেদ। প্রকৃতির গতি বাধা দিয়ে সম্মুখে রাক্ষসীর মূর্ত্তি ধ'রে দাঁড়িয়েছে। বহু পরিশ্রমে তা'কেও উপহাস করে ভীষণ যমুনাকে বেঁধে সেতু নির্ম্মাণ করেছিলাম। কিন্তু সে মানব-শক্তিকে তুচ্ছ ক'রে মনের উল্লাসে শতবাহু বিস্তার ক'রে নৃত্য কর্‌ছে। ওয়ালি খাঁ! কি ভাবছ'? যমুনার গর্ভে আজ আফগানের সমাধি—এ আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি।

ওয়ালি। দু'দুবার মার্‌হাট্টা-শক্তিকে পর্য্যুদস্ত করা গেছে। সে মানব-শক্তি; কিন্তু এ যে প্রকৃতির ভীষণ আক্রোশ!

রহমৎ। তবে কি সম্রাট্ আমেদশা, তাঁর পুত্র তাইমুরের হত্যার প্রতিশোধ নিতে চুপ ক'রে থাক্‌বেন? মারাঠার দর্প চূর্ণ হবে না?

আমেদ। নিয়তির চক্র যে তাকে চুপ ক'রে থাক্‌তে বাধ্য করেছে রহমৎ! কি কর্‌ব? একে বর্ষাকাল, তায় এমন যমুনা,—পার হওয়া বড় শক্ত কথা—

(দিলবাহারের প্রবেশ।)

দিলবাহার। অন্যের কাছে শক্ত হ'তে পারে ; কিন্তু আফগান-সম্রাটের কাছে নয়। পুত্রহন্তা, ভ্রাতৃহন্তা, সেই পাপাত্মা গাজির ছিন্নমুণ্ড, ছলে,বলে—কৌশলে, যেমন ক'রে হোক্ চাই-ই।

আমেদ। তা' আর হয় না দিল! আশা-ভরসা সমস্তই আজ যমুনা গ্রাস করেছে। শত্রু সহজ হ'য়ে ছিল—আজ সহজ শত্রু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। উত্তাল তরঙ্গমালা সেতু প্লাবিত ক'রে দিচ্ছে। জানি না, এই ক্ষুদ্র সেতু কতক্ষণ এভাবে যুদ্ধ ক'র্‌বে।

ওয়ালি। যা' দেখ্‌ছি তা'তে উষ্ণ-রক্ত-স্রোত তুষার-শীতল হ'য়ে যাচ্ছে। নূতন আশা মুঞ্জরিত হ'বার আগে ম্লান হ'য়ে যাচ্ছে। তৃষ্ণার্ত্ত পথিক দূরে পানীয় দেখে নিরস্ত থাক্‌তে পারে না, যদি কোন প্রতিবন্ধকতা তা'কে বাধা না দেয়। এযে ভীষণ বিঘ্ন যমুনারূপে আফগানের গতিরোধ ক'রে দাঁড়িয়েছে।

রহমৎ। এদিকে মার্হাট্টার বিপুল বাহিনী অগ্রসর হয়ে আস্‌ছে। বড়ই রণ-দুর্ম্মদ তারা—পরাজয়েও ভীত নয়। এবার নাকি পূর্ব্বাপেক্ষা বিপুল আয়োজন করেছে।

আমেদ। জয়ের আশা অতি অল্প! ভারতের প্রায় সকল জাতি মারাঠার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আমাদের স্বপক্ষে কেউ নেই। তা'দের অগ্রে যদি নগর লুণ্ঠন ক'রে দুষমন্‌দের রক্তে হিংসার তৃপ্তি কর্‌তে পার্‌তেম্, তাহ'লে আফগানের জয় অনিবার্য্য হোত ; কিন্তু যমুনা প্রবল প্রতিবন্ধক।

দিলবাহার। প্রতিবন্ধক তুচ্ছ কর্‌তে হবে—নদী পার হ'তে হবে—চেষ্টা করুন! এখন অনেক সময় আছে। অযোধ্যার নবাব সুজাদ্দোল্লা, রহিলাখণ্ডের শাসনকর্ত্তা নজিবুদ্দৌল্লা আমাদের অনেক সাহায্য কর্‌তে পারেন। এক মুহূর্ত্তের অপব্যয়ে

প্রাণ পর্য্যন্ত বিপন্ন হ'তে পারে। আশঙ্কাকে দূর ক'রে, যমুনার গর্ব্বকে খর্ব্ব ক'রে, বীরবিক্রমে অগ্রসর হোন্। মনে রাখ্‌বেন, যমুনাতীর আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নিরাপদ নয়। মাথার উপর শত্রুর অস্ত্র ঘুর্‌ছে; গাজিউদ্দিন, ইব্রাহিম আমাদের পশ্চাদনুসরণ করেছে; এখনও প্রস্তুত হোন্।

আমেদ। তবে তাই হোক্। আর নিরাশার কোলে আত্মসমর্পণ করে কোন ফল নেই। বহুদূর হ'তে পরাজয় কিন্‌তে আসিনি। সৈন্যাধ্যক্ষগণ! অগ্রসর হও! অদম্য উৎসাহ প্রকৃতির গতিরোধকেও তুচ্ছ কর্‌তে পারে—জগৎকে জানিয়ে দাও! ঐ শোন; খোদার আশীষবাণী অব্যক্ত সুরে তোমাদের জয় ঘোষণা ক'র্‌ছে। ঐ দেখ, যমুনা নীরব প্রাণে শুন্‌ছে।

[সৈন্যগণের পার হইয়া যাইবার পর, অগ্রে রহমৎ খাঁ, মধ্যে দিলবাহার ও আমেদশা, শেষে ওয়ালি খাঁ, সেতুর উপর উঠিলেন। মধ্যপথে তরঙ্গদ্বারা প্লাবিত হওয়াতে দিলবাহার হঠাৎ নদীতে পড়িয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমেদশাও ঝম্পপ্রদান করিলেন।]

ওয়ালি। রহমৎ! সর্ব্বনাশ! সম্রাট-সাম্রাজ্ঞী নেই। ঐ দেখ! নিষ্ঠুর যমুনা উভয়কে বুকে ধরে উল্লাস ভরে নৃত্য ক'র্‌ছে। আমি উদ্ধার কর্‌বো—উভয়কে নিমজ্জন হতে বাঁচাব—তুমি শিঘ্র সৈন্যগণকে সান্ত্বনা দাও—যাও - বিলম্ব করোনা!

(ঝম্প প্রদান।)

রহমৎ। ইয়ে আল্লা! (বেগে প্রস্থান ও সসৈন্যে গাজির প্রবেশ।)

গাজি। মার, মার—শত্রুকে মার? ঐ—ঐ যমুনার বক্ষে মহাশত্রু! ঐ—ঐ সেই আমেদ—রক্তলোলুপ নাদিরের স্বহস্তগঠিত

কীর্ত্তিগরিমা! ভেঙে দাও, ভেঙে দাও—বর্ষাধারার মত গুলী বৃষ্টি কর!

সৈন্যগণ। (সেতুর উপর উঠিতে উঠিতে) আল্লা-হাহো—

ওয়ালি। (সাঁতার দিয়া আমেদশা ও দিলবাহারকে ধরিয়া কিনারায় আসিতে আসিতে) দুষমন্—দুষমন্! রহমৎ—রহমৎ! ভেঙে দাও—জাম্‌জামে আগুণ দিয়ে সেতু উড়িয়ে দাও—ঐ, ঐ শত্রুসেনা সেতুর উপর উঠেছে—দাগ, দাগ—!

[রহমৎ খাঁ জাম্‌জাম কামান দাগিলেন। সেতু ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল।]

গাজি। সেতু গেছে যাক্, ঝাঁপিয়ে পড়—সকলে মিলে ঐ তিনটেকে ডুবিয়ে মার? যদি মার্‌তে পার—ভারতের অফুরন্ত ভাণ্ডার তোমাদের। (সকলে ঝম্পোদ্যত) ঐ, ঐ আবার ভেসেছে—তীরের অতি নিকটে—গুলী কর! (সৈন্যগণ গুলী করিল কিন্তু ওপারে পঁহুছিল না।) ক্ষান্ত হয়োনা—শত্রুর রক্তে যমুনার জল রাঙা করে দাও!

(তাইমুরের সসৈন্যে প্রবেশ)

তাইমুর। সাবধান শয়তান!

গাজি। এই সেই শয়তানের বাচ্ছা। মার, মার—একেই আগে মার! (যুদ্ধ ও ইত্যবসরে দিলবাহার, আমেদশা ও ওয়ালি খাঁ অপর পারে উত্তীর্ণ হইলেন।) পার্‌লেম্ না—পালাই, পালাই—(পলায়ন।)

তাইমুর। কোথায় পালাবি কুক্কুর! (পশ্চাদ্ধাবনোদ্যত)

সকলে। (ওপার হইতে) তাইমুর! তাইমুর!

তাইমুর। (ফিরিয়া) পিতা, পিতা!

সকলে। বেঁচে আছে—বেঁচে আছে! নিষ্ঠুর মারাঠা ঘরের মাণিক নেবাতে পারেনি।

তাইমুর। ভুল পিতা, ভুল! মারাঠা নিষ্ঠুর নয়—নির্দ্দয় নয়—মহান্ উদার দয়ার সাগর। দিন্ পিতা, সমতালে, শতকণ্ঠে ধন্যবাদ দিন! মারাঠার বিজয় বাদ্য বেজে উঠুক। মারাঠা শত্রু বটে—রাজ্যলোলুপ বটে, কিন্তু শত্রুর প্রাণরক্ষা—শত্রু-রমণীর মর্য্যাদা রক্ষা, মারাঠা-জীবনের প্রধান ব্রত।

রমহৎ। মারাঠা মানুষ—শিক্ষার আদর্শ!

দিলবাহার। আশমানে যদি গোলাপবাগ্ থাকে—শতধারায় বর্ষিত হয়ে মারাঠার মাথায় পড়ুক—মারাঠার গৌরবে দিগন্ত পূর্ণ হোক্!

ওয়ালি। কা'দের আশীর্ব্বাদ কর্‌ছেন মা! মার্হাট্টা আফগানের শত্রু যে—

দিলবাহার। শত্রু? ওঃ! বটে—

আমেদ। এস পুত্র! পিতার সহায় হও—

তাইমুর। পিতা অগ্রসর হ'ন। নগরে প্রবেশ করুন। তাইমুর অবসর মত সম্মিলিত হ'বে।

আমেদ। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্ তাইমুর! সেনাপতি! আর কেন, ক্ষুধার্ত্ত আমরা—পর্য্যাপ্ত আহার সম্মুখে—অগ্রসর হও!

(সকলের নগর প্রবেশ।)

[তাইমুরের দুইজন সৈনিকের প্রবেশ।]

১ম সৈন্য। জনাব! দুষমন্ পালিয়েছে।

২য় সৈন্য। অনুমতি হয় ত পুনরায় তা'র অনুসরণ করি—

তাইমুর। তাই যাও, পূর্ণবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে উধাও হ'য়ে চলে যাও! স্মরণ রেখো, সর্ব্বাগ্রে শয়তানের ছিন্নশির যে আন্‌তে পার্‌বে—ইনাম পাবে—যাও! (সৈনিকদ্বয় প্রস্থানোদ্যত) হাঁা, শোন! বৃথাশ্রমে সময় নষ্ট কর্‌বার প্রয়োজন দেখ্‌ছি

না। তা'র চেয়ে শত্রুর সেনা যদি বন্দী হয়ে থাকে—তাদের নিয়ে শিবিরে যাও! (সৈনিকদ্বয় ফিরিল।)

১ম সৈন্য। এ অবস্থা যদি আপনার হোত, সে কি দয়া প্রকাশ ক'র্‌তো—বার বার আপনার হত্যার জন্য কি না করেছে সে?

তাইমুর। সত্য, স্বীকার করি; কিন্তু সে যদি হৃদয়হীনের পরিচয় দেয়—মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দেয়—আমাকেও কি তাই ক'র্‌তে হবে? সেই অতীতের কথা স্মরণ ক'রে—নিঃসহায় অবস্থায় লোকের উৎপীড়ন কামনা ক'রনা!

১ম সৈন্য। কিসের উৎপীড়ন? সম্মুখযুদ্ধে শত্রু বিনাশ—এত' বীরের কর্ত্তব্য—কোরাণের বিধান!

তাইমুর। যুদ্ধে শত্রুর বিনাশ কর্ত্তব্য হ'তে পারে;—কিন্তু পলায়িত, নিরস্ত্র শত্রুকে বিনাশ করা কি কোরাণের বিধান? এমন শত্রুকে ক্ষমা কি বীরের কর্ত্তব্য নয়? সে আমায় তার মুঠোর মধ্যে এভাবে পেতো যদি—তা'র পশুবৃত্তির পরিচয় বেশ ভাল করে দিত'-- (জনৈক সৈনিকের প্রবেশ।)

সৈনিক। খোদাবন্দ্!

তাইমুর। ও কি, চুপ ক'রলি যে—বল্‌তে এসে মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি—ও আবার কি? আমার সৈনিকের চোখে জল! এযে বড় আশ্চর্য্যের ছবি দেখ্‌ছি! কি হয়েছে জল্‌দি বল্?

সৈনিক। বল্‌তে যে পার্‌ছিনা জনাব! আমার জীব্ যে জড়িয়ে আস্‌ছে—না, না, তবুও বল্‌বো—বুক ফেটে গেলে তবুও বল্‌বো। নিমকের গোলাম আমি—এ যে আমাদের কর্ত্তব্য! (কিছুক্ষণ পরে) বেগম সাহেবা আপনার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ কর্‌বার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন।

তাইমুর। বেগম সাহেবা!—এখানে?—মিথ্যকথা—

সৈনিক। না জনাব! মিথ্যা নয়। সহস্র সত্য মিথ্যা হলেও এ মিথ্যা হ'বার নয়! একদল ফৌজ নিয়ে তিনি আপনার পিছন পিছন আসেন। পলায়িত গাজির পথ-রোধ করেন—প্রাণপণে তাকে বন্দী ক'র্‌তে প্রয়াস পান—

তাইমুর। ওহো বুঝেছি! চল্ চল্ মর্‌বার আগে একবার দেখি—

(সকলের প্রস্থান ও গাজির প্রবেশ।)

গাজি। পালাই পালাই—এই পথে পালাই। প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা! নাঃ—পার্‌লেম না, দুটোকে এক কবরে শোয়াতে পার্‌লেম না। আর না, পালাই। ঐ না দূরে একটা অশ্ব—খোদা মোহরবান্—

(সবেগে প্রস্থান।)

[তাইমুরের স্কন্ধে ভর দিয়া আহতা গোলেন্দুর প্রবেশ—সঙ্গে কতিপয় সৈন্য।]

তাইমুর। গোলেন্দু—গোলেন্দু! কেন এ সর্ব্বনাশ কর্‌লি!

(গোলেন্দুর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া উপবেশন।)

গোলেন্দু। (ক্ষীণকণ্ঠে) ভালবসা দেখাতে, প্রিয়তম! এ মৃত্যু কত সুখের—কত তৃপ্তির—স্বামিন্—বি—দা—য়—(মৃত্যু)

তাইমুর। কি কর্‌লি—কি কর্‌লি স্বামির জীবনের শুকতারা ছিঁড়ে ফেলে দিলি— [গোলেন্দুর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

সৈন্যগণ। কি হোল! এযে আমাদেরই সর্ব্বনাশ—

তাইমুর। (সজলনয়নে গোলেন্দুকে নিরীক্ষণ করন। সহসা উঠিয়া) পেয়েছি, পেয়েছি, প্রতিহিংসার ছল খুঁজে পেয়েছি। গাজি! আগে এই বালিকাকে কুসুমদলে আবৃত করি—তারপর—

তোর রক্তে তা'র তৃপ্তি কর্‌বো। এখন শুধু প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—

(ক্ষিপ্রহস্তে গোলেনুকে বক্ষে লইয়া প্রস্থান।)

সৈন্যগণ। কি ভয়ানক মূর্ত্তি ! (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

দিল্লীনগর অভ্যন্তরস্থ রাজপথ।

(এক বৃদ্ধ মুসলমান ও একটী বালকের প্রবেশ।)

বালক। ও চাচা, এখন বাঁচা

বৃদ্ধ। চাচা আগে আপনার মাথা বাঁচাক।

বালক। কোথায় যাই ?

বৃদ্ধ। চাচার কবরে।

বালক। তবে এই বেলা চ পালাই।

বৃদ্ধ। তা'র কি যো আছে ছাই ! নাদিরের সাক্‌রেদ্‌রে বাবা ! আটঘাট বেঁধেছে— (নেপথ্যে আফগানের জয়োল্লাস) ও খোদা ! বাঁচারে বাবা ! কোথায় যাই ? দোহাই মহম্মদ গাজি ! (নেপথ্যে "ঐদিকে, ঐদিকে—মার্‌, মার—") ঐ সার্‌লেরে ! ওরে, ওরে, ও বিদ্‌কুটে, বয়াটে ছোঁড়া—তুই একটু দাঁড়া—আমি ছুটে গিয়ে সিন্ধুকের চাবিটা এঁটে আসি—অনেক টাকারে অনেক টাকা—দোহাই মহম্মদ গাজি ! (প্রস্থানোদ্যত হওয়ায় বালক তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।) আরে, ছাড়্‌ ছাড়্‌—দোহাই তোর ! (আফগান-সৈন্যের প্রবেশ।)

সৈন্যগণ। মার্‌ মার্‌—ঐ শত্রুর চর—মার্‌—(উভয়কে ধরিল।)

বালক। আমি নই—আমি নই—ঐ—ঐ, টা—

বৃদ্ধ। হাঁ—হাঁ,—অনেক কষ্টের টাকা—দোহাই বাবা!—চর টর নই—দোহাই তোমাদের—

সৈন্যগণ। অনেক টাকা! অনেক টাকা! চল বুড়ো, টাকা কোথায় তোর বল্‌বি—চল্—(টানিতে লাগিল।)

বৃদ্ধ। মেরোনা বাবা!—দোহাই বাবা! মরে গেলে টাকা আমি রাখ্‌বো কোথা?—

বালক। কেন—কবরে—

সৈন্যগণ। আরে চল্ চল্— (সকলের প্রস্থান।)

[পুরুষ, রমণী, বালকবালিকাগণকে তাড়াইয়া লইয়া একদল আফগান সৈন্যের প্রবেশ।]

সকলে। মেরোনা—আমাদের মেরোনা—আমরা কোন দোষে দোষী নই—আমরা কিছুই জানিনা—

সৈন্যগণ। চল্—তোদের সব কাট্‌বো— (তাড়াইয়া লইয়া প্রস্থান এবং আমেদশার প্রবেশ।)

আমেদ। কাউকে দয়া ক'রনা। বালক-বালিকা স্ত্রী-পুরুষ—সকলকে হত্যার স্রোতে ছুঁড়ে ফেলে দাও—ঘরে ঘরে আগুণ ধরিয়ে দাও!

নেপথ্যে। আমেদ - আমেদ—এই কি তোমার ইস্‌লাম ধর্ম্মের বিধান? —এর জন্য কি খোদার নিকটে দায়ী হ'তে হবে না?— হত্যা, লুণ্ঠন, অপমান, গৃহদাহ কি রাজার কর্ত্তব্য?

আমেদ। কেউ কর্ণপাত করোনা—কেউ নিরস্ত হয়োনা। হত্যা— হত্যা—কেবল হত্যা—কেবল লুণ্ঠন—(প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

[অযোধ্যা-উপবন-মধ্যস্থ কৃত্রিম নদীতীরে মর্ম্মর-বেদিতে শা আলম্ উপবিষ্ট ।]

শা আলম্ । কি ছিলেম আর কি হয়েছি ! কাল যা'কে যুবরাজ ব'লে সকলে সম্মান কর্‌ত, আজ তা'কেই দেখে ঘৃণায় মুখ ফেরাচ্ছে । আজ আমি পরান্নভোজী, ঘৃণিত শা আলম ! যা'র প্রসাদ ভিক্ষার জন্য শত সহস্র আমীর-ওমরাহ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাক্‌তো । আজ কালের আবর্ত্তনে আমি তা'দেরই দ্বারে ভিখারী—তা'দেরই দয়ার উপর আমার জীবন-মরণ নির্ভর কর্‌ছে । পশুর স্বাধীনতা আছে—আমি তা' হ'তেও বঞ্চিত ! যে গাজীউদ্দিন একদিন কুক্কুরের মত আমার পদলেহন করেছে, আমার ভ্রূকুটীভঙ্গে যে ভয়ে কম্পমান হোত' ;—আজ তা'র ভয়ে ভারতের একপ্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটাছুটি কর্‌ছি—পরের নিকট আশ্রয়প্রার্থী হয়েছি । ধিক্—এ ঘৃণিত, লাঞ্ছিত জীবনে শতধিক । এ জ্বালাময় জীবন বহন করা অপেক্ষা এর শেষই বাঞ্ছনীয় ! পিতা ! পিতা ! তোমার অযোগ্য সন্তান আমি—গাজির উত্তপ্ত শোণিতে এখনও তোমার তৃপ্তি কর্‌তে পারলেম না—এখনও সে জীবিত । আমায় ক্ষমা কর পিতা ! এখন একমাত্র আশা সুজাদ্দৌলা । সে আমায় অভয় দিয়েছে । দেখা যাক্, কতদূর কি হয় ! যদি সাহায্য পাই—আশা সফল হ'বে—নতুবা এই শেষ !

(অন্যমনস্ক হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে অনেক দূরে গিয়া পড়িলেন । উপবনের বৃক্ষরাজির অন্তরালে আঁর তাঁহাকে

দেখা গেল না। এমন সময় শশব্যস্তে দুইজন রক্ষার প্রবেশ।)

১ম রক্ষী। আরে গেল কোথায় ?

২য় রক্ষী। আরে যা'বে কোথায়! পড়েছে বাবা মাম্‌দোর মুখে।

১ম রক্ষী। এঁ্যা! দিনের বেলায় মাম্‌দো ?

২য় রক্ষী। না, না, মাম্‌দো নয়, তুই চেঁচা!

১ম রক্ষী। ঐটী শুধু পার্‌বো না দাদা! তাছাড়া আর সব—

২য় রক্ষী। তবে ডাক্!

১ম রক্ষী। তুই কেন একবার ডেকে দেখ্‌না ?

২য় রক্ষী। না, না, চালাকি রাখ্—চেঁচা!

১ম রক্ষী। (নিম্নস্বরে) ও সাহাজাদা—ও বাদসাজা—

২য় রক্ষী। আরে, গলাটা একটু উঁচু পর্দ্দায় তুলে চেঁচা!

১ম রক্ষী। আর দানাটা অম্‌নি সাজাদাকে ছেড়ে দিয়ে ধপ্ ক'রে আমার ঘাড়টা ধ'রে বস্থক।

২য় রক্ষী। দূর! তোর কর্ম্ম নয়।　　　　(ঠেলিয়া দিল।)

১ম রক্ষী। দোহাই পীর-সাহেব!　　　　(চীৎকার।)

২য় রক্ষী। হা হা (হাস্য) তুই মাম্‌দো বিশ্বাস করিস্ ?

১ম রক্ষী। আরে সাধে কি করি—করায় যে। (নেপথ্যে সঙ্গীত) চুপ্ চুপ্, ঐ মাম্‌দোর কারসাজি বাবা! নাঃ! বিবির গচ্ছিতে এ জান্‌টা বুঝি আর থাকে না। এ কাজে ইস্তফা দিতেই হ'বে।

২য় রক্ষী। সত্যি নাকি ? তবে কি হ'বে—

১ম রক্ষী কি আর হবে ? মাথাটা একুলে ওকুলে দুকুলেই যাবে!

২য় রক্ষী। মাথা থাক্‌লেত হয়।

১ম রক্ষী। থাক্‌বেনা কিরে—বলিস্ কিরে ?

২য় রক্ষী। দেখ্‌তে পাচ্ছিনা যে—

১ম রক্ষী। ও বিবিজান! আমি গেলুম। আমার মাথা নেই গো—
(ক্রন্দন)

২য় রক্ষী। আছে আছে—মাথা তোর হারায়নি!

১ম রক্ষী। ঠিক বল্‌ছিস্‌ত? দেখ্‌ দেখ্‌—ভাল ক'রে, চোক্‌ ছাড়িয়ে দেখ্‌?

২য় রক্ষী। আছে—আছে—আছে—

১ম রক্ষী। আঃ। বাঁচালি দাদা! জানটা যা'বার যোগাড় হয়েছিল। (মাথায় হাত দিয়া) হাঁ, ঠিক হ্যায়! আচ্ছা, তু-ই—দেখেছিস্‌?

২য় রক্ষী। আরে দেখা ব'লে দেখা—অসাড় হ'য়ে দেখা।

১ম রক্ষী। কি রকম—কি রকম?

২য় রক্ষী। থাক্‌, শুন্‌লে ভীম্‌রি যাবি।

১ম রক্ষী। একটুখানি বল—একটুখানি বল।

২য় রক্ষী। তবে শোন। এই তার দেহটা—এই তার মাথাটা—এই লম্বা লম্বা হাত—এই লম্বা লম্বা পা—এই দাঁত—এই হাঁ—এই তোর মতন দু'দশ গণ্ডা সাপ্‌টে ধ'রে—(জড়াইয়া ধরিল)

১ম রক্ষী। ওরে বাবারে—　　　　(উভয়ের পলায়ন।)

(দূরে নৌকাপরি মেহেরা, ধাত্রী ও সখিগণ।)

গীত

প্রেমের নামে সুধার উৎস ছুটে বয়ে যায়।
কে যাবি আয় সোনার তরী ভাস্‌ছে একা তায়
উজানে প্রেমের টানে
রসিক নাবিক হাল টানে
পাড়ি দিতে অরসিকে ডুবিয়ে মারে মাঝ-দরিয়ায়।

(মেহেরা ও ধাত্রী উপবনে উঠিলেন এবং সখীগণের ঘুরিতে ঘুরিতে প্রস্থান।)

ধাত্রী। কি করবি মেহেরা! এ তো'র পিতার আদেশ!

মেহেরা। দাই মা, তোমারও মুখে সেই কথা? তুমি কি নারী নও? খোদা কি তোমায় নারীহৃদয় দিয়ে পাঠান নি? তুমিও পিতার সেই নিষ্ঠুর আদেশের পোষকতা ক'র্‌ছ?

ধাত্রী। নবাবের আদেশ যে মা!

মেহেরা। নবাবের আদেশ! তবে কি ধর্ম্মকে দূর ক'রে দিয়ে অধর্ম্মকে বরণ ক'রে নিতে হবে? পিতা পুরুষ—পুরুষ নারীর হৃদয় কি জানে? কঠিন প্রাণ তাদের—কত আঘাত অম্লানবদনে সইতে পারে;—কিন্তু কোমলপ্রাণা নারী, তাই ব'লে কি আঘাতের ব্যথা সইবে?

ধাত্রী। সইতেই ত নারীর জন্ম মেহেরা? পুরুষ স্বেচ্ছাচারী—নারী ত স্বেচ্ছাচারিণী নয় তারা যে পরাধীনা। পরাধীনা যা'রা তাদের সহ্য ভিন্ন উপায় কৈ মা?

মেহেরা। তা হ'লে বল্‌তে চাও, বারবিলাসিনীর ঘৃণিত পথে দাঁড়াতে হ'বে পিতার আদেশে? নারীর শেষ মর্য্যাদাটুকুও বিলাসের পঙ্কিল স্রোতে বিসর্জ্জন দিতে হ'বে?

ধাত্রী। মুসলমান ধর্ম্মে একাধিক বিবাহ ত নারীর আছে মেহেরা?

মেহেরা। তা'হলে ব্যাভিচারিণী হতে পার্থক্য কতটুকু? কামুকের কামলিপ্সা চরিতার্থের জন্য নারীর সৃষ্টি—না তার জীবনটা খেল্‌বার পুঁতুল? হিন্দু-বিধবার বৈধব্য-যন্ত্রণা এর চেয়ে সহস্র গুণে শ্রেয়! প্রিয়তমের স্মৃতি বুকে ধ'রে জীবন কা'টান কত সুখের—কত আনন্দের! হায়! আমি কেন হিন্দুর ঘরে জন্মালেম না। নবাবের সর্ব্বসুখের আকর প্রাসাদ অপেক্ষা হিন্দুর দারিদ্র-নিপীড়িত পর্ণ-কুটীর সহস্র গুণে শান্তিময়।

ধাত্রী। মেহেরা, কোন্ কুলে জন্ম তো'র তা একবার ভাল ক'রে দেখেছিস্ কি মা ?

মেহেরা। দাই মা ! দাই মা ! তবে কি এর মধ্যে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে ? আমি শুধু নবাবপুত্রী নই ?

ধাত্রী। মা ! মা ! পিতা তোর নবাব বটে কিন্তু মাতা তো'র কে বল্‌তে পারিস্।

মেহেরা। সে কথা তুই জানিস্ দাই মা ? বল্ বল্ দাই মা ! তাঁর এ দুঃখিনী মেয়েকে বল ? (ধাত্রীর হাত ধরিয়া) জন্মাবধি হতভাগিনী ত মায়ের মুখ কেমন দেখেনি। মা—মা—

ধাত্রী। দেখেছিস্ বৈকি মা, চিন্‌তে পারিস্‌নি ! বল্‌লে বিশ্বাস হবেনা কারোর ; কিন্তু খোদার মেহেরবানি হ'লে মরা মানুষও বেঁচে ওঠে। মা'রই কোলে তুই মানুষ মেহের' !

মেহেরা। মা ! মা— (কাঁদিয়া ফেলিলেন।)

ধাত্রী। দুর্ভাগিনী কন্যা আমার— (বক্ষে ধরিলেন।)

মেহেরা। আমার মা'র এমন দীনহীনের বেশ কেন মা ?

ধাত্রী। সে অতীত কথা স্মৃতিপটে এঁকে এ দগ্ধ হৃদয়ে জ্বালার সঞ্চারে কাজ কি মা ? তবে জেনেছিস যখন, তখন শুনে রাখ্, কত ঝঞ্ঝা এ জীবনের উপর দিয়ে ব'য়ে গেছে ? এ আমার ভাগ্যের দোষ নতুবা হিন্দুর গৃহে জন্মেছি, মুসলমানের কোলে পালিত হয়েছি, আবার বাঁদীরূপে কেনাবেচার ভিতর দিয়ে, নবাবের সুনজরে পড়ে অযোধ্যার রাজ্ঞী হয়েও, আজ আমার এ দুর্দ্দশা ! হিংসাপরায়ণা তো'র এক বিমাতার কূট-কৌশলে জীবন্ত সমাধি প্রাপ্ত হই। কিন্তু খোদা যার মরণ লেখেননি মানবের সাধ্য কি যে তা'র মরণ এনে দিতে পারে ? এক ফকিরের অনুকম্পায় কবর ফুঁড়ে উঠেছি,—

ধাত্রীর ছদ্মবেশে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত ক'রে আবার আমি ঘরে ফিরে এসেছি—কিন্তু সকলের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে।

মেহেরা। কেউ জানে না মা?

ধাত্রী। কি ক'রে জান্‌বে মা!

মেহেরা। তুমি কি জানাও নি?

ধাত্রী। জানাবার সুযোগ পাইনি।

মেহেরা। এখন ত সুযোগ হয়েছে?

ধাত্রী। কে বিশ্বাস কর্‌বে মেহেরা?

মেহেরা। তুমিই বিশ্বাস করাবে—প্রমাণ দেবে।

ধাত্রী। কে প্রমাণ দেবে মা?

মোহরা। কেন, সেই ফকির?

ধাত্রী। কোথা তাঁর দেখা পাব মা?

মেহেরা। তিনি কি তোমায় কিছু বলেন নি?

ধাত্রী। হাঁ মা, বলেছিলেন। সময় হ'লে তিনিই প্রকাশ কর্‌বেন। জানিনা সে সময় কত দূরে—

নেপথ্যে। আর বেশী দূরে নয় বেগম সাহেবা! দুঃখের নিশা প্রভাতপ্রায়।

ধাত্রী। অই, অই সেই মধুমাখা বাণী! মা—মা ফকির এসেছেন—

(ধীরে ধীরে শা আলমের প্রবেশ ও বেগমের প্রস্থান)

শা আলম্। দূরে—অতি দূরে—অস্পষ্ট স্বরে—সুখতান ভেসে আসে;—কাণে কাণে কিসের আভাষ দিয়ে যায়। ধরি, ধরি—দূরে সরে যায়। (মেহেরাকে দেখিয়া) এইযে—এইযে!—মরি কি সুন্দর—কি নয়ন-তৃপ্তিকর—বোস্‌রাই গুলাব আপন রূপে বিভোর হয়ে আছে! এযে সৌন্দর্য্যের খনি—উষার মুকুটমণি! কিন্তু প্রাণহীন—তবুও মূর্ত্তি সজীব—মনে হয়,

কোন বনদেবী, প্রকৃতির কোলে আসন পেতে বসে আছে; কিংবা বেহেস্তের ছবি মর্ত্তে নেমে এসেছে। কি সুন্দর নয়ন—ভ্রূভঙ্গে বিজলী বিকাশ,—রূপের মাধুরী সর্ব্বাঙ্গে খেলা করছে। ঐ রূপ বুকে ধ'রে জীবন সার্থক করি। (অগ্রসর হওন।)

মেহেরা। সাবধান সাজাদা!

শা আলম্। কে—নবাবপুত্রী—মেহেরা? প্রাণাধিকে! অপরাধ স্বীকার কর্‌ছি—আমায় মার্জ্জনা কর! কিন্তু তুমি বড় সুন্দরী—আমি তোমায় বড় ভালবাসি।

মেহেরা। বেশ করেছ—আশ্রয়দাতার গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছ—মহাপুরুষের লক্ষণের পরিচয় দিয়েছ—

শা আলম্। মেহেরা—মেহেরা! (হাত বাড়াইলেন।)

মেহেরা। শা আলম্! জানতেম তুমি উদ্ধত—তুমি উচ্ছৃঙ্খল! কিন্তু তুমি যে মনুষ্যত্বহীন—তা এই প্রথম জান্‌লেম।

শা আলম্। সংযত হও নবাবপুত্রী! জান আমি কে? আমি বাদসা আলমগীরের পুত্র—হিন্দুস্থানের ভাগ্যবিধাতা সেই শা আলম্।

মেহেরা। জানি তুমি কে? যে পিতৃহস্তার ভয়ে, আপনার অধিকার পরিত্যাগ ক'রে, পরবাসে, পর অন্নে, জীবন যাপন করে, সেই নির্লজ্জ কাপুরুষ তুমি!

শা আলম্। আর সেই কাপুরুষের হাতে তোমার পিতা তোমা হেন রত্নকে অর্পণ ক'র্‌তে এত লালায়িত!

মেহের। হ'তে পারে তিনি লালায়িত; কিন্তু, আমি তোমার ন্যায় পশুকে বরণ করতে লালায়িত নই। ছি—ছি—ছি! কর্ত্তব্যে জলাঞ্জলি দিয়ে, সামান্যা এক রমণীর পশ্চাতে ঘুরে

বেড়াতে একটুও লজ্জা করে না? মনে পড়ে শাআলম্, সেই দিল্লীর কথা—বাদশা আলমগীরের বক্ষে শাণিত ছুরিকার প্রচণ্ড আঘাত—সেই রক্ত-রাঙা শোকের ছবি—পিতার সেই অন্তিম সময়ের কাতরোক্তি—"শাআলম্, প্রতিশোধ নিস্,—গাজির ছিন্নমুণ্ডে আমায় তৃপ্তি করিস্।" মনে পড়ে কি শাআলম্?

শা আলম্। ওহো—ও - ক্ষান্তহ', ক্ষান্তহ', পাষাণি।

(প্রস্থান ও ধাত্রীর প্রবেশ।)

ধাত্রী। কি কর্লি—কি কর্লি মেহেরা, সর্ব্বনাশ কর্লি!

মেহেরা। কিসের সর্ব্বনাশ মা?

ধাত্রী। জানি মেহেরা তোর মন; কিন্তু, হতভাগিনী কেন এ সর্ব্বনাশ কর্লি—নিজের বিপদ নিজে ডেকে আন্লি? নবাবের আদেশে, জল্লাদের কুঠারাঘাতে—তোর ছিন্নমুণ্ড, আমি—ওঃ—তুই যে আমার—

মেহেরা। যা'কে প্রাণ দিতে পার্বো না, তা'কে বিবাহ যে কত যন্ত্রণা তা' কে বুঝবে? তার চেয়ে কি মৃত্যু ভাল নয়?

ধাত্রী। ও কথা বলিস্নি মা, বলিস্নি। তুই যে আমার নয়নের আনন্দ—সে আনন্দ আমার কেড়ে নিস্নি মেহেরা। এক কাজ কর মা! ইহকাল পরকাল তোর দুই-ই বজায় থাক্‌বে। যাকে প্রাণ দিয়েছিস্, তাকে প্রাণে প্রাণে পূজা কর্, আর এই দেহখানা দিলে নবাবের সন্তোষ যদি হয়, তাই কর মা!

মেহেরা—না মা, তা পার্বো না—সে কপটতার অভিনয় আমার দ্বারা হ'বে না।

ধাত্রী। তুই যা'কে আত্মদান করেছিস্—সে ত হিন্দু; তোকে মুসলমানের মেয়ে ব'লে যদি সে তো'র না হয়?

মেহেরা। তিনি আমার না হলেও, তবু আমি তাঁর। যদিও আমি মুসলমানের মেয়ে, তথাপি যে রক্ত মেহেরার দেহে খেলে বেড়াচ্ছে, সে রক্তের মর্য্যাদা ভুল্‌বে না। ভেবোনা মা! খোদার করুণায়, পাষাণ-হৃদয়, স্নেহের কাছে একদিন পরাজয় স্বীকার কর্‌বেই কর্‌বে!

ধাত্রী। তাই কর খোদা তাই কর—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক!

(সকলের প্রস্থান।)

সপ্তম দৃশ্য।

রোহিল্লাধিপতির মন্ত্রণাগার।

[নজিবুদ্দৌল্লা, আমেদশা, ওয়ালীখাঁ, রহমৎখাঁ ও রোহিল্লা-সর্দ্দারগণ।]

আমেদ। ভীষণ বর্ষার তরঙ্গ-সমাকুলা-গঙ্গার নক্রকুলকে বিলোড়িত, বিমর্দ্দিত ক'রে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসেছি, শুধু তোমাদের আশায়। স্বজাতি তোমরা, ভ্রাতা তোমরা, জ্ঞাতি—বন্ধু—আত্মীয় সমস্তই তোমরা—এক রক্ত, এক প্রাণ। তাই ছুটে এসেছি কত দুর্গম পর্ব্বতশ্রেণী, কত হিংস্র শ্বাপদ-সঙ্কীর্ণ অরণ্যানী; কত উত্তপ্ত মরু-প্রান্তর উত্তীর্ণ হ'য়ে শুধু তোমাদের রক্ষার জন্য, ধর্ম্মের সম্মান বাড়াবার জন্য, আজ তোমাদের দ্বারে আমি সাহায্যের ভিখারী। তোমরা যদি এমনভাবে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ব'সে থাক্‌বে, ভায়ের বিপদ যদি আপনার ব'লে মনে না কর্‌বে, তবে কেমন ক'রে ইস্‌লাম-ধর্ম্মের প্রতিপত্তি রক্ষা হ'বে—কেমন ক'রে ইস্‌লামীয়দের

ধন-মান-প্রাণ বাঁচবে? তোমাদেরই দেশ—তোমাদেরই উপর শত্রুর তরবারি ভীম আস্ফালনে আপতিত হ'তে ছুটে আস্‌ছে; তোমরা নিশ্চেষ্ট—নীরব—জড়ের মত ব'সে আছ? আর আমি মুসলমান-ভ্রাতৃবৃন্দের জন্য আত্মীয়স্বজন বিসর্জ্জন ক'রে উদ্‌গ্রীবপ্রাণে ছুটে আস্‌ছি—অথচ এতটুকু স্বার্থের নামগন্ধ নেই। কোথায় তোমরা আমার সহায় হবে—ইস্‌লাম-ধর্ম্মের প্রচারক হ'য়ে, আত্ম-জীবন যশোযুক্ত কর্‌বে—রমজানের মত পবিত্রতায় বেহেস্তের অধিকারী হবে,—তা' না হ'য়ে কাফেরের ভয়ে ম্রিয়মাণ। একবার কি বিচার ক'রে দেখেছ মার্হাট্টা কে? তারা হিন্দু—বিধর্ম্মী—মুসলমানজাতির চিরশত্রু। তাদের সহায়তা করা আর শয়তানের গোলামি করা একই কথা। তারা তোমাদের শত্রু, দেশের শত্রু, ধর্ম্মের শত্রু—আর আমি তোমাদের স্বজাতি, স্বধর্ম্মী—পক্ষান্তরে বিদেশী হ'লেও মার্হাট্টার মত স্বদেশবাসী। বল ভ্রাতৃবৃন্দ! আফগান আপন না মার্হাট্টা আপন। কর, বিচার কর—কারা বেশী হিতৈষী—মার্হাট্টা না আফগান? বেশ ক'রে ভেবে দেখ, পরামর্শ ক'রে উত্তর দাও।

নজিবুঃ। ভবিষ্যৎ লক্ষ্য ক'রে যতই ভাবছি ততই আপনার উপদেশের মূল্য বেশী ব'লে প্রমাণ করিয়ে দিচ্ছে। যদিও মার্হাট্টা স্বদেশবাসী, তবুও আমাদের উপর একটা জাতিগত বিদ্বেষ তা'দের মনের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার ক'রে আছেই। তারা মুখে যতই বলুক না কেন—যত শপথেরই দোহাই পাড়ুক না কেন—তাদেরই কুটীলনেত্রে—তাদেরই মনের অভ্যন্তরের লুকান বিশ্বাসঘাতকতা ফুটে রয়েছে। যে একটু তীক্ষ্ণ

বুদ্ধিশালী—যে একটু সূক্ষ্মদর্শী—তার চক্ষে ধূলো দিতে পারেনি—তার কাছে ইঙ্গিতে জবাবদিহি না দিয়ে থাক্‌তে পারেনি।

ওয়ালি। দূরদর্শী—মহাজ্ঞানীরই এই উপযুক্ত কথা।

নজিবুঃ। আমি সানন্দে আপনার পক্ষাবলম্বন ক'রে নিজের জাতি-ধর্ম্ম-স্বার্থ-রক্ষার জন্য আপনার পশ্চাৎ অনুসরণ ক'র্‌বো। আপনার বিপদ আমার—আমার বিপদ আপনার—

প্রধান রোহিল্লাসর্দ্দার। ইতিপূর্ব্বে আমরা সকলেই পরামর্শ ক'র্‌ছিলাম—মার্‌হাট্টার হাত হ'তে নিজেদের রক্ষার উপায় কি। এমন সময় আপনি খোদার প্রেরিত হজরতের মত শান্তির পাখা তুলে, এই হতভাগ্য ভায়েদের শত্রুর মুখ থেকে ছিনিয়ে নিতে ছুটে এসেছেন। আমাদের বহুৎ নসিবের জোর যে আপনার মত মহাত্মাকে পেয়েছি।

সর্দ্দারগণ। আমরা সকলেই আপনার মহম্মদী-পতাকার ছায়াতলে বিশ্রাম কর্‌বো।

আমেদ। আমি অন্তরের সহিত গ্রহণ ক'রে নিজেকে ধন্য মনে ক'র্‌ছি। কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ! আর একটী কর্ত্তব্য এখনো বাকি। অযোধ্যার নবাব সুজাদ্দৌল্লা যা'তে আমাদের সহায় হোন্‌, সে চেষ্টার ভার তোমাদের উপর অর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত আমি! বন্ধুগণ! আশা করি, তজ্জন্য সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে সে চেষ্টা ক'র্‌বে! তিনি যদি আমাদের সহায় হ'ন্‌, প্রবল মার্হাট্টা-শক্তিকেও ভয় করি না।

নজিবুঃ। সে ভার স্বেচ্ছায় আমি নিজের মাথায় তুলে নিলাম। তবে আপনাকেও আমার সহযাত্রী হ'তে হবে।

আমোদ। আমি চিরদিনই আপনার কেনা হ'য়ে রইলাম।

নজিবুঃ। যাও সর্দ্দারগণ! শক্তি সংগ্রহ কর—এমন ভাবে সংগ্রহ কর যে, মারাঠা যেন বুঝ্‌তে পারে, ভারতে মুসলমান এখনও জেগে আছে। (আমেদের প্রতি) সম্রাট! সময়ান্তরে আবার দেখা হ'বে। আদাব।

(সর্দ্দারগণের সহিত প্রস্থান।)

আমেদ। আদাব! ভারতবর্ষ, দেখে নোব' কত শক্তি তোমার বাহুতে! তোমারই শক্তি দিয়ে, তোমারই শক্তি ধ্বংসের মুখে তুলে দোবো। (নতজানু হইয়া) খোদা—খোদা! আমার বহুদিনের পোষিত বাসনা পূর্ণ কর—আমায় একবার ভারতেশ্বর হ'তে দাও—আমি আর কিছু চাই না! এইবার চল ওয়ালি! চল রহমৎ! জয় এবার আমাদের সুনিশ্চিত।

(সকলের প্রস্থান।)

অষ্টম দৃশ্য।

অযোধ্যা-প্রমোদ-কক্ষ।

(পালঙ্কোপরি সুজাদ্দৌল্লা অর্দ্ধশায়িত—বেগম আসীনা।)

নর্ত্তকীগণের গীত।

ধর ধর ধর বঁধু! প্রেম উপহার।
নয়ন আসার দিয়ে, গেঁথেছি এ ফুলহার—
পর বঁধু! গলে আপনার।
আদরে ধরিও বুকে—
অনাদরে দ'লোনা,
কোমল হৃদয় কলি—
সে ত ব্যথা স'বে না।

তোমার কোমল করে—

ধরিছে মিনতি ভরে,

অকালে এ ফুলকলি—

যেন গো পড়ে না ঢলি।

ভুল' নাকো যেন ওগো—

মরমেতে হাহাকার।

(নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।)

বেগম। সেই একদিন আর এই একদিন !

সুজাঃ। ভাগ্য ! ভাগ্যটাকে কেউ কেড়ে নিতে পারে না প্রিয়তমে !

বেগম। সে আপনার অনুগ্রহে—

সুজাঃ। শুধু অনুগ্রহ নয়—ভাগ্য সহচর—সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। প্রমাণ তার ফকিরের কাছে পেয়েছি--সব কথা শুনেছি। আমায় ক্ষমা কর বেগমসাহেবা ! আমি বুঝ্‌তে পারিনি। খোদার করুণায় অন্ধ আলো দেখেছে—একটা হারান হৃদয় খুঁজে পেয়েছে। আজ শুধু আনন্দ—নির্ম্মল আনন্দ !

বেগম। সত্যই আমার পুনর্জন্ম। মৃত্যুর পারে গিয়ে, দুনিয়ার বুকে মুখ ঢেকে, আবার মুখ খুলেছি—আবার আলোতে এসেছি। আজ এই শুভদিনে—আনন্দের দিনে আমার যা' কিছু ছিল—বিলিয়ে দিয়ে জীবন সার্থক করেছি।

সুজা। বেশ করেছ ; দীন-দরিদ্র-ভিখারীকে আনন্দের অংশ দিয়ে তাদের দৈন্য-ক্লিষ্ট পাণ্ডুর-মুখে হাসি ফুটিয়ে দিয়েছ—তোমার যোগ্য কাজই করেছ ! আজ এই আনন্দের দিনে কেউ যেন নিরানন্দে ডুবে না থাকে।

বেগম। আজ সবাই আনন্দে বিভোর, শুধু হতভাগিনী কন্যা আমার বিষাদের ঘনান্ধকারে—

সুজাঃ সে যদি সাধ ক'রে বেছে নেয়! ভেবেছিলেম, এমন এক আনন্দের উৎস ছুটিয়ে দোব', যা' চিরদিন সমানভাবে ব'য়ে যাবে। তা হ'ল না,—সে সঙ্কল্প আমার বুদ্বুদের মত মনের কোণে উঠেই মনেই মিলিয়ে গেল! হতভাগিনী সব পণ্ড ক'রে দিলে।

বেগম। খোদার কলম—কার সাধ্য মুছে ফেলে! শত শাসন, শত উৎপীড়ন, শত ভয়প্রদর্শনে আমরা যে পথে তাকে আন্‌তে পার্‌ছি না, তার একমাত্র কারণ, বোধ হয়, নসিব তার সে পথে না নিয়ে গিয়ে, অন্যপথে টেনে নিয়ে চলেছে।

সুজাঃ আর তার বিরুদ্ধে আমরা, বিদ্রোহ ঘোষণা করেছি,—বড় অন্যায় করেছি না? এ অবিচার, অত্যাচার নয়—স্নেহের শাসন; এ কঠোরতার ভিতর দিয়ে তার মঙ্গলময় পরীক্ষা। যদি সে প্রকৃত প্রেমের স্রোতে আপনাকে ভাসিয়ে দিয়ে থাকে, তাহলে আমরা তাকে ফেরাতে পার্‌বো না, আর যদি সে প্রেম না হ'য়ে চোখের নেশা হয়—তা' হ'লে আমাদের এতটুকু চেষ্টাও ব্যর্থ হবে না, বুঝ্‌লে বেগম সাহেবা! সে আমায় যতখানি নিষ্ঠুর—যতখানি অত্যাচারী মনে ক'র্‌তে পারে, করুক; কিন্তু আমি যে তার পিতা—একথা আমার ভুল্লে চল্‌বে কেন?

বেগম। আপনার কর্ত্তব্য আপনাকে কর্‌তে হ'বে বইকি, আপনি যে তার পিতা—

সুজাঃ। বোঝ' বেগমসাহেবা! সংসারে পিতা হওয়া কত কঠিন সমস্যা! (অন্যমনস্ক হইয়া) তাইত, কিছুই স্থির কর্‌তে পার্‌লেম না। উভয় সঙ্কটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি—যখন উভয়েই উভয়কে প্রতিহত কর্‌তে উন্মত্তের মত ছুটে

আস্‌বে, তখন তার সংঘর্ষে আমার অস্তিত্ব—আমার পিতৃ-পিতামহের সাধের অযোধ্যার অস্তিত্বও লোপ পেয়ে যা'বে। আমি মরি—আমার স্ত্রী-পুত্র জাহান্নমে যাক্—বিন্দুমাত্র দুঃখ নাই! কিন্তু অযোধ্যা রসাতলে যাবে—এ আমার সহ্য হবে না। সাদৎ আলির বহু কষ্টের রাজ্য আমি নষ্ট কর্‌তে পার্‌বো না,—কিছুতেই হেলায় হারাতে পার্‌বো না। তাতে যা' হয় হোক্। কিন্তু কার দিকে যাই,—একদিকে মার্হাট্টা—আর এক দিকে আফগান। আফগান, স্বধর্ম্মী—বিদেশী, আর মার্হাট্টা বিধর্ম্মী—স্বদেশী। আফগানের পালাবার দেশ আছে, তারা পালাতে পারে; আর আমাদের পালাবার দেশ—মৃত্যুর পরপারে।

বেগম। হাঁ, নবাবসাহেব! এ অতি সত্য—

সুজা। এ যে বড় বিষম সমস্যা! অগ্রপশ্চাতে—চতুর্দ্দিকে মৃত্যুর করাল ছায়া নিরীক্ষণ ক'র্‌ছি। বুঝি, মৃত্যু ভিন্ন আর কোন উপায় নেই!

বেগম। কিসের সমস্যা? এই সুবিশাল ভারতের প্রায় সকল জাতিই মার্হাট্টার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। কিসের জন্য, তা' কি জানেন? এই দুর্লভ রত্নাগারে কত অমূল্য রত্ন নিহিত আছে; যে রত্নের আলোকচ্ছটায় ভারত আলোকিত—যার গৌরবে ভারত গৌরবান্বিত—সে রত্ন অপহরণ কর্‌তে চায় আফগান; আর মার্হাট্টা, সুদূর ভবিষ্যতে তা' উজ্জ্বল রাখ্‌বার জন্য, আজ আফগানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। তাই সবাই আপনাদের ভবিষ্যৎ, অন্ধকার হ'তে চির উজ্জ্বল রাখ্‌তে, মার্হাট্টার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তারা জেগেছে—বুঝেছে—তাই ছুটে এসেছে।

সুজাঃ। কেমন ক'রে জান্‌বো, আফগানই সে রত্নের অপহারক আর মার্হাট্টা নয় ?

বেগম। কেমন ক'রে জান্‌বেন ? অতীতের দিকে চেয়ে দেখুন—নাদিরশা'র আক্রমণ স্মরণ ক'রে দেখুন—সে কি রত্ন লুণ্ঠন ক'রে আমাদের গৌরবের মাথায় পদাঘাত করেছে। নাদিরের অত্যাচার আফগানের মূর্ত্তিতে প্রকটিত হ'য়ে, তাঁরই মত দেশের যশঃ, মান খর্ব্বের আশায় ছুটে আস্‌ছে। নাদির যা' রেখে গেছে, আফগান তা' নিতে এসেছে।

সুজাঃ। আফগান নিতে এসেছে না অধীশ্বর হ'তে এসেছে ? এ আমাদের গৌরব—জাতির গৌরব !

বেগম। আমাদের গৌরব—জাতির গৌরব হ'তে পারে, কিন্তু, দেশের কি ? এ দেশ কি শুধু মুসলমানের—হিন্দুর নয় ? জাতিগত স্বার্থ নিয়ে, দেশের স্বার্থহানি করা কি উচিত ? মনে পড়ে, মুসলমান কোন্ সুদূর দেশ হ'তে এসেছে ? তখন এদেশের দাবি ছিল মুসলমানের, না, হিন্দুর—কার বেশী ?

সুজাঃ। স্বীকার করি, হিন্দুর স্বত্ব জোর ক'রে মুসলমান ভোগ কর্‌ছে, কিন্তু তারাই কি তাদেরই স্বত্ব আমাদের হাতে তুলে দেয়নি—তারাই কি আমাদের পথ-প্রদর্শক হয়নি ?

বেগম। হাঁ, তারা মুসলমানের পথ-প্রদর্শক। হিন্দু পাঠানকে এনেছিল—পাঠান মোগলকে এনেছিল—আবার আজ মোগল আফগানকে এনেছে। একটার পর একটা যুগের কীর্ত্তির মাথা কেটে আবার একটার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু কিসের জন্য হিন্দু তাদের আহ্বান ক'রেছিল ? অত্যাচারের কশাঘাতে জর্জ্জরিত হ'য়ে, প্রবলের উৎপীড়নে ক্ষতবিক্ষত-

হ'য়ে, তারা, যাকে ডেকে এনেছে—তারাই রক্ষকরূপে ভক্ষক হ'য়ে তা'দের শেষ রক্তটুকু পান ক'রেছে।

সুজাঃ। অবিমৃষ্যকারিতার যেটুকু ফল, সেটুকু তা'রা পেয়েছিল !

বেগম। সেটুকুর চেয়ে অনেক বেশী পেয়েছিল। যা' পেয়েছিল, নির্জীব প্রাণ তা' হজম করতে পারে না। তবু তারা ক'রেছিল—চক্ষু বুজে, মাথা নুইয়ে, নীরবে সয়েছিল। যখন অসহ্য হ'ত, তখন এক একবার মাথানাড়া দিত। সকল কার্য্যের একটা সীমা আছে। এখন তারা সেই সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে ! তারা জেগেছে—উচ্চশির আবার উঁচু ক'রে নিজেদের ন্যায্য প্রাপ্য বুঝে নিতে শিখেছে। শুধু তারা নয় ! বর্ত্তমানে তাদের সঙ্গে অতীতের সেই মুসলমান — যারা হিন্দুর মত প্রপীড়িত হ'য়েছিল—তারাও তাদের সঙ্গে জেগেছে। তারা বুঝেছে—এদেশের মাটিতে তাদের জন্ম, এদেশের শস্যে তারা বর্দ্ধিত, এদেশের প্রতিধূলিকণা তাদের অস্থি-মজ্জায় মিশ্রিত। আর তারা ধর্ম্মের গোঁড়ামিতে দেশের সর্ব্বনাশ ক'রতে চায় না। তাই তারা জাতিয়তা ভুলেছে—ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে।

সুজাঃ। মার্হাট্টা বড়ই অত্যাচারী।

বেগম। একটা যুগের মাথা কেটে আর একটা গড়বার সময় এমনই মনে হয়। তারপর সব মিটে যায়।

সুজাঃ। ভেবে দেখি,—একবার মার্হাট্টাকে হতমান ক'রে তার দূতকে ফিরিয়ে দিয়েছি—আবার তারা পাঠিয়েছে। আমেদশা প্রাবৃটের ভীষণ যমুনাকে উপেক্ষা ক'রে রোহিল্লাদের হস্তগত করতে গেছেন। শুনছি—শীঘ্রই তারা অযোধ্যাভিমুখে ছুটে আস্‌বে—আমারই সাহায্য নিতে নাকি ! কি করি,—

এবারও মার্হাট্টাকে অপদস্ত ক'র্লে, সর্ব্বাগ্রে তারা অযোধ্যা আক্রমণ কর্বে। আবার আমেদশাকে হতাদর ক'রে তাঁর রোষ-বহ্নি হ'তে অযোধ্যাকে রক্ষা কর্তে পার্বো না। কোন্ পক্ষ জয়ী হয় তারও স্থিরতা নাই। আমার ইচ্ছা কি জান বেগম সাহেবা? জয় এসে যে পক্ষের গলায় যশের মালা দুলিয়ে দেবে সেই পক্ষের আশ্রয়-ছায়ায় দাঁড়াতে এ দীনও ছুটে যাবে। নিজের শক্তিকে সমান ওজনে রাখ্তে হবে।

বেগম। জয়-পরাজয় এখন সুদূর ভবিষ্যদ্-কোলে। সে ভেবে কাজ কর্তে গেলে অনেক সময়ের মুখ চেয়ে থাক্তে হয়। কিন্তু সময় কই? আফগানকে তাড়িয়ে দিতে মার্হাট্টার পক্ষাবলম্বন করুন। তারা আপনার স্বদেশবাসী—প্রতিবেশী ভ্রাতা। তাদের বিপদকে আপনার মনে ক'রে বুক দিয়ে তার প্রতিকার করুন!

সুজাঃ। বড়ই গোলমেলে!

বেগম। আপনাকে বড়ই ক্লান্ত দেখাচ্ছে না? চলুন, বিশ্রাম ক'র্বেন।

সুজাঃ। নাঃ, তার সুবিধা এখন হ'য়ে উঠ্বে না! আমায়, সময় বুঝে বিহিত ক'র্তে হবে। দেখি, কাশীরাও কোন নূতন সংবাদ সংগ্রহ করেছে কিনা।

(উভয়ের উভয়দিকে প্রস্থান।)

নবম দৃশ্য।

আবদ্ধ গৃহ।

(গবাক্ষে বসিয়া মেহেরা আপন মনে গাহিতেছে ও অন্তরাল হইতে শা-আলম তাহা শুনিতেছে।)

গীত।

আপনারে হারিয়ে ফেলেছি।
এক আঁধার ঘরের ঘোর আঁধারে—
লীন হ'য়ে গেছি।
আমার মনের অগোচরে
প্রাণ ঢেলেছি চরণ-তলে
বঁধূ, সব দিয়ে—ফতুর সেজেছি।
বুক চিরে দেখ ধ'রে—
দেখ ওগো নয়ন ভরে—
কিসের আঘাত ধ'রে হৃদে—
আপনারে মেরেছি

মেহেরা। পিতা আমায় হিন্দুস্থানের সাম্রাজ্ঞীরূপে দেখ্‌বার জন্য এমান উন্মত্ত যে, আমার প্রাণের সন্ধান নেওয়া দূরে থাক, অত্যাচার—উৎপীড়নে চারিদিক থেকে আমায় এমনি চাপা দিয়ে ফেলেছে যে, অস্বস্তিতে হৃদয় আমার ভ'রে উঠেছে—আত্মহত্যা—পলে পলে আমায় ক্ষিপ্ত ক'রে তুল্‌ছে। নাঃ! আর পারি না। মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে নিজেকে ক্ষত বিক্ষত ক'রে তুলেছি—আর পার্‌ছি না। খোদা—তোমার অনন্ত—অফুরন্ত—অসীম শক্তির এক কণা আমায় ভিক্ষা দাও প্রভু! যার সংঘর্ষে মানবশক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে ধূলার সঙ্গে মিশে যায়। এই গরাদ গুলো যদি ভাঙ্‌তে পার্‌তেম—হৃদয়ের

চিরআকাঙ্ক্ষিত—চিরপ্রিয়তমের কাছে বায়ুবেগে ছুটে যেতেম—কিন্তু হায়, দুর্ব্বল নারীশক্তি এর কাছে পরাজয় স্বীকার ক'রে মাথা নত ক'র্‌লে! (হস্তোপরি মস্তক বিন্যস্ত করিয়া উপবেসন।) কি কুক্ষণে বিশ্বাসরাও দেশভ্রমণে এসেছিল—কি কুক্ষণে তার সনে দৃষ্টি বিনিময় হ'য়ে গেল। এক লহমায় চির-অপরিচিত চির-পরিচিতের মত আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াল—হৃদয়ে ঝড় বয়ে গেল। ক্ষুধিত—তৃষিত হৃদয় তাকে পাবার জন্য উদ্বেলিত হ'য়ে উঠ্‌ল—লজ্জা সঙ্কোচ, মান-সম্ভ্রম কোথায় ভেসে গেল। আপনাকে ভুলে গেলাম—নিঃশেষে আপনাকে তার চরণ-তলে সঁপে দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে ক'র্‌লেম—এ যেন বহু জন্মের সম্বন্ধ—অটুট বন্ধন। আমি মুসলমান—সে হিন্দু —কেন এমন হোল—মৌলবিরা বলেন যে, একবার ভিন্ন দুইবার জন্ম হয় না—একজন্মে তার যা' কিছু সব শেষ হ'য়ে যায়—তবে কেন এমন হোল! (উন্মত্তবৎ পদচারণা) বিশ্বাসও মানুষ, শা-আলমও মানুষ। বিশ্বাসকে ভালবাসতে পারি—শা-আলমকে ভালবাসতে পারি না কেন—এর উত্তর খুঁজে কোথাও ত পাই না—কে এর উত্তর দেবে?

(শা-আলমের প্রবেশ।)

শা-আলম। এর উত্তর যেমন সহজ তেমনি কঠিন যে নবাবনন্দিনী!

মেহেরা। (চমকিত হইয়া।) কে—শা-আলম! (ঘৃণায় বক্র দৃষ্টিপাত করিয়া।) এত অত্যাচার—উৎপীড়নেও মনের ক্ষোভ মিটে নাই—কারাকক্ষেও আমার মর্ম্মভেদ ক'র্‌তে এসেছ!

শা-আলম। মাপ ক'রো নবাব-নন্দিনী! জোর-জবরদস্তিতে প্রণয়িণীর প্রেম লাভ ক'র্‌তে আসিনি। সব শুনেছি—স্বার্থপর-হৃদয়

আমার ব্যথায় ভ'রে উঠেছে—তোমার যন্ত্রণা আর দেখ্‌তে পার্‌ছি না—(কারাকক্ষের দ্বার মুক্ত করিয়া) যাও, তুমি মুক্ত !

মেহেরা। (সবিস্ময়ে চাহিয়া থাকিয়া পরে) তোমায় ধন্যবাদ !

শা-আলম। আর কিছুরই প্রত্যাশা নাই !

মেহেরা। (ফিরিয়া) আছে বই কি ভাই ! আজ থেকে তুমি ভাই—আমি ভগ্নি,—আর সেই ভগ্নির আশীর্ব্বাদ—

(উভয়ের বিভিন্ন দিকে প্রস্থান।)

দশম দৃশ্য।

অযোধ্যার দরবারগৃহ।

[সিংহাসনে চিন্তামগ্ন সুজাদ্দৌল্লা ও ভিন্ন আসনে নজিবুদ্দৌল্লা এবং প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ পদ-মর্য্যাদা-ক্রমে আসীন। কাশীরাও দণ্ডায়মান।]

নজিবুঃ। আমিই বল্‌ছি, আমেদশার পক্ষাবলম্বন করুন নবাবসাহেব ! আমেদশা স্বধর্ম্মী, স্বজাতি—তাঁর উন্নতিতে আমাদের উন্নতি—আমাদের গৌরব। মারাঠা কাফের,—কে আমাদের ?—তাদের উন্নতিতে আমাদের কি ?

সুজাঃ। আমার মতে মারাঠার পক্ষালম্বন করাই শ্রেয়ঃ। এ শুধু তাদের উন্নতি নয়, আমাদেরও গৌরব। এ গৌরবের অংশী শুধু একটা জাতি নয়, সমগ্র ভারতবাসী। মারাঠা বিধর্ম্মী হ'তে পারে—কাফের হ'তে পারে—কিন্তু বিদেশী নয়—একই দেশের মাটীতে মানুষ তারা ও আমরা। যে হাতে খোদা মুসলমানকে গড়েছেন—হিন্দুও সেই পাকা হাতে ওজন করা। মুসলমান যাঁকে খোদা বলে, হিন্দুও তাঁকেই ঈশ্বর বলে। ধর্ম্ম কখন

দুটো হ'তে পারে না। হিন্দু বিধর্ম্মীও নয়—কাফেরও নয়—একই ঈশ্বরের রাজ্যে—একই পিতার দুটী সন্তান—হিন্দু-মুসলমান। বর্ত্তমান দেশের দুরবস্থায় কোনও জাতির প্রাণ কেঁদে উঠেনি—শুধু মারাঠার কেঁদেছে; তাই তারা হিন্দু মুসলমান সবাইকে ডাকছে—বহিঃশত্রুর হাত হ'তে জন্মভূমিকে রক্ষা ক'রতে—তার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে। এভারত বাসীর মহান্ কর্ত্তব্য—সকলে মিলে বহিঃশত্রুকে তাড়িয়ে দেওয়া। আর আমেদ শা—স্বজাতি, স্বধর্ম্মী হ'লেও সে যখন দেশের শত্রু, তখন আমাদেরও শত্রু; আমাদের মুখের অন্ন কেড়ে নেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। তৈমুর, নাদিরপ্রমুখ বিদেশীগণ, যেমনিভাবে ভারতের চক্ষে জল ঝরিয়ে, যা' কিছু গর্ব্বের বস্তু—আত্মসাৎ করতে ক্রটী করেনি;—আফগানও তেমনিভাবে তারও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করতে এসেছে। নাদির যা' অবশিষ্ট রেখে গেছে—আমেদশা তা' সংগ্রহ করতে এসেছে। আমাদের ভবিষ্যৎ নিবিড়-কাল-মেঘে ঢেকে দিতে তাঁর এখানে আগমন। সে শুধু মারাঠার শত্রু নয়—জন্মভূমিরও শত্রু।

নজিবুঃ। জন্মভূমি কোন্ সুদূর দেশে তা' মনে পড়ে নবাব! যদি সেই দেশের গৌরব আপনার ব'লে মনে করেন, তবে সেই পুণ্যভূমির মুখোজ্জ্বলকারী-পুত্র আমেদশাকে আহ্বান করুন! তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে জাতির সম্মান—ভায়ের সম্মান—বৃদ্ধি করুন! আরো ভেবে দেখুন, আমেদশার পরাজয়ে মারাঠার ব্যবহার কি ভাবে আমাদের উপর আপতিত হ'বে। আফগান যদি বিতাড়িত হয়, ভাও সদাশিব রাও, পেশোয়ার পুত্র বিশ্বাসরাওকে দিল্লীর মসনদে প্রতিষ্ঠিত করবেই।

আপনি ও আমি প্রাণে প্রাণে পরিত্রাণ পেলেও তাদের আজ্ঞাবাহি নফর হ'য়ে জীবন্মৃত ভাবে কাল কাটাতে হবে। ভাও মুখে যাই বলুক্ – যতই অঙ্গীকার করুক্—তার বাক্যে আমার কিছুমাত্র আস্থা নাই।

কাশীরাও। বড় নিষ্ঠুর—বড় অত্যাচারী তারা! শুধু তারা নিজের স্বার্থ টুকু চায়। পরের স্বার্থ ছেঁটে ফেল্‌তে খুব পটু—বিশ্বাস-ঘাতকের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি—ওঃ—কি নির্ম্মম—নির্দ্দয়—পাষণ্ড তারা। আবশ্যক হ'লে স্বজাতির রক্তপাতেও কুণ্ঠিত নয়। একবার ভাবে না—একবার কাঁদে না—কাতর-নয়ন-পানে ফিরেও চায় না। শাহান্‌সা! সে আঘাতের ক্ষত বক্ষে ধ'রে এই মহারাষ্ট্র-ব্রাহ্মণ আমি, হুজুরের আশ্রয়ে প্রাণ বাচাতে ছুটে এসেছি—আপনার মান-সম্ভ্রম স্ত্রী-পুত্রের রক্তে ডুবিয়ে দিয়ে—জিঘাংসার তাডনায়—প্রতিশোধের কামনায় পালিয়ে এসেছি। হে দীন-দুনিয়ার মালিক! কালসাপকে বিশ্বাস ক'রে আর তার বিবরে গোধূম ঢাল্‌বেন না।

নজিবুঃ। শুনুন—মারাঠার অত্যাচারের কাহিনী, তারই স্বজাতির মুখেই শুনুন! আর সে ছবি, আপনার চোখের সম্মুখে—দেখুন! দুরাকাঙ্ক্ষ মারাট্টা, সুবিশাল ভারত বক্ষে একাধিপত্য স্থাপন-লালসায় ভীমবাহু তুলে ছুটে আস্‌ছে—সম্মুখে যা পাচ্ছে—পদ-দলিত—মথিত ক'রে চলে যাচ্ছে—দৃক্‌পাতও করে না হতভাগ্যদের শত আর্ত্তনাদে—শত কাতরতায় কর্ণপাতও পর্য্যন্ত করে না। আমেদশা, মারাঠার কবল হ'তে পতিতকে উদ্ধার করতে—ধর্ম্মের সম্মান বাড়াতে—দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হায়! এমন দুর্দ্দিন যে, কেউ

তাঁকে সমাদর কর্‌লে না—মহান্ স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্তও কেউ গ্রহণ কর্‌লে না!

সুজাঃ—। (সর্দ্দারগণের প্রতি) মহোদয়গণ! কি করা কর্ত্তব্য? রাজ্য-লিপ্সা উভয়কে প্রলোভিত ক'র্‌তে পারে! কিন্তু বর্ত্তমানে যাঁর ন্যায্য প্রাপ্য—উত্তরাধিকারীসূত্রে যিনি ইহার অধিকারী—তাঁরই পাওয়া কি উচিত নয়? যাঁর অনুকম্পায় স্বর্গসুখ ভোগ ক'র্‌ছি—সেই মোগলের বংশধর যুবরাজ শা-আলম্‌কে, দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপিত করা কি কর্ত্তব্য নয়? যাক্ মার্হাট্টা! যাক্ আফগান! আমি কোন পক্ষে যোগ দোবো না। এখন আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি—তাই অতীতকে ছেড়ে বর্ত্তমানকে আঁকড়ে ধরেছি—যে শক্তি জয়ী হবে, তারই বিরুদ্ধে শক্তিচালনা ক'রে, তাকে ধ্বংস ক'রে যুবরাজকে, তাঁর পিতৃ-সিংহাসনে বসিয়ে নিজের প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'র্‌বো। যান্ রোহিল্লা-সর্দ্দার! আমেদশা যদি আমার সর্ত্তে সম্মত হোন্, তাঁর পক্ষাবলম্বন কর্‌বো। (শা-আলমের প্রবেশ) এস যুবরাজ!

শা-আলম্। আমায় বিদায় দিন নবাব! এতদিন আপনার আশ্রয়ে দুনিয়ার সুখ উপভোগ করেছি—এতদিন আপনি পিতার ন্যায় স্নেহ করেছেন—একথা আজীবন স্মরণ রাখ্‌বো। আমায় বিদায় দিন্—পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে আফগান-বীর আমেদশার আশ্রয় গ্রহণ কর্‌তে ছুটে যাই।

(আমেদশা, ওয়ালিখাঁ ও রহমৎখাঁর প্রবেশ।)

আমেদ। আর যেতে হবে না যুবরাজ! আমেদ নিজেই এসেছে। আমি শপথ ক'র্‌ছি—দিল্লীর সিংহাসন এই যুবরাজ শা-আলমের। এতটুকু স্বার্থ, এতটুকু লালসা আমার নেই।

আমার আন্তরিক অভিলাষ—জাতির উন্নতি—ধর্ম্মের প্রতিপত্তি—

সকলে। হে আফগানবীর! এত উন্নত—মহান্—স্বার্থত্যাগী মহা-পুরুষ আপনি!

সুজা:— আমি সানন্দে আপনার সঙ্গে মিলিত হবো। আজই স্ত্রী-পুত্র কন্যাগণকে লক্ষ্ণৌএর দুর্ভেদ্য দুর্গে পাঠাবার বন্দোবস্ত কর্‌ছি। কাশীরাও, এখনই মারাট্টার দূতকে পত্র দিয়ে বিদায় কর! আমি তাদের পক্ষাবলম্বন কর্‌বো না। তারা পারে, আমার রাজ্য ধ্বংস করুক্।

কাশী। যো হুকুম!　　(প্রস্থানোদ্যত।)

সুজা:—। না, স্পষ্ট বল্‌বার আবশ্যক নেই। এম্‌নিভাবে লেখ' যে, তারা যেন জান্‌তে না পারে—আমি তাদের পক্ষত্যাগ কর্‌লেম্। তাদের প্রতারিত ক'রে ধ্বংস ক'র্‌তে হবে।

(কাশীরাওএর প্রস্থান।)

আমেদ। নবাবের উপযুক্ত কথা! আপনারা আমার আত্মীয়, আমার ভ্রাতা, প্রাণ দিয়ে আমি আপনাদের রক্ষা ক'রবো।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[দিল্লীর দেওয়ান-ই-খাস দরবার-কক্ষের রৌপ্যনির্ম্মিত ও স্বর্ণখচিত বৃহৎ চন্দ্রাতপ ভগ্নরত মার্হাট্টা-সৈন্যগণ ও সদাশিব দাঁড়াইয়া।]

সদাশিব। ভাঙ্—ভাঙ্—এই দরবার-গৃহের ছাদই ভাঙ্! বিশুদ্ধ রৌপ্য-নির্ম্মিত—অনেক টাকা—অনেক টাকা! আমেদশা সমস্তই নিয়ে গেছে—একটী কপর্দ্দকও রেখে যায়নি। শুধু এইটীকে রেখেছে—মনে করেছে—হিন্দুস্থানের সম্রাটরূপে বিরাজ ক'র্‌বে। সে আশা দুরাশা-মাত্র! এখনও ভারতবর্ষ বীরশূন্য হয় হয়নি—এখনও মার্হাট্টা মরেনি। (সৈনিকেরা ছাদ ভাঙ্গিয়া ফেলিল।) চল্—নিয়ে চল্—এখনি গালিয়ে ফেল্‌বো। বিশুদ্ধ রৌপ্য—অনেক টাকা—অনেক টাকা। (কোলাহল করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।)

[বিশ্বাসরাও ও বালকবেশী মেহেরার প্রবেশ।]

বিশ্বাস। এ কিসের কোলাহল বালক! তবে কি মার্হাট্টা-সৈন্য লুঠের সন্ধানে—নগরবাসীদের উপর অত্যাচার, উৎপীড়ন আরম্ভ করেছে? না—না, আমেদশা হতভাগ্যদের মৃত্যুর তীরে এনে ফেলেছে—তাদের উপর এমন অবিচার ক'র্‌লে চ'ল্‌বে কেন? চল বালক! অবশিষ্টটুকু শ্মশান-স্তূপে পরিণত হবার

পূর্ব্বে ক্ষান্ত হ'তে সকলকে অনুরোধ করি! এস—এস—দেরি ক'রো না!

মেহেরা। (স্বগতঃ) এ মানুষের হৃদয় নয়—দেবতার অন্তঃকরণ!

(উভয়ের প্রস্থান।)

[সদাশিবের প্রবেশ।]

সদাশিব। বিশুদ্ধ রজত—এতটুকু খাদ নেই—অষ্টবিংশ-লক্ষ-মুদ্রা!

[ইব্রাহিমের প্রবেশ।]

ইব্রাহিম। বিনা রক্তপাতে নগর অধিকৃত। আমেদশা নগর রক্ষার জন্য যে সৈন্যদল রেখে গিয়েছিল—একটীমাত্র ফুৎকারে নিমিষে বাতাসের সঙ্গে মিশে গেছে।

[মলহররাও, মহাদেবজী ও পিলাজিরাওএর প্রবেশ।]

মলহর। বলিহারী জয়লাভ—

মহাদেবজী। এমনটি না হ'লে কি জয়—

পিলাজি। জয় অথচ একটীও সৈন্য শত্রুর অস্ত্রচিহ্ন বুকপেতে ধরেনি। কিন্তু শত্রুর দেহে তারা যে চিহ্ন রেখেছে—তা অগণ্য—

সদাশিব। এই ত চাই—এরই নাম পূর্ণবিজয়!

(সূর্য্যমল্লের প্রবেশ।)

সূর্য্যমল্ল। কোথায় জয় বন্ধু? জয় বহুদূরে। আমেদশা এখনও দূরীভূত হয়নি, আফগান-রক্তে ধরণী এখনও সিক্ত হয়নি—আফগান এখনও মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। পুত্র-বর্ত্তমানে জননীর অপমান—এর নাম কি পূর্ণবিজয়?

সদাশিব। সে অপমান দ্বিগুণ ক'রে ফিরিয়ে দেবার সময় এসেছে। দুর্ব্বৃত্ত আমেদ ভারতের মাটীতে কত শক্তি—দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে যাবে। বার বার আক্রমণ ক'রে বিজয়ী হ'য়ে নিজেকে মহা-শক্তিশালী বীর ব'লে মনে করেছে। ভারতকে

দুর্ব্বলতার শতহস্ত নীয়ে নামিয়ে দিতে ইচ্ছা ক'রেছে—আমাদের শক্তিকে কুটিলনেত্রে ভ্রূকুটী করেছে। তার সেই ভ্রূকুটী-কুটিলনেত্র উপড়ে ফেল্‌বো—তার ভূল ভেঙে দোবো—তারই বুকের উপর মার্হাট্টা-রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত কর্‌বো। হোক্ না সে বলবান্—হোক্ না সে কৌশলী—জগতের সমস্ত শক্তি নিয়ে এলেও আমাদের সম্মুখে অবস্থিতি করা শক্ত!

সূর্য্যমল্ল। অন্যের নিকট কঠিন ব'লে বোধ হ'তে পারে—কিন্তু আমেদের নিকট ঠিক তারই বিপরীত। যে বর্ষায় ভীষণ যমুনার অট্টহাসকে তুচ্ছ ক'রেছে—জাহ্নবীর ভীম-ভৈরব-গম্ভীর-গর্জ্জনকে আপন মেঘমন্দ্র-আস্ফালনে স্তব্ধ ক'রে অসাধ্য সাধন ক'রেছে—তা'র কাছে অতি তুচ্ছ!

সদাশিব। আপনার মুখে একথা! তবে কি রাজপুত আত্ম-শক্তি ভুলেছে—আর ভুলেছে সেই প্রতাপসিংহকে—সংগ্রাম-সিংহকে—যারা যবনের রক্তে ভারতের কলঙ্ক ধুয়ে দিয়ে গেছেন—সেকথা কি ভুলে গেছে?

সূর্য্যমল্ল। না, এখনও ভুল্‌তে পারেনি—আর পারেনি ব'লে অনর্থক শক্তিক্ষয় না ক'রে অন্য উপায়ে আফগানকে ধ্বংসের মুখে তুলে দেবার মনস্থ ক'রেছে।

সদাশিব। একথার উদ্দেশ্য?

সূর্য্যমল্ল। উদ্দেশ্য অতি সৎ—অতি মহৎ—

(বিশ্বাসরাও ও বালকবেশী মেহেরার প্রবেশ।)

সদাশিব। এস কুমার! আজ তোমার অভিষেক। আজ হ'তে এই সুবিশাল রাজ্যের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা তুমি। পৃথ্বিরাজের পবিত্র-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হ'য়ে ন্যায়ের দণ্ড হাতে নিয়ে

দীন-দরিদ্রকে রক্ষা কর! দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন ক'রে জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল কর! শিবাজীর পথপ্রদর্শনে—বাজীরাওয়ের কর্ম্মপটুতায়—বালাজী বাজীরাওয়ের স্বদেশ-প্রাণতায় সিদ্ধি আজ দিব্যমূর্ত্তি ধ'রে মহারাষ্ট্রকে আহ্বান ক'র্‌ছে।

বিশ্বাস। না পিতৃব্য! সিদ্ধি এখনো বহুদূরে। এখনো তার সমীপ-বর্ত্তী হ'তে পারিনি। ঐ দেখুন; শত্রুর উদ্যত প্রহরণের নিম্নে আমরা। সে আঘাত নিবারণ ক'র্‌তে না পার্‌লে, পতন অনিবার্য্য। যদি পারি শত্রু-রুধিরে রাজটীকা প'রে, ভারত-সিংহাসনে, রাজার মত রাজা হ'য়ে ব'স্‌বো। আগে শত্রুক্ষয়—পরে অভিষেক।

সদাশিব। এ কথা মন্দ নয়! তবে তাই হোক্! আমেদের দূরীকরণ পর্য্যন্ত অভিষেক-ক্রিয়া স্থগিত থাক্। (দেবলের প্রবেশ) সংবাদ কি দেবল?

দেবল। কি ব'ল্‌বো সেনাপতি! সংবাদ শুভ নয়। রোহিল্লাধিপতি নজিবুদ্দৌল্লা, নবাবকে আমেদের সঙ্গে যোগ দিতে পরামর্শ দেয়। নবাব কিন্তু সম্মত নয়।

সদাশিব। তারপর?

দেবল। নবাব কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়। স্বয়ং আমেদশা তাঁর সাহায্য-প্রার্থী হ'য়ে তাঁরই দ্বারদেশে উপস্থিত। নবাবের ইচ্ছা, আমাদের সঙ্গে সম্মিলিত হ'ন, কিন্তু ইতি-কর্ত্তব্যতা এখনো তিনি নির্দ্ধারিত ক'র্‌তে অক্ষম। মনোভাব তাঁর কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লেম না। তবে তাঁর লেখার ভঙ্গী দেখে ভবিষ্যতের আশা কতকটা করা যেতে পারে।

সদাশিব। কই দেখি? (গ্রহণ ও পঠন।)

পত্র।

মান্যবর ভাও—

আমার আন্তরিক ইচ্ছা যে আমি আপনাদের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করি; কিন্তু আমার অমাত্যগণ, জ্ঞাতিগণ, আমেদের সঙ্গে যোগ দিতে পীড়াপীড়ি সুরু ক'রেছে। এমন কি সৈন্যাধ্যক্ষগণও অনুরোধ ক'রছে। আমেদশা স্বয়ং উপস্থিত হ'য়ে তাঁ'র সঙ্গে মিলিত হ'তে বলছেন। যদি তাঁর কথায় সম্মত না হই, তাহ'লে আমার রাজধানী আক্রমণ ক'রবেন; সুতরাং বাধ্য হ'য়ে আমাকে তাঁর সঙ্গে মিলিত হ'তে হচ্ছে। আমি কিন্তু আফগানকে বোঝ্‌বার সুযোগ দেবো না। তার সঙ্গে থেকে সুযোগ অন্বেষণ করবো—সময় পেলেই তাকে আক্রমণ ক'রে ধ্বংস ক'রবো। ইতি—

নবাব।

মলহর। এ শত্রুর চক্রান্ত! এর মধ্যে তাদের ষড়যন্ত্র গুপ্তভাবে নিহিত আছে।

মহাদেবজী। এ বিশ্বাস ক'রে থাক্‌তে গেলে মাহাট্টার বিনাশের পথই উন্মুক্ত করা হ'বে।

সূর্য্যমল্ল। এই-ই বিনাশের সূত্রপাত! এখন স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি, ব্যাপার কিরূপ দাঁড়াবে।

সদাশিব। হুঁ! (জনৈক গুপ্তচরের প্রবেশ ও অভিবাদন।) কি খবর?

গুপ্তচর। মহারাজ! আমেদশা পূর্ণবেগে সসৈন্যে পাণিপথ-অভিমুখে অগ্রসর হ'য়ে আস্‌ছে।

সদাশিব। আচ্ছা যাও! (চরের প্রস্থান।) (পিলাজীর প্রতি) আপনি সমস্ত সর্দ্দারকে—সমস্ত সৈন্যকে আমার আদেশ জানিয়ে প্রস্তুত হ'তে বলুন! বর্ষার বারিধারা নিবৃত্ত হ'য়েছে, আর সময় নষ্ট ক'র্‌বার প্রয়োজন দেখি না। মহাদশহরা আগত—হিন্দুমাত্রেরই কার্য্যারম্ভের এই সুবর্ণসুযোগ। তারা আর বিশ্রামের অবসর পাবে না—এখনই নগর হ'তে বহির্গত হ'য়ে পাণিপথ উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'তে হবে। যান্! (পিলাজীর প্রস্থান।) পাণিপথের উত্তর দিকে পাণিপথ-নগরের নিকটেই শিবির সন্নিবেশ ক'র্‌তে হবে। চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন ক'র্‌তে হবে—তারই পাড়ের উপর কামান-গুলো সাজাতে হবে। পরিখার বিস্তার ৪০ হাত, গভীরতা ৮ হাত হওয়া চাই-ই। ইব্রাহিম! এ ভার তোমার উপর রইল। খুব সাবধান।

ইব্রাহিম। যো হুকুম।

সূর্য্যমল্ল। তবে কি সম্মুখ-সংগ্রামই স্থির?

সদাশিব। এ বীরের কর্ত্তব্য! মহারাষ্ট্রের পরাক্রম আফগানকে একটু ভাল ক'রেই জানিয়ে দিতে হ'বে।

মলহর। আফগানের সঙ্গে সম্মুখ-সংগ্রামে মার্হাট্টার উত্থানের আশা একেবারেই সুদূর-পরাহত।

মহাদেবজী। আফগান দীর্ঘকায়—বলিষ্ঠ। হাতাহাতি যুদ্ধে মহারাষ্ট্রের পরাভবের খুবই সম্ভাবনা।

সূর্য্যমল্ল। আত্মতেজের হ্রাস অপেক্ষা কৌশলে অরাতি-দলনই বুদ্ধি-মানের কার্য্য।

সদাশিব। তাহলে দস্যু আর মহারাষ্ট্রে পার্থক্য রইল কতটুকু? না—তা' হবে না—সম্মুখ-যুদ্ধে পারি পূর্ণবিজয়ের অধিকারী হবো।

সূর্য্যমল্ল। মারাঠার প্রাচীন রণনীতি স্মরণ করুন! শিবাজির যুদ্ধ-প্রণালীর অনুসরণ করুন। কামান, গোলন্দাজ, রেশমী তাঁবু, স্ত্রীলোক, বালকবালিকা, শিবিরানুচর কোন দৃঢ় দুর্গে রেখে যাওয়াই আপনার পক্ষে সুপরামর্শ হবে। কারণ, ও অবস্থায় পরাস্ত হ'লে দুর্গে আশ্রয় নিতে পার্‌বেন। কেবল অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে চিরাভ্যস্ত-রীতি-অনুসারে আমেদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'ন। শীতের শেষ পর্য্যন্ত শত্রু-পক্ষকে ক্লান্ত ক'রে তুলুন। গ্রীষ্মের আতিশয্য-নিবন্ধন আফগান স্বদেশে না পালিয়ে, স্থির থাক্‌তে পারবে না।

মলহর। কৌশলে যেখানে কার্য্যোদ্ধার হয়, সেখানে আত্ম-বল লাঘবের প্রয়োজন নাই।

মহাদেবজী। অতি উত্তম যুক্তি।

সদাশিব। হুঁ!

ইব্রাহিম। কিন্তু এ রণ-পদ্ধতিতে ফরাসীরা যুদ্ধ করে না! সম্মুখ-সংগ্রামই বীরের ধর্ম্ম—আমার কামান আর শিক্ষিত গোলন্দাজ সৈন্যের উপর নির্ভর করুন!—আমিই দেখাব—কেমন ক'রে আফগানকে পরাস্ত ক'র্‌তে হয়। মনে রাখবেন, এই ইব্রাহিমই ছিল ফরাসী-গোলন্দাজ-সৈন্যের অধিনায়ক।

সদাশিব। সম্মুখ-সংগ্রামই বীরের ধর্ম্ম—ইব্রাহিমের কথাই ঠিক। বর্ত্তমানের তুলনায় অতীত এত উজ্জ্বল ছিল না। তখন মারাঠা-শক্তি মুষ্টিমেয়—মারাঠা-সৈন্যদল কেবলমাত্র অশ্বারোহী ও বল্লমধারী যোদ্ধায় গঠিত ছিল। সম্মুখ-যুদ্ধ ক'র্‌বার মত সামর্থ্য তাদের ছিল না। নৃশংস দস্যুর মত বিপক্ষের চারিদিকে ঘুরে বেড়াত; শত্রুর খাদ্য অপহরণ

ক'র্‌ত, কূপ-পুষ্করিণীতে বিষ ফেলে দিত ; লুণ্ঠন—গৃহদাহ—হত্যা ক'রে সোনার রাজ্যের উৎসাদন ক'র্‌ত। আর এখন মার্হাট্টা-সৈন্যদল সংখ্যায় অপরিমিত—সুশিক্ষিত—উত্তোমত্তম অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত—হৃদয় তাদের বীর-মদে সমুন্নত। কেন তবে গুপ্ত-ঘাতকের মত শত্রুর উপর অস্ত্র-নিক্ষেপ ক'রে মারাঠার মুখে কালি মাখাব ? বীর আমরা—বীরের মত সমরক্ষেত্রে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে পূর্ণ বিজয়-মুকুট মার্হাট্টার শিরে পরিয়ে দোবো।

সূর্য্যমল্ল। দুর্দ্দান্ত আফগানের সঙ্গে রোহিল্লাগণের—অযোধ্যার নবাবের যোগদান—হ্রদাদিতে নদ-নদীর সম্মিলন—কালে উত্তাল তরঙ্গ-মালা উত্থিত হয়ে মার্হাট্টাকে যে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তার খুবই সম্ভাবনা।

মলহর। যুদ্ধক্ষেত্রে কৃষ্ণ কেশ তুষার-ধবল করেছি—আমাদের যুক্তি-অনুসারে—

সদাশিব। আফগান-কুক্কুরের ডাকে ভীত জম্বুকের দল—আমার সম্মুখ হ'তে দূর হও! নির্ব্বোধ বৃদ্ধ! সমরবিদ্যার কি জান ? মেষপালকের মত ভীরু-স্বভাব সদাশিবের আজও হয়নি। রীতিমত সম্মুখ-যুদ্ধই আমার সিদ্ধান্ত। এস ইব্রাহিম—

(ইব্রাহিমের সহিত প্রস্থান।)

সূর্য্যমল্ল। আর না, যথেষ্ট হয়েছে! রাজপুত হ'য়ে অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে পরের দাসত্ব—আমাদের ললাটের লিখন নয়। যদিও হোলকার যুদ্ধকার্য্যে কৃষ্ণ-কেশ শুক্ল করেছেন তথাপি বল-দর্পিত ভাও, আত্ম-সৌভাগ্যদর্শনে স্ফীত হ'য়ে তাঁর অপমান ক'র্‌লে! সদাশিব! এর ফল তুমি হাতে হাতে পাবে। ভবিষ্যদ্-গগন-পটে—যতদূর দৃষ্টি যায়—দেখে

বেশ বুঝতে পার্‌ছি—মহারাষ্ট্রের পতন হবেই হবে। জীবন-সন্ধ্যার ঘোর অন্ধকার আবরণ তাদের চক্ষু আবৃত ক'র্‌বে—জানিনা—তারা আলোক পাবে কিনা। ভ্রাতৃবৃন্দ! বড় আশা বুকে ক'রে উদ্‌গ্রীব-প্রাণে ছুটে এসেছিলাম—ভায়ের জন্য, দেশের জন্য এ জর্জ্জরিত প্রাণটা ভাসিয়ে দিতে এসেছিলাম। দুর্ভাগ্য আমার (হতাশ-স্বরে) বিদায়—

(প্রস্থানোদ্যত।)

দেবল। (গতি রোধ করিয়া) কোথা যান্ বীরবর! অভিমানে জননীর দুঃখ বিস্মৃত হ'য়ে আত্ম-সুহৃদকে পাঠানের মুখে রেখে যাচ্ছেন!

সূর্য্যমল্ল। বন্ধু বন্ধুকে পদাঘাতে দূর ক'রে দিচ্ছে—কি ক'র্‌ব সন্ন্যাসি!

বিশ্বাস। দেব! শুনেছি—রাজপুত বীরেরা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না—প্রাণপণে আজীবন সত্যপালন ক'রে থাকেন। তবে সে সত্য বিস্মৃত হ'চ্ছেন কেন? পিতৃ-সকাশে যে সত্যে আপনি আবদ্ধ, সে সত্য স্মরণ ক'রে, অভাগা-সন্তানের মুখ চেয়ে আপন কর্ত্তব্য করুন। পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হ'ন। আপনারাই একদিন এই শিরে মুকুট পরিয়ে দিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রে বলেছিলেন—"বিজয়ী হও।" আজ সেই মুকুট আপনার চরণ-তলে রাখ্‌ছি—ইচ্ছা হয় এ মুকুট রক্ষা করুন—পেশোয়ার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখুন! (তথাকরণ।)

(গাজিউদ্দিনকে লইয়া সদাশিবের প্রবেশ।)

সদাশিব। কে চায় সামান্য জমিদারের সাহায্য? যাক্—দূর হোক্—ভীরুর সহবাসে বীরত্বের অপমান—চাই না—চাই না—

সূর্য্যমল্ল। গর্ব্বিত-ব্রাহ্মণ! আফগান-হস্তে পরাভূত না হ'লে বয়োধিক,

বিজ্ঞতর যোদ্ধার কথায় কর্ণপাত ক'র্‌বে ব'লে বোধ হয় না। (ক্রোধ ভরে প্রস্থান।)

সদাশিব। উজির-প্রবর! আপনার সাহসের পরিচয় পেয়ে, ধন্যবাদ না দিয়ে, থাক্‌তে পার্‌ছিনা। আসুন—আমার কার্য্যে সহায় হ'ন্।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আফগান শিবির।

[আমেদশা, সুজাদ্দৌল্লা, নাজিবুদ্দৌল্লা, ওয়ালী খাঁ ও শা-আলম প্রভৃতি উপবিষ্ট।]

আমেদ। যুবরাজ! তোমার পিতা আমার আত্মীয়। আত্মীয়ের অকাল-মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে, শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে, পিশাচ গাজিউদ্দিনের হৃদয়-রক্তে শোকাগ্নি নির্ব্বাণ-মানসে ভারত আক্রমণ করি। কিন্তু জ্ঞানপাপী মার্হাট্টা-তরু-ছায়া-তলে কলঙ্কিত জীবন রক্ষা ক'র্‌ছে। আমাদের কর্ত্তব্য—ছায়ার অবলম্বনটী ভেঙে দেওয়া!

ওয়ালী। মুসলমান মাত্রেরই কর্ত্তব্য। যেহেতু মার্হাট্টা হিন্দু—হিন্দু বিধর্ম্মী—কাফের—মুসলমানের চিরশত্রু—

নাজিবুঃ। বিশেষতঃ শত্রুর সাহায্যদাতা। মার্হাট্টার সাহায্য না পেলে সম্রাট আলম্‌গীরকে হত্যা ক'র্‌তে সাহস হ'তো না।

আমেদ। আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি চতুর মার্হাট্টা ভারতের রত্ন-সিংহাসনে উপবেশন ক'র্‌বার জন্য কৌশল-জাল বিস্তার করেছে। সে জালবদ্ধ-মীন গাজিউদ্দিন। কালে মীনকে নিস্তেজ ক'রে মার্হাট্টা হত্যা ক'র্‌বে। বড়ই ফন্দিবাজ

তারা; খুব হুঁষিয়ার হ'য়ে কাজ ক'র্‌তে হবে। এতটুকু ভুল ক'র্‌লে আমাদেরই সর্ব্বনাশ!

সুজাদ্দৌঃ। (স্বগতঃ) তার অপেক্ষা বুদ্ধিমান স্বয়ং তুমি আমেদ! মার্হাট্টা জাল ফেলেছে না তুমিই ফেলেছ। তোমার উদ্দেশ্য ঠিক ধরেছি আমি। ভারতবাসীকে ধ্বংস ক'রে নিজের প্রাধান্য বিস্তার ক'র্‌বে! স্থির করেছ, তোমার সংকল্প কেউ বুঝে উঠ্‌তে পার্‌বে না? ভুল, আমেদ, ভুল - আজ একজন বুঝেছে—তোমার উপর টেক্কা মার্‌বে সে—সাবধান—

শা-আলম। আপনার ন্যায় মহানের আশ্রয়ে মৃত্যুকেও ভয় করি না। তবে পিতৃহন্তাকে দুনিয়ার বক্ষঃ হতে ছিনিয়ে ফেল্‌তে যতদিন না পার্‌বো--ততদিন স্থির হ'তে পার্‌ছি না। নিশিদিন সেই বীভৎস্য দৃশ্য চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌ছে—সেই আর্ত্তনাদ শত ইরম্মদের সনে মিশে হৃদয়ে আঘাত ক'র্‌ছে—শত জিঘাংসা সহসা প্রজ্বলিত হ'য়ে আবার নিভে যাচ্ছে - আবার জ্বল্‌ছে—আবার নিভ্‌ছে—ওহো—ঐ সেই— [হস্তদ্বারা মুখাবৃত করন।]

আমেদ। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) বৎস! স্থির হও—পাপীর প্রায়শ্চিত্ত সন্নিকট। ঐ দেখ, দূর পাণিপথ-ক্ষেত্রে গাজির রক্তাক্ত কবন্ধ পড়ে রয়েছে---মাংসাশী মাংসের অবসাদ দূর ক'র্‌তে ছুটে আস্‌ছে।

শা-আলম। সেদিন ক'বে হ'বে; যে দিন আপনার বাক্য বাস্তবে পরিণত হবে—যেদিন গাজির ছিন্নমুণ্ড ধূলায় লুটাবে—সেদিন আর কতদূরে? প্রতিক্ষণে তাঁর রক্তাপ্লুত-প্রেতাত্মা প্রতিশোধ কামনা ক'র্‌ছে—আমায় উত্তেজিত ক'রে তুল্‌ছে।

আমেদ। বেশী দূরে নয় বৎস! অচিরে পাপাত্মা নিজ কর্ম্মফল ভোগ ক'র্‌বে। হাঁ—ওয়ালী খাঁ! রাঘবের নিকট যে দূত পাঠান হ'য়েছিল সে এখনও ফেরেনি ?

ওয়ালী। না জনাব! (রহমৎখাঁর প্রবেশ।)

রহমৎ। (অভিবাদন করিয়া) খোদার মহিমা অপার—হারান-রত্ন ঘরে তুলে দিলেন।

আমেদ। কই রহমৎ, তাইমুর ? একা এলে যে তুমি ?

রহমৎ। যুবারাজ আস্‌ছেন। সমস্ত সৈন্যদলকে বিশ্রামের বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছি।

আমেদ। অতি বুদ্ধিমানের কাজ করেছ রহমৎ! আজ এই আনন্দের দিনে তোমায় কি উপহার দোবো—আমার নামাঙ্কিত এই তরবারি তোমায় দিলেম। যদি এর কিছুমাত্র সম্মান থাকে—তোমায় গৌরবান্বিত ক'র্‌বে। (তরবারি প্রদান।)

রহমৎ। এর চেয়ে গোলাম আর কি পেতে পারে জনাব! (অভিবাদন।) [তাইমুর ও পছন্দখাঁর প্রবেশ।

আমেদ। এস পুত্র! (উভয়ের আলিঙ্গন-বদ্ধ হওন) আবার যে তোমায় দস্যু মার্হাট্টার হাত হ'তে অক্ষত দেহে ফিরে পাব এ আশা আমার ছিলনা। সেই একদিন—যেদিন যমুনা-তীরে সিংহ-শিশুর মত শত্রুকে আক্রমণ ক'রে পিতার জীবন ফিরিয়ে দিয়েছ। ছবির মতন তোমায় দেখি—দূর প্রতি-ধ্বনির মত তোমার কথা শুনি—সাগর-তরঙ্গের ন্যায় হৃদয় উদ্বেলিত হ'য়ে উঠ্‌ল। কে যেন অস্পষ্টস্বরে ব'লে গেল—পাবে, পাবে, আবার ফিরে পাবে। খোদার অভয়-হস্ত যাকে রক্ষা কর্‌ছে, মার্হাট্টার সাধ্য কি তার কেশাগ্র স্পর্শ

করে। নৃশংস—পিশাচ মারহাট্টা! এর ফল তুমি হাতে হাতেই পাবে।

ওয়ালী। (অগ্রসর হইয়া) সাজাদা, সাজাদা,—হাতে গড়া বিরাট-কীর্ত্তি —মার্হাট্টার সাধ্য কি যে ভাঙে!

তাইমুর। না—মার্হাট্টা দস্যু নয়—বীর তারা। বাহুতে তাদের শক্তি ছিল—যথেষ্ট। আমার মত লক্ষটাকে ভেঙে-চুরে ধুলার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পার্‌তো—তা করেনি। হাতে পেয়েও পরম শত্রুকে ক্ষমা করেছে। তাঁদের মতন দেব-অন্তঃকরণ কয়-জনের আছে? তাঁদের কাছে শিখেছি যে নিজের দানব-বৃত্তি দমনের তুল্য ধর্ম্ম নেই। সত্য বটে, আমার রাজ্য-ঐশ্বর্য্য নিয়েছে; কিন্তু মান-প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছে—ঘাত-কের ছুরির মুখ হতে আমায় রক্ষা করেছে। কত উদার—কত মহান্ তারা! এমন শত্রু কয়জনের ভাগ্যে মিলেছে?

(কাশীরাওয়ের প্রবেশ।)

কাশী। কে বলে মার্হাট্টা—দেবতা, মহান্, উদার? পিশাচ—শঠ—শয়তান তারা—

তাইমুর। কে তুমি উন্মাদ যুবক, অকলঙ্ক-চরিত্রে কলঙ্ক লেপন ক’র্‌ছ? জান আমি কে—এখনও ক্ষান্ত হও!

আমেদ। (স্বগতঃ) পুত্র যে মার্হাট্টার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী! তাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ জাগিয়ে দিতে না পার্‌লে আমারই সর্ব্বনাশ! (প্রকাশ্যে) তাইমুর! মার্হাট্টা-ব্রাহ্মণ মিথ্যা বলেনি। তাদের অত্যাচারের কশাঘাতে যুবার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হ’য়েছে। বিশ্বাস না হয়, তুমিই প্রত্যক্ষ কর।

(কাশীরাওয়ের গাত্রবস্ত্র উন্মোচন।)

তাইমুর। বিশ্বাস হয় না! বোধ হয়, গুরু-অপরাধে এ গুরু-শাস্তি।

সুজাদ্দৌঃ। এ যুবকের প্রাণরক্ষা করি আমি—মুমূর্ষু-অবস্থায় পথ থেকে তুলে আনি—চিকিৎসার ফলে জীবন পায়।

নজিবুঃ। মার্হাট্টা যে অত্যাচারী—তার পরিচয় অনেক পূর্ব্বে পাওয়া গেছে। মুসলমানকে বিষদন্তে তারা দংশনের জন্য ছুটে আস্‌ছে।

তাইমুর। হ'তে পারে, মার্হাট্টার বিরুদ্ধে জগত দুর্নাম রটাতে পারে—কিন্তু আমি শত্রু হ'লেও, তাদের প্রশংসা না ক'রে, থাক্‌তে পার্‌ছি না।

আমেদ। বৎস! এরা মার্হাট্টার স্বদেশবাসী—তাদের গুহ্যকথা এঁদের অবিদিত নেই। তুমি, আমি কতটুকু তার পরিচয় পেয়েছি? ইনি অযোধ্যার নবাব—পরম বন্ধুর কাজ ক'র্‌ছেন। ইনি রোহিল্লাধিপতি—এখানে আমাদের পরম হিতৈষী। এই ভারতের যুবরাজ—যাঁর ন্যায্য-অধিকার দস্যুরা কেড়ে নিয়েছে।

তাইমুর। ইনিই ভারতের যুবরাজ?

আমেদ। হাঁ, ইনিই যুবরাজ শা-আলম্—তোমার মাতুল-পুত্র।

তাইমুর। এস ভাই! আজ হ'তে আমরা ভাই ভাই (আলিঙ্গন)

আমেদ। (স্বগতঃ) কি ক'র্‌লেম! উভয়ের এতটা ঘনিষ্ঠতা কোন প্রকারে যুক্তিসিদ্ধ নয়। অভীষ্ট-সাধনে যদি বিঘ্ন হ'য়ে দাঁড়ায়—তাহ'লে যে সর্ব্বনাশ!

(জনৈক গুপ্তচরের প্রবেশ।)

গুপ্তচর। শাহান্‌শা! রোহিল্লাখণ্ড হ'তে যে রসদ আস্‌ছিল, মার্হাট্টা তা লুঠে নিয়েছে। সেই সঙ্গে তিন হাজার রোহিল্লার ধ্বংস হ'য়েছে।

আমেদ। হু, আচ্ছা যাও! (চরের প্রস্থান ও নেপথ্যে কোলাহল।)

ওকি! ওয়ালীখাঁ, শীঘ্র যাও—শীঘ্র যাও—ব্যাপার কি জেনে এস—যাও!

(ওয়ালীখাঁর প্রস্থান ও ক্ষণপরে প্রবেশ।)

ওয়ালী। সৈন্যগণ প্রকৃত-প্রস্তাবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'বার জন্য চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। অনর্থক বলক্ষয়ের তারা পক্ষপাতী নয়।

আমেদ। ওয়ালীখাঁ! সমস্ত সৈন্যকে আমার আদেশ জানিয়ে নিরস্ত হ'তে বল! শীঘ্র যাও! দেখো যেন, কোন অসন্তোষ এসে আফগানের সর্ব্বনাশ না করে। অবিলম্বে বিহিত ক'র্‌ছি।

(ওয়ালীরখাঁর প্রস্থান।)

নজিবুঃ। এরূপ অবস্থায় বলক্ষয় যুক্তি-সঙ্গত নয়। আবদ্ধ-স্থানে যন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে মৃত্যু শতগুণে শ্রেয়ঃ। এ আমাদেরই সর্ব্বনাশ। অচিরে যুদ্ধোদ্যোগ করুন?

আমেদ। নিরাশ হবেন না বন্ধু! কৌশল ক'রে সাবধানে পা ফেল্‌তে হবে। প্রবল বৈরীকে ধ্বংস ক'র্‌তে হ'লে প্রকৃত-শক্তি আহারের অসদ্ভাব ঘটাতে হবে। তারপর, সময় বুঝে আক্রমণ ক'র্‌লে নিশ্চয় বিজয়-লক্ষ্মী আমাদের গলে বিজয়-মাল্য পরিয়ে দেবে। নবাবসাহেব! শিবিরের চারিধারে বড় বড় কাঠের শক্ত বেড়া নির্ম্মাণ ক'র্‌তে হবে। তার সাম্‌নে আপনাদের দুই বৃহৎ সৈন্যদলকে প্রহরায় নিযুক্ত করুন? রহমৎখাঁ, ৫০০০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বহুদূর পর্য্যন্ত ঘুরে বেড়াও! যেখানে সুবিধা পাবে লুঠ কর—মার্হাট্টার রসদ সরবরাহ বন্ধ কর! আমি স্বয়ং রোহিল্লাদেশের পথ পরিষ্কার ক'র্‌ছি। মার্হাট্টা-শক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় না নিয়ে থাক্‌তে পার্‌ছি না। যান্, সকলেই নিজের কাজ করুন!

(আমেদ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

(সৈনিকবেশে দিলবাহারের প্রবেশ।)

আমেদ। এ বেশে কোথায় ?

দিল। যুদ্ধে।

আমেদ। কার সঙ্গে ?

দিল। স্বামীর সঙ্গে—স্বামীর কার্য্যে সাহায্য ক'র্‌তে।

আমেদ। ইস্‌!

দিল। ক্ষতি কি ! ঔষধ প্রস্তুত—আসুন—

(হাত ধরাধরি করিয়া প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

মার্হাট্টা-শিবির।

(অন্তঃপুর।)

[চিন্তমগ্না হীরাবাই আসীনা। সঙ্গিনীগণের ব্যজন।]

হীরা। (স্বগতঃ) তাঁর এ ভাবান্তরের কারণ কি ? কথা কেমন ছাড়্ ছাড়্—সঙ্গ যেন বিরক্তিকর ! বোধ হয়, যেন, কোন রহস্য এর মধ্যে আত্মগোপন ক'রে আছে !

(ধীরাবাইয়ের প্রবেশ।)

ধীরা। কি ভাবছ মা ?

হীরা। কিছুই না মা !

ধীরা। তবে চোক্‌মুখ অমন শুক্‌নো কেন মা ? এখানকার জল-হাওয়া কি তোমার ভাল লাগছে না ? না—কোন অসুখ করেছে কি মা

হীরা। রক্ষা কর মা—ও সব কিছু না—বরং খুব ভালই লেগেছে।

নেপথ্যে গীত।

মুখ তুলে চাহ ওগো, আমারি পানে।
বুক ভরা আশা নিয়ে,　　　　　　　কাতর নয়ন দিয়ে,
আছি যে চাহিয়ে, তোমারি দুয়ার পানে।

ধীরা। আশ্চর্য্য গায়িকা! ভিখারিণী বটে, কিন্তু লাবণ্যছটা সর্ব্বাঙ্গে কুসুমের মত ঢল্-ঢল্ ক'র্ছে। রূপের কিরণ যার চক্ষে না ঝলক মারে তার চক্ষুই নয়।

হীরা। সে মূর্ত্তি দেখ্‌লে ভিখারিণী ব'লে মনেই হয় না। তীক্ষ্ণ চক্ষু-দু'টী নীরবে ছদ্মবেশের আভাষ দিয়ে যায়।

ধীরা। সব তাতেই সন্দেহ তোমার মা, ভিখারিণীর আবার তীক্ষ্ণদৃষ্টি!

হীরা। যদি সে ভিখারিণী মা, কেন তবে নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে না গিয়ে, শিবিরে শিবিরে—বিশেষতঃ, এই বিপ্লব দিনে ঘুরে বেড়ায় কেন? হয় সে শক্রর অনুচরী, নয় তার নিজের স্বার্থ!

ধীরা। কই ত'ার সরলতা-মাখা মুখখানি ত' তার পরিচয় দেওয়া দূরে থাকুক্—ইঙ্গিত পর্য্যন্ত দেয় না।

হীরা। বোধ হয় সে এই শিবিরেই অবস্থান করে। পুরুষের ছদ্মবেশে নারীত্ব আচ্ছাদিত ক'রে রাখে; যা' দিনের আলোকেও পুরুষের চক্ষুকে প্রতারিত করে।

ধীরা। বেশ, সে ত' আমাদেরই দ্বারদেশে—পরীক্ষা ক'র্‌লে জান্‌তে পারা যাবে।

(ইঙ্গিত করায় জনৈকা সঙ্গিণীর প্রস্থান।)

হীরা। এ ভার আমার। হয় সে প্রকৃত ভিখারিণী, নয় শক্রর অনুচরা, কিংবা উদ্‌ভ্রান্ত প্রণয়িণী!

[বীণাহস্তে গাহিতে গাহিতে ভিখারিণী বেশী মেহেরার সঙ্গিণীর সহিত প্রবেশ।]

গীত।

মুখ তুলে চাহ ওগো, আমারি পানে।
বুক-ভরা আশা নিয়ে　　　　কাতর নয়ন দিয়ে,
আছি যে চাহিয়ে, তোমারি দুয়ার পানে।
আকুল পিয়াসে গড়া, হৃদয়-কাঞ্চন-থালে—
এনেছি সাজায়ে ডালা, রাখিতে চরণ-তলে,
ওগো থরে থরে তার　　　　আছে প্রেম-ফুল-হার
মিশিয়া ভকতি চন্দনে।
হবে না কি মায়া　　　　পাব না কি দয়া
খুলিবে না তোমারি দুয়ার ?
নয়নের দেখা,　　　　দেখিব হে সখা!
ভুলি কিছু চাহিব না আর।
ফিরিবগো শুধু নিঃস্ব হইয়া
অর্ঘ্যটী আমার,—চরণে সঁপিয়া
তোমার মহিমা　　　　শুধু গো গাহিয়া
আমার শূন্য কুটীর পানে।

ধীরা। ভিখারিণী! তোমার পরিচয় ?

মেহেরা। ভিখারিণীর আবার পরিচয়! আমি ত রাজা উজিরের মেয়ে নই, যে আমাদের পরিচয়ে একটা বেশ জাঁকজমকের মত কিছু থাকবে।

ধীরা। না—তা—কোথায় থাক ?

মেহেরা। এটা আপনার একটা মস্ত ভুল দেখছি। এত বড় পৃথিবীটা —এতে কত জীবজন্তু বাস করে—আর আমার মত নগণ্যার

স্থান নাই? তবে কেউ রাজ-অট্টালিকায় বাস করে—আর আমি ভিখারিণী—আমার বাস ঐ গাছের তলা।

ধীরা। (সলজ্জে) কিন্তু, ঐ রূপ?

মেহেরা। (সহাস্যে) এ পোড়ারূপ! (স্বগতঃ) যে রূপে দেবতার পূজা হয়না, সে আবার রূপ! (প্রকাশ্যে) শিমূল-ফুল মা-ঠাকৃরুণ!

হীরা। নিশ্চয়ই শত্রুর অনুচরী! তোমায় বন্দী ক'র্‌তে আমরা বাধ্য—আমাদের গুপ্তরহস্য অবগত তুমি।

মেহেরা। (হীরার প্রতি কটাক্ষ করিয়া) রাজা-রাজড়াদের বন্দী ক'র্‌তে পার্‌লে অনেকটা আশা থাক্‌তো—আমি ভিখারিণী—আমায় বন্দী ক'রে—নিরীহের উৎপীড়ন ক'রে—কিছুই লাভের আশা নেই—বরং ভাণ্ডার শূন্য করা। (মৃদুহাসির সহিত কটাক্ষ।)

ধীরা। অদ্ভুত এ রমণী!

হীরা। আজ হ'তে তুমি নজরবন্দী—আমাদের মনে সন্দেহ জাগিয়ে দিয়েছ।

মেহেরা। বন্দী ত ক'র্‌লেন, ফাঁসি দেবেন না? (হাস্য।)

হীরা। হাঁ, ধীরে সুস্থে বিচার ক'রে শাস্তি দেওয়া যাবে তখন; আগে দেখা যাক্, আসামী চোর কি সাধু।

মেহেরা। বটে! (সহাস্যে) কে জানে, ভিক্ষার বদলে শিকল হাতে প'ড়বে! (স্বগতঃ) প্রাণেশ্বর। এ বন্ধন আমার গৌরবের—শান্তির। দিবানিশি তোমার সঙ্গ ছাড়িনি—ছায়ার মত তোমার অনুসরণ করেছি, কিন্তু মনের একটী কথাও ত' মুখ-ফুটে বেরিয়ে এলনা! নয়ন যতই তোমায় দেখে, ততই বিভোর—কিছুতেই স্থির নয়। মনের ভিতর সাগর উথ্‌লে

উঠে,—বুক ফেটে যায়—তবু মুখ ফোটেনা! বিধির এ বিচিত্র সৃষ্টি—কঠিন নারীর প্রাণ!

হীরা। এস বন্দিনী!

মেহেরা। চলুন। (যাইতে যাইতে, স্বগতঃ) একবার তোমার দাসীর দাসী হ'য়ে দেখি প্রাণেশ্বর! তবু তোমায় পাই কিনা।

(হীরা ও মেহেরার প্রস্থান।)

ধীরা। আশ্চর্য্য মেয়ে! [প্রস্থান।]

চতুর্থ দৃশ্য।

পাণিপথ-প্রান্তরের একাংশ।

[দূরে মার্হাট্টার পতাকা উড়িতে দেখা যাইতেছে।]

(আমেদশা ও দিলবাহারের প্রবেশ।)

আমেদ। যাঃ, সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল! কি ক'র্‌লেম—হিতে বিপরীত হয়ে উঠ্‌ল। আমার সুশিক্ষিত সৈন্য, ইব্রাহিমের অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন হ'য়ে কোথায় উড়ে গেল। অদ্ভুত তার সৈন্যচালনা—অদ্ভুত তার শিক্ষা! বিস্ময় রাখ্‌বার স্থান নেই! দিল, ইন্দ্রজালের মত মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার কপালে পরাজয়ের কাল ছাপ মেরে দিয়ে গেল। উঃ! খোদা! আলোকে আন্‌লে যদি, কেন তবে অন্ধকার দেখছি? নিরাশায় বুক-ভেঙে দিওনা প্রভু! নিজের গৌরব নিজে রক্ষা কর—কাফেরের দণ্ড দাও!

দিল। বিজিত হ'য়েছেন ব'লে নিশ্চেষ্ট থাক্‌বেন? চেষ্টা করুন—চেষ্টার অসাধ্য কাজ নেই।

আমেদ। যতদূর দৃষ্টি যায়, তার অধিক দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টিপাত করেছি।

মানুষের যা' সাধ্য—করেছি। চেষ্টার ত ত্রুটী করিনি? কিন্তু এখানে নিস্তেজ!

দিল। চেষ্টা যেখানে নিস্তেজ—কৌশল সেখানে বলবান্।

আমেদ। কৌশল বলবান্ হ'লেও এখানে তার কোন ক্ষমতা নেই দিল! সুদূর কাবুল হ'তে নেমে এসেছি, জাহান্নমে ডুববো ব'লে—নিজের মুখে কালি মাখবো ব'লে! খোদা! এ তোমার চমৎকার বিচার—চূড়ান্ত নিষ্পত্তি! যাদের ন্যায্য সম্পত্তি, আমি দস্যু-বলে কেড়ে নিতে এসেছি, আবার তাদেরই দস্যু ব'লে জগতের কাছে প্রমাণ করিয়ে দিচ্ছি। এত অধর্ম্ম সইবে কেন! কেমন দিল; মন্দ বলেছি কি?

দিল। যদি তাই হয়, তবে আসুন, দুজনে হাত ধরাধরি ক'রে, মাটীর দেহ মাটীতে মিশিয়ে দিই।

নেপথ্যে গীত।

বসে কেন পথের মাঝে,
যাওগো সোজা যাওগো চ'লে।
ওগো তোমার আপন প্রাপ্য,
দেবে ফেলে তোমার কোলে।
দিন দুনিয়ার মালিক যিনি,
নিক্তি ধরে ওজন করে,—
রেখেছেন তিনি।
কেন তবে হতাশ প্রাণে,
চেয়ে থাক আকাশ পানে,
কর্ম্মী সেজে বীরের প্রাণে,—
জয়-পরাজয় ফেল ঠেলে

দিল। ঐ শুনুন, খোদার অভয়-বাণী—আতুরের নিস্তেজ প্রাণকে আশ্বস্ত দিয়ে, সতেজ কর্‌বার জন্য সঙ্গীতের রূপ ধ'রে সবার শিরে ঝ'রে প'ড়্‌ছে। জয়-পরাজয় ঠেলে ফেলে কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মী সেজে জীবনের ব্রত শেষ করুন। ফলাফল খোদার উপর নির্ভর করুন। শক্তি যেখানে হার মেনে মুখ ফিরিয়েছে—কৌশলের গোলা চালাতে হবে সেখানে। ছদ্মবেশের গোলক-ধাঁধায় তাদের চক্ষুকে প্রতারিত করতে হবে। অসতর্ক অবস্থায় আক্রমণ ক'রে তাদের সংহারের অনল-শিখায় ফেলে দিতে হবে। তবেই কার্য্যোদ্ধার।

আমেদ। শ্যেন-পক্ষীর দৃষ্টিকে কে কবে প্রতারণা ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রেছে? আর কেই বা ইচ্ছা ক'রে এ ভার মাথায় তুলে নেবে?

দিল। আমিই নোবো সম্রাট! বিশ্বাস করুন আমাকে! মোগলের ঘরে আমার জন্ম—আবার আফগানের ঘরণী আমি—প্রতিশোধ নিতে অশক্ত হবে না।

(তাইমুরের দ্রুত প্রবেশ।)

তাইমুর। (অন্যমনস্কে মার্হাট্টা রোহিল্লাখণ্ড লুঠ ক'রে ফিরে আস্‌ছে। এই পথে তাদের গতিরোধ ক'রে দাঁড়াতে হবে। দুই দল সৈন্য প্রস্তুত। আফগান-ফৌজদারগণ অগ্রসর হ'য়ে আস্‌ছে বিলম্ব ক'রে সময়ের মূল্য লঘু কর্‌বার আবশ্যক নেই। এইখানে তাদের প্রতিহত ক'রে যেমন ক'রে হোক্ গাজির ছিন্নমুণ্ড চাই-ই-চাই। উঃ। গাজি—গাজি— চক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিতে লাগিল।) নারী-হন্তারক—নর-শয়তান—তোর রক্ত চাই! ওহো—গোলেন্দু,—গোলেন্দু!—প্রাণাধিকে!—দাঁড়াও—যাচ্ছি। হত্যার

প্রতিশোধ নিয়ে গাজির তপ্ত-রক্তে তোমার তৃপ্তিসাধন ক'রে. তোমার কাছে যাচ্ছি দাঁড়াও দাঁড়াও.—একটু দাঁড়াও — আগে—তার হাড়গুলো চিবিয়ে ভাঙি—' ক্রোধে দন্তঘর্ষণ করিতে করিতে ক্ষীপ্তের ন্যায় প্রস্থান।)

আমেদ। পুত্র—পুত্র ! এ যে উন্মাদের লক্ষণ ! দাঁড়াও—স্থির হও—

(প্রস্থানোদ্যত।)

দিল। রহস্যের মর্ম্ম আমার মর্ম্মে পশেছে। গাজির অস্ত্রে পুত্রবধূর মৃত্যু—শোকে পুত্র ম্রিয়মাণ—চলুন সম্রাট। হৃদয়ের ক্ষোভ মিটাই—প্রতিশোধ নিতে কৌশল-জাল বিস্তার করি।

আমেদ। ওহো, বীরপুত্র তাই হতজ্ঞান—উন্মাদ—মুহ্যমান। চল চল, তাই চল—শক্তি-ক্ষয় না ক'রে কৌশলে শত্রু ক্ষয় করি—(উভয়ের প্রস্থান ও অন্যদিক দিয়া পছন্দখাঁর প্রবেশ।)

পছন্দ। আগে ছিলেম ফকির—এখন হয়েছি সৈনিক। তবুও কোন কাজ ক'র্‌তে পার্‌লেম না। মা। মা। অকৃতি-সন্তানকে ক্ষমা করিস্ মা ! অবাধ্য-সন্তান দু'টোকে নিজের হাতে মিলিয়ে দে মা। তুই না দিলে আর যে তারা মিলবে না—চিরদিনের জন্য বিভিন্নই থেকে যাবে।

(দেবলের প্রবেশ।)

দেবল। শুধু সৈনিক ? কখন সন্ন্যাসী, কখন গৃহী, কখন পাগল, আবার কখন দূত। বহুরূপ-সংসারে বহুরূপী সেজেও স্রোত ফেরাতে পার্‌লেম না—সেই বিভিন্নমুখীই রয়ে গেল। বল্‌তে পার কাদের জন্য ? ধর্ম্মের গোঁড়ামী অস্থি-মজ্জায় মিশে আছে কাদের বেশী ?

পছন্দ। কি বল্‌ছ ভাই !

দেবল। বল্‌ছি ভাই, যা ঘটেছে। নিজের চক্ষে না দেখ্‌লে বিশ্বাস আমার বেঁকে বস্‌তো না।

পছন্দ। অবোধের দোষ ক্ষমা কর ভাই? জান'তো আমরা ভাই-ভাই। তবে কোথায় এক নির্ব্বোধের আচরণ দেখে বিস্মৃতির আবরণে চাপা দিচ্ছ কেন?

দেবল। না, চাপা দেবো কেন? ভাই হ'য়ে ভায়ের ব্যবহারে. প্রাণে বড় আঘাত লেগেছে—পাপিষ্ঠ –মায়ের উপর হাত তুলেছে!

পছন্দ। তবে এস ভাই! জোর ক'রে তাকে মায়ের চরণ-তলে চেপে ধরি। চরণ-স্পর্শে হয়ত' তার কঠিন—নিরস প্রাণ. তরল হ'য়ে ভক্তির উজানে ব'য়ে যাবে।

দেবল। সবই ত ক'র্‌ছ। তাইমুরকে তার বাপের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছ!

পছন্দ। গাজির অস্ত্রে গোলেন্দুর মৃত্যু—তাইমুরের মস্তিষ্ক-বিচলিত—এই স্তব্ধের মত স্থির হ'য়ে কি ভাব্‌ছে, পরক্ষণেই উন্মাদের মত কোথায় ছুটে চলেছে।

দেবল। তাইত! (ক্ষণপরে) তবে এস ভাই, মিলনে কাজ নাই। পরস্পরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিই—মাতিয়ে দিই। একের অভাব যখন অন্যের বুকে শূলের মত বেজে উঠ্‌বে—হিন্দু-মুসলমানের মিলন যদি হয়—তখন হ'বে।

পছন্দ। তবে তাই হোক্— [উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

(সসৈন্যে ইব্রাহিমের প্রবেশ।)

ইব্রাহিম। বীরগণ! তোমাদের অমিত-বিক্রমে একদল শত্রুর ফৌজ পাণিপথের ধূলির সঙ্গে মিশে গেছে। আবার একদল এসেছে। নবীন-তেজে নবীন-প্রাণে, উজ্জীবিত হ'য়ে আক্রমণ কর! দেখিয়ে দাও যে, মার্হাট্টা আজও জীবিত

আছে। আফগানেরা যুদ্ধ ক'র্‌তে জানে বটে, কিন্তু মার্হাট্টার হাত দুর্ব্বল নয়! দেখো, ভাই সব. ধৈর্য্য ধ'রে যুদ্ধ কর্‌লে, জয় যেচে এসে বরণ করে। ঐ দেখ, মার্হাট্টার পতাকায় তার আবির্ভাব হয়েছে—দিগন্তে প্রচার ক'র্‌ছে। দেখো ভাই সব! জয়ী হ'য়েছ ব'লে গর্ব্বিত হয়োনা—বিলাসে গা ঢেলে দিওনা—সর্ব্বদা প্রস্তুত থাক। আকস্মিক-বিপদকে আবর্জ্জনার মত ঠেলে দূরে ফেল্‌তে হবে। দেখো যেন ভয় পেওনা—এ তোমাদের দেশ—পালাবার স্থান নাই। আফগানের জয়ে মার্হাট্টার সর্ব্বনাশ! বাইরে যাবার এইমাত্র পথ। এই পথে রোহিল্লারা আফগানের আহার যোগায়। এই পথের বলে আফগান বলীয়ান। এই পথে পাহাড়ের মত শক্ত হয়ে, শত্রুর গতিরোধ ক'রে দাঁড়াতে হবে। পেছু হট্‌লে, লক্ষ লক্ষ মার্হাট্টার জীবন সংশয়াপন্ন হবে—খুব সাবধান। (নেপথ্যে "আল্লা-হ্লা-হো") ঐ শোন, তারা আস্‌ছে—এস—অগ্রসর হও!

(সন্ন্যাসী বেশে দিলবাহারের দ্রুত প্রবেশ।)

দিল। মহারাষ্ট্রের জয় হোক্! বাবা, বড় বিপদ-গ্রস্ত আমি—যদি একটু সাহায্য কর—সন্ন্যাসীর মেয়েকে উদ্ধার কর—দোহাই বাবা।

ইব্রাহিম। কি হয়েছে আপনার?

দিল। সর্ব্বনাশ বাবা, সর্ব্বনাশ! পুণায় পেশোয়ার কাছে যাচ্ছিলাম—সঙ্গে ছিল এক পরমাসুন্দরী কন্যা—ইচ্ছা—পেশোয়ার করে সমপর্ণ ক'রে ধর্ম্ম-চিন্তায় মন দোবো। পথি-মধ্যে বিড়ম্বনা—দস্যু বাবা, দস্যু—মুসলমানের মত পোষাক। এই হতভাগ্য পিতার কোল থেকে ছিনিয়ে

নিয়ে, এইমাত্র গেল। এখনো বেশী দূরে যেতে পারেনি — ঐ তাদের কোলাহল শুনতে পাওয়া যাচ্ছে—যদি সাহায্য কর বাবা!

ইব্রাহিম। কত দূরে গেছে?

দিল। বেশী দূরে নয় বাবা! ঐ বনটার কাছে সবে গেছে তারা— বোধ হয় এখনো বনের ভিতরেই আছে। যদি বাবা উদ্ধার কর—বীর তোমরা—হিন্দু তোমরা। বিপদ-গ্রস্ত আমি—সাহায্য-প্রার্থী আমি—আমায় বিমুখ ক'রোনা— মা—মা! কোথায় আছিস্ মা! আমায় ফেলে কোথায় গেলি মা! [ক্রন্দন।

ইব্রাহিম! কি ভাবছ' বন্ধুগণ! বিপন্ন-ব্রাহ্মণ সাহায্য-প্রার্থী। হিন্দু তোমরা, গো-ব্রাহ্মণ রক্ষা তোমাদের ব্রত। আজ কি সে ব্রত বিস্মৃত হবে—হিন্দু হ'য়ে হিন্দুর অপমান নিঃশব্দে দেখ্‌বে?

সৈন্যগণ। কখনই না—আমরা প্রস্তুত।

ইব্রাহিম। তবে অগ্রসর হও—পাপীর দণ্ড দাও—চল ব্রাহ্মণ!

দিল। এস বাবা! (যাইতে যাইতে স্বগতঃ) ওষুধ ধবেছে।

(সকলের প্রস্থান ও সসৈন্যে তাইমুরের পুনঃ প্রবেশ।)

তাইমুর। ঐ দেখ, অদূরে মার্হাট্টা-পতাকা আফগানের সম্মুখে সগর্ব্বে মাথা উঁচু ক'রে রয়েছে। উপহাস ক'রে বলছে—"আফগান কাপুরুষ, আফগান কাপুরুষ।" (নেপথ্যে কোলাহল) ঐ বুঝি আসছে তারা—শীঘ্র চল, বনের আড়াল থেকে অতর্কিত-ভাবে আক্রমণ ক'রতে হবে। [গমনোদ্যত।

(পছন্দ খাঁর পুনঃ প্রবেশ।)

পছন্দ। কোথায় চলেছ তাইমুর, উন্মত্ত হ'য়ে কাদের সঙ্গে লড়তে চলেছ? মনে পড়ে মার্হাট্টাকে?

তাইমুর । মার্হাট্টা, শত্রু—না, না, মিত্র—না—হাঁা—শত্রুই ত বটে—

পছন্দ । কাদের দেওয়া জীবন এখনো দেহটা তোমার সচল রেখেছে ? মনে পড়ে—না কালের স্রোতে সব ভুলেছ বেইমান ?

তাইমুর । না, এখনো ভুলিনি ; কিন্তু প্রতিহিংসা শীঘ্রই ভুলিয়ে দেবে । প্রতিহিংসা—শুধু প্রতিহিংসা—গাজির ছিন্ন মুণ্ড চাই-ই—

নেঃ ইব্রাহিম । সমস্তই বেইমানি, সমস্তই শয়তানি ! সৈন্যগণ ! ভীত হ'য়োনা—পালিও না—শয়তানের সমুচিত দণ্ড দাও—মারতে মারতে মর—অক্ষয় কীর্ত্তি রাখ ।

তাইমুর । ঐ—ঐ শত্রু—আক্রমণ কর—ধ্বংস কর !

পছন্দ । কই শত্রু ? ও না ইব্রাহিম । যে তোমাকে হাতে পেয়েও দয়া করে তোমাকে মুক্তিদান করেছিল ।

তাইমুর । দয়া, দয়া ! এক তিলার্দ্ধ দয়া তাইমুরের হৃদয়ে নেই । সমস্ত জমাট বেঁধে হিংসায় পরিণত হয়েছে ।

পছন্দ । তবে পশুতে আর তোমাতে প্রভেদ কি ?

তাইমুর । বোধ হয়, কিছুই নাই । হা—হা—একটা লেজের অভাব বটে—হাঃ—হাঃ—হাঃ—বিকট হাস্য । চলে এস সৈন্যগণ !

[গমনোদ্যত ।

(গাজিউদ্দিনের প্রবেশ ।)

গাজি । (বাধা দিয়া) কোথায় যাবে শয়তানের বাচ্চা । আপাততঃ মৃত্যুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড় !

তাইমুর । দুষমন—নারী হন্তারক—মার্ মার্—(যুদ্ধ)

(মহাদেবজীর প্রবেশ ।)

মহাদেবজি । ঐ পুত্র হন্তার পুত্র ! এইবার প্রতিশোধ নিই, পুত্র-শোক কি বস্তু, আমেদকে দেখিয়ে দিই । এত দিন ধ'রে যার

সুযোগ প্রতীক্ষা ক'রে আস্‌ছি—আজ তা সম্মুখে—হেলায় হারাব' না। [যুদ্ধে যোগদান।

তাইমুর। চারিদিকে শত্রু—পালিয়োনা—পালিয়ো না—নারী-হত্যার প্রতিশোধ নাও—মর্‌তে মর্‌তে মার!

(যুদ্ধ করিতে করিতে ইব্রাহিম ও আমেদশার প্রবেশ।)

ইব্রাহিম। বেইমানি—বেইমানি—সৈন্যগণ! প্রতিশোধ নাও!

আমেদ। আবশ্যক হলে এরও প্রয়োজন। (যুদ্ধ)

[মলহররাও, সদাশিবরাও, বিশ্বাসরাও ও পিলাজীরাও প্রভৃতির প্রবেশ।]

সদাশিব। মার্ মার্—শত্রু ধ্বংস কর—মার্হাট্টার শত্রু—দেশের শত্রু—শত্রুর ধ্বংস কর! [যুদ্ধে যোগদান।

[সহসা ওয়ালী খাঁ ও রহমৎ খাঁ প্রভৃতির প্রবেশ ও আক্রমণ। ক্ষণকাল যুদ্ধের পর মার্হাট্টারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইয়া গেলেন। গাজিউদ্দিন ও ইব্রাহিম বন্দী হইলেন। তাইমুর আহত হইয়াছিলেন—পড়িয়া গেলেন।]

আমেদ। তাইমুর—তাইমুর—পুত্র আমার—

তাইমুর। পিতা, উন্মাদ—হবেন না—এ মৃত্যু—বীরের—বাঞ্ছনায়।—উঃ!—বড়—পিপাসা—জল—এ—ক—টু—জ—ল—

আমেদ। কে আছিস্?—একটু জল—আমার সমস্ত রাজত্বের বিনিময়ে—একটু জল—

[জল লইয়া দিলবাহারের দ্রুত প্রবেশ।]

দিল। (তাইমুরের মুখে জল দিয়া) তাইমুর।

তাইমুর। আঃ,—গো—লে—নু, যা—চ্ছি, প্রি—য়—ত—ম—(মৃত্যু)

দিল। সব শেষ!—

আমেদ। তাইমুর—তাইমুর— [অবসন্ন ভাবে বসিয়া পড়ন।

ওয়ালী। সাজাদা—সাজাদা!—কি ক'র্‌বো—? পরালেম না—পারলেম না!— [বক্ষে করাঘাত।

রহমৎ। সুলতান আমার—বান্দা আর কিসের আশায় বেঁচে থাক্‌বে!— [চক্ষু আবৃত করন।

পছন্দ। খোদার জিনিষ খোদাই নিয়েছেন। দুঃখ ক'র্‌লে আর কি হবে? চলুন, শেষ কাজতো ক'র্‌তে হবে।

আমেদ। ওঃ!—

[তাইমুরকে লইয়া সকলের প্রস্থান।]

পঞ্চম দৃশ্য।

শিবিরান্তঃপুরের সম্মুখ।

(হীরাবাই ও মেহেরা।)

হীরা। এ আপনার অদ্ভুত খেয়াল নবাব-পুত্রী! জানি না, ভগবান এ প্রস্তাব অনুমোদন ক'র্‌বেন কিনা?

মেহেরা। হিন্দু-কুল-তিলক বাপ্পারাও, যবন-কন্যার পাণি-পীড়ন করেছিলেন—শত্রু-কন্যাকে সহধর্ম্মিনীর পদ দিয়েছিলেন।

হীরা। যদি তাই হয়—বড় ভাগ্যবতী আপনি। কিন্তু, এও মনে রাখ্‌বেন, যে নারী উপযাচক হ'য়ে পুরুষকে ভালবাসে, তার পরিণাম বড় শোচনীয়! সমাজ তাকে প্রগল্‌ভা ব'লে টিট্‌কারী দেয়—ভালবাসার পাত্রই তার পৃষ্ঠে লাঞ্ছনার তীব্র কশাঘাত ক'রে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চ'লে যায়। বিশেষতঃ শত্রুকন্যা—তায় বিধর্ম্মী।

মেহেরা। একই ঈশ্বরের একই হাতে কি হিন্দু-মুসলমানের মাপ-কাঠির সামঞ্জস্য হয়নি? তাঁরই সৃষ্ট একই পৃথিবীতে কি পাঠান নি? জাতির তারতম্য যদি তিনি বিবেচনা ক'র্‌তেন,

তা'হলে এক একটি জাতির জন্য এক একটি পৃথিবী সৃষ্টি ক'র্‌তেন। তাঁর কাছে যখন জাতির বিচার নেই—সকলেই সমান; তখন আমরা কেন কুসংস্কারের গুরুভার পাষাণ বুকের উপর চাপিয়ে যাতনায় হাত পা আছ্‌ড়াতে থাকি? আর শত্রু-কন্যা—পিতা শত্রু ব'লে কি তাঁরই কন্যা শত্রু হবে?

হীরা। সে বিচার ক'র্‌ছি না আমি। (স্বগতঃ) বোধ হয়, এঁরই জন্য স্বামী আমার এমন উন্মনা! (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, আপনাকে আমি মনের মত সাজিয়ে দিই—রূপের বাতি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠুক্‌—পতঙ্গ যদি পড়ে। (মৃদু হাসিয়া) দেখ্‌বেন যেন, সপত্নী ব'লে হিংসাকে আঁক্‌ড়ে ধর্‌বেন না—(উভয়ের হাস্য) এখন হ'তে আমার মতে আপনার চ'ল্‌তে হবে। আসুন! [উভয়ের প্রস্থান।

[ধীরাবাইএর প্রবেশ।]

ধীরা। নাঃ! মেয়েটার সবটায় কেমন বাড়াবাড়ি বাপু। নাওয়া-খাওয়া চুলোর দোরে গেল—কেবল ফুস্‌ফুস্‌-গুজগুজ—সময় নেই, অসময় নেই—এ কিরে বাপু? কথা যেন আর ফুরায় না! কোথাকার কে তোর যে, তোর এত মাথাব্যথা প'ড়ে গেছে। কি জাতের মেয়ে তার ঠিক নেই—ভিক্ষা ক'রে খায়—তার সঙ্গে তোর কেন এত মাখামাখি। তুই মহামান্য পেশোয়ার জ্যেষ্ঠপুত্রবধূ। আজ বাদে কাল তুই ভারত-সাম্রাজ্ঞী হ'বি, তোর এসব সাজে? বীরপত্নী তুই,—স্বামি তোর দেশ-জননীর পদে আত্ম-নিবেদিত-প্রাণ—কোথায় তা'র সহায় হ'বি—তা' না—[জনৈকা দাসির প্রবেশ।

দাসি। একজন সৈনিক, এই পত্রখানি দিয়ে গেল মা!

ধীরা। দাও—দেখি—(পত্র গ্রহণ ও পঠন) হুঁ,—আচ্ছা যাও!

[দাসীর প্রস্থান।

ধীরা। এমন অসময়ে! তবে কি যুদ্ধে—পরাজয়—

(যোদ্ধৃবেশে রক্তাক্ত-কলেবরে সদাশিবের প্রবেশ।)

সদাশিব। শবদেহে প্রাণ-সঞ্চার ক'রে—জড়ত্বটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দাও। উৎসাহের বিদ্যুৎ খেলিয়ে দিয়ে, নিরুৎসাহের অন্ধকার দূর ক'রে দাও! আবার মার্হাট্টা অবসন্ন—নিস্তেজ দেহটাকে সতেজ বর্ম্মে আবরিত ক'রে মেতে উঠুক—প্রত্যেক রক্ত-বিন্দুতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটুক?

ধীরা। একি দেখ্‌ছি?

সদাশিব। আবশ্যক হ'য়েছে। চারিদিকে প্রবঞ্চনা-বহ্নি দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠেছে। এখনও অনেক কাজ বাকি। শ্রান্ত-ক্লান্ত-পিপাসিত আমি—আহার্য্য দিয়ে সময়ের সদ্ব্যবহার কর—সেবার কোমল-হস্তে, ক্ষতমুখে স্বস্তি ঢেলে দাও।

ধীরা। আসুন!

[সদাশিবের হস্তধারণ পূর্ব্বক প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

[হীরাবাইয়ের শিবির পার্শ্বেই বিশ্বাস রাওয়ের বিশ্রাম-শিবির।]

(করতলে মস্তক রক্ষা পূর্ব্বক বিশ্বাসরাও আসীন।)

বিশ্বাস। কি কুক্ষণে পিতৃব্য আত্মমদে মত্ত হ'য়ে সূর্য্যমল্লকে বিদায় দিলেন। না চাইলেন ভবিষ্যত পানে—না বুঝ্‌লেন হিতাহিত—

[হীরার সঙ্গিণীগণের প্রবেশ।]

গীত।

শুধু, তোমারি আশে, রয়েছি বসে, সারাটী রজনী জাগিয়া।
শুধু, তোমারি তরে, তোমারি ঘরে, তব পথ পানে চাহিয়া॥
ওগো আরাধ্য দেবতা,
তোমারি তরে দেখ আসন পাতা,
হয়ো গো সদয় নিদয় হয়ো না,
করুণা-কণা-দানে কৃপণতা সেধনা,
করহ পূর্ণ— করহ ধন্য—
তোমারি চরণ পরশ দিয়া।
দেবতা ওগো তোমারে,
কত ডেকেছি মোরা কাতর স্বরে,
দেছ বুঝি সাড়া, পাই নাই মোরা,
তাই কি হয়েছে রোষ ;—
পূজার সময় যায় গো বহিয়ে,
সাজান পূজার ডালা, রয়েছে পড়িয়ে,
অভিমান ভুলি, হের আঁখি তুলি,
হ'য়ে থাকে যদি, দাসিদের ত্রুটী,
ক্ষম নিজগুণে—অবলা ভাবিয়া।

বিশ্বাস। তোমরা এখন যাও—আমায় একা থাক্‌তে দাও—অনেক বিষয় আমার ভাব্‌বার আছে।

[হীরার সঙ্গিনীগণের প্রস্থান।

অদ্ভুত বিচিত্রময়—প্রহেলিকাময় এই নারীর জীবন। প্রতিহিংসানলে যখন উদ্দীপ্ত হয়—অবলার দুর্ব্বল-হৃদয়ের ক্ষুদ্র-শক্তি তখন চারিদিকে বারুদের মত ছড়িয়ে প'ড়ে জ্বালিয়ে দেয়। নিজেও মজবে, পরকেও মজাবে!—কে

এই বালক? সর্ব্বদা আমারই সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়—কি উদ্দেশ্য তার?—তবে কি কোন ছদ্মবেশী নারী?—তবে কি অযোধ্যা-রাজ-নন্দিনী মেহেরা?—সম্ভব হয়না—অসম্ভব বা কি! সে যদি—তবে কেন এতদিন তার আকুল-কণ্ঠ চেপে রাখ্‌লে—তার গোপন-ব্যথার দ্বার মুক্ত ক'র্‌লে না? তবে কি সে সুযোগ পায়নি? যথেষ্ট পেয়েছে। কতবার, কত নির্জ্জন প্রান্তরে, দুজনেই বেড়িয়েছি—কই—তবু ত পরিচয় দিলে না! কি জান্‌বে মেহেরা, তোমায় কত ভালবাসি! যেদিন প্রথম চখোচোখি হ'ল—নীরব ভাষায় আদান প্রদান হয়ে গেল—সেইদিন থেকে আমার স্বাধীনতা লুপ্ত হল! জানি, তোমায় কখনও পাবনা—কখনও দেখ্‌তেও পাবনা। তবু স্মৃতি আমার, তোমার প্রতিমাখানি ভাসিয়ে তোলে—কল্পনা তার মোহন তুলি স্পর্শে সজীব ক'রে দেয়। আমার বড় সাধ—তোমারই ধ্যানে—তোমারই গানে ডুবে যেতে—কিন্তু এক স্বার্থপর নারী সে আশায়, সে ভরসায়, নৈরাশ্য মিশিয়ে দিচ্ছে। বড় স্বার্থপর এই নারীজাতি! সকলেই নিজের কাজগুলো গুছিয়ে নিতে ছোটে—

[একখানি পর্দ্দা সরাইয়া হীরাবাইএর প্রবেশ।]

হীরা। একজনের ভুলে, সকলের অপরাধ হ'তে পারে না স্বামি! এ ধারণা—কল্পনা মাত্র।

বিশ্বাস। (চকিতভাবে) কি বলছ?

হীরা। একটি ভিক্ষা।

বিশ্বাস। ভিক্ষা!

হীরা। আশ্চর্য্যের কোন কারণ নেই।

বিশ্বাস। ওঃ! তা বটে—

হীরা। আজ থাক, আপনার মন বড় খারাপ।

বিশ্বাস। বিশেষ কিছু নয়।

হীরা। আজ আমি একটি অমূল্যরত্ন কুড়িয়ে পেয়েছি— কি অভূত পূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের রশ্মি তার সর্ব্বাঙ্গে বিকীর্ণ হচ্ছে।

বিশ্বাস। কুড়িয়ে পেয়েছ! কই দেখি?

[হীরাবাই সম্মুখের পর্দ্দাখানি সরাইলেন; দেখা গেল, সুসজ্জিতা মেহেরা একখানি রত্নাসনে বসিয়া, হাতে একগাছি গোলাপের মালা; বিশ্বাস মুগ্ধনেত্রে দেখিতে লাগিলেন।]

বিশ্বাস। মরি মরি, এযে নন্দনের পারিজাত—মর্ত্তের গোলাপ-সম্ভার। কি সুন্দর—কি মনমোহকর! এযে সৌন্দর্য্যের খনি—উষার রাণী—ধ্যানে গঠিত কাঞ্চন-প্রতিমা! এ রূপে নেত্র তৃপ্ত—মন মুগ্ধ—

[হীরার ইঙ্গিতে বিশ্বাসের পদতলে মেহেরার জানু পাতিযা উপবেশন।]

বিশ্বাস। একি! রহস্যের মাঝখানে মাটির পুঁতুল যেন আমি। কোন কুহকিনীর কুহকে আমার অস্তিত্ব—আমার কার্য্য পর্য্যন্ত ভুলেছি। বাহাদুরী রমণী সৌন্দর্য্যের—বাহাদুর তার স্রষ্টা যিনি—

মেহেরা। স্বামী—

বিশ্বাস। কে তুমি নারী?

মেহেরা। অযোধ্যা-রাজ-নন্দিনী—

বিশ্বাস। অযোধ্যা-রাজ-নন্দিনী!—সুজাদ্দৌল্লার কন্যা, মেহেরা, তুমি!—এখানে?

মেহেরা। চরণ-প্রান্তে একটু স্থান—

বিশ্বাস। (স্বগতঃ) ধীরে, হৃদয় ধীরে—আকাঙ্ক্ষার বস্তুকে পেয়ে

অসংযত হয়োনা। পরীক্ষার কষ্টি-পাথরে যাচাই করে দেখ, রাং কি সোনা। (প্রকাশ্যে) অসম্ভব -

হীরা। (স্বগতঃ) একি ভাবান্তর! (প্রকাশ্যে) কি অসম্ভব স্বামি?

বিশ্বাস। (স্বগতঃ) মেহেরা, আমার সম্মান বুঝে চল্‌তে পার্‌লেনা—এমনি হাল্‌কা প্রাণ তোমার—ধিক্! (প্রকাশ্যে) যা হবার নয়, তার জন্য অনুরোধ করে বাতুল-নাম কেন্‌বার প্রয়াস ক'রোনা। বিশেষ যবন-কন্যা শত্রু-কন্যা—হাঃ হাঃ—যবনী আবার হিন্দুকে ভালবাসে—অসম্ভব!—(হীরাবাইয়ের প্রতি ভ্রূকুটী করিয়া) আর তুমিই বা আমায় ভাব্‌লে কি? ছি-ছি—　　[অবজ্ঞাভরে প্রস্থান।

মেহেরা। আর কেন মন মিছে, ভ্রান্তপথে ঘুরে বেড়াও? উঃ!—কি অপমানের তীব্র-আঘাত বুকের মাঝখানে বসিয়ে দিয়ে গেল। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ! মুসলমানী জানে, কেমন ক'রে প্রতিশোধ নিতে হয়! না-না—ভুল্‌লে চল্‌বে না—প্রেম—খোদার দান—পরম পবিত্র—কাম-পূতিগন্ধহীন—লালসার তীব্র জ্বালাশূন্য। যারে ভালবেসেছি—যার পায়ে সর্ব্বস্ব দিয়ে ভিখারিণী সেজেছি—তারই জন্য এ জীবন উৎসর্গ ক'র্‌বো। আবার বালকবেশে আরাধ্য-দেবতার পশ্চাৎ অনুসরণ ক'র্‌বো—নয়নভ'রে সে রূপ দেখ্‌বো; যখন অসহ্য হবে, দুই হাতে বুক চেপে ধ'র্‌বো। বামনের চাঁদের আশা অতি-লোভনীয়!　　[তীরবেগে প্রস্থান।

হীরা। নবাব-পুত্রি! ধন্য তুমি! আর ধন্য তোমার ভালবাসা—

[ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

মন্ত্রণাগার।

[সদাশিব, বিশ্বাস, মলহর, মহাদেবজী, পিলাজী, দেবল ও মেহেরা প্রভৃতি।]

সদা। বন্ধুগণ! নিরাশকে ডেকে এনে হৃদয়ের বল লঘু ক'রনা। দৈব-দুর্বিপাকে আজ আমরা বিজিত বটে, কিন্তু, এতাবৎ-কাল, আমরাই জয়লাভ ক'রে এসেছি। একদিনের পরাজয়ে নিরুদ্যম হ'য়োনা। বজ্রমুষ্টিতে ধৈর্য্যকে আঁকড়ে ধর—হৃদয়ের সমস্ত শক্তি একত্র কর - কামানের জ্বলন্ত গোলার মত শত্রুর উপর গিয়ে পড়!

মলহর। সূর্য্যমল্লকে ওভাবে বিদায় দেওয়া, আমাদের উচিত হয়নি। এই রাষ্ট্র-বিপ্লবের দিনে, নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য-রাক্ষসীকে জাগিয়ে দিয়ে, ক্ষমতার অনেক অপব্যয় করা হ'য়েছে। আজ যদি সে থাক্‌তো, তা হ'লে আমাদের কত আশা—কত ভরসা—

সদা। মানব-জীবনে কত ভুল আছে। একটি ভুলের জন্য অনেক-খানি অনুতাপ জেগে উঠেছে—তবুও কি তার প্রায়শ্চিত্ত হয়নি? আমার অপরাধের শাস্তি দিয়ে, যদি সুখী হ'তে পার্ত্ত সে—তা কেন ক'র্‌লে না? আর স্বদেশের চেয়ে কি তার নিজের সম্মানটাই বড় হোল? এ শুধু মার্হাট্টার স্বার্থ নয়—এর সঙ্গে সমগ্র ভারতের স্বার্থ বিজড়িত।

মহা। নিশ্চয়ই—

বিশ্বাস। আমার বোধ হয়, প্রতারণার সাহায্যে আফগান, মার্হাট্টাকে পরাজিত ক'রেছে।

সদা। প্রতারণা! চতুর্দ্দিকে প্রতারণা! অগ্রসর হও—প্রতারণার

দণ্ড দাও—ইব্রাহিম, গাজিউদ্দিনকে উদ্ধার কর! যে পার্‌বে—আশাতীত পুরস্কার দোব' তাকে—

[সকলে মস্তক অবনত করিলেন।]

বিশ্বাস। উত্তম!—আমিই যাব।

সদা। সে বিপদ-সঙ্কুল-পথে কিছুতে তোমাকে ছেড়ে দে'ব না। যাক্ ইব্রাহিম—যাক্ গাজিউদ্দিন—আমাদের ভবিষ্যৎ ধ্রুব-তারা তুমি—কিছুতে তোমাকে ছাড়্‌ব না!

মেহেরা। (অগ্রসর হইয়া) আদেশ করুন সেনাপতি—আমিই যাব! একাকী কার্য্যোদ্ধার করবো—এতটুকু সাহায্য চাই না।

সদা। কি বল্‌ছ বালক? তুমি কি উন্মাদ? মহা-মহা-বীরগণের যেখানে যেতে হৃৎকম্প হয়—মৃত্যু যেখানে তার করাল কৃপাণ উন্মুক্ত ক'রে, নর-শোণিত-পিপাসায় পরিভ্রমণ ক'র্‌ছে—সেই ভয়ঙ্কর ভয়াবহস্থানে যেতে তুমি অনুমতি চাচ্ছ?

মেহেরা। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। পৃথিবীতে আমার আপন বল্‌তে কেউ নাই যে আমার জন্য অশ্রু-বিসর্জ্জন ক'র্‌বে এখন আদেশ করুন—আমি যাই।

সদা। কিন্তু তুমি মুসলমান—বিশ্বাস-ঘাতকতা তোমাদের ব্যবসা।

মেহেরা। হ'তে পারে! কিন্তু যারা দেশের জন্য ছুটে আসে—তাদের অঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতার দন্তস্ফুট হয় না।

সদা। কিন্তু খুব সাবধান—

মেহেরা। ক্ষমতা যেখানে সঙ্কুচিত হয়—বুদ্ধি সেখানে জয়লাভ করে।

সদা। উত্তম! তোমার ভাবভঙ্গী দেখে বোধ হচ্ছে, তুমিই সফল-কাম হবে।

মেহেরা। (স্বগতঃ) এইবার দেখ্‌বো বিশ্বাস, কতদূরে সরে যাও তুমি! [প্রস্থান।]

সকলে। ধন্য সাহস!

সদা। আমি স্বয়ং, বালকের মুখে বীরত্বের খেলা লক্ষ্য করেছি। তার স্বদেশ-প্রীতি আমায় আশ্চর্য্য করেছে। যান সবে— ঐ বালকের মত পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখুন! আর, দেবল, তুমি পুণায় যাও। শস্ত্র-অর্থ-সৈন্য সংগ্রহ ক'রে, যতশীঘ্র পার, ফিরে এস—এই পত্র নাও, পেশোয়ার হাতে দিও?

দেবল। যে আজ্ঞে—　　　　[সকলের প্রস্থান।]

অষ্টম দৃশ্য।

পুণা-প্রাসাদ-কক্ষ।

[পালঙ্কোপরি অর্দ্ধশায়িত রাঘব—পার্শ্বে চাটুকার।]

চাটু। আপনার মত লোক পেশোয়ার সিংহাসনে না বস্‌লে কি শোভা পায়?

রাঘব। তাত বটেই—কিন্তু আমেদ-শার কোন খবর পেলে?

চাটু। তাঁরই একজন দূতের, আজ আমাদের সঙ্গে, সাক্ষাৎ কর্‌বার কথা।

রাঘব। কখন্?

চাটু। রজনী দ্বিপ্রহরে?

রাঘব। বেশ! খুব সাবধানে তাকে নিয়ে এস'!

চাটু। নিশ্চয়!

রাঘব। দেখ' যেন—

চাটু। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। আর দেখুন—(চারিদিকে চাহিয়া) আপনার দাদা বৃদ্ধ—খুব সম্ভব—তাঁর পরেই আপনি—

রাঘব। খুব সাহসের সহিত অগ্রসর হ'তে হবে না?

চাটু। নিশ্চয়ই!—নতুবা মার্হাট্টারা বিজয়ী হ'লে, বিশ্বাসই ভারতের সিংহাসনে—

রাঘব। না—না, তাকি হ'তে পারে—আমিই—

চাটু। তাকি হ'তে পারে!—আপনিই—

রাঘব। ব্যস্! স্ফূর্ত্তি কর—নাচ—গাও—

চাটু। এই—এইবার রাজা-রাজ্ড়াদের মত প্রকাণ্ড বুদ্ধির পরিচয় দিলেন। তাইত বলি!—ও পরীর ছানারা—! (অঙ্গ ভঙ্গী-সহকারে) একবার কটিটী দুলিয়ে—গ্রীবাটি হেলিয়ে—বাঁকা শ্যামের মত—এই ঝুপ্ করে এসে পড়তো বাবা!—নুপুরের রুণু ঝুণুতে—(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ) এই যে চাঁদেরা! এই এস, বাবাঠাকরুণ্রা, এস—নাও—ধর দেখিন্ মণি।

গীত।

এ নব যৌবনে।
লাজ-মান-কুল রাখা দায়—
রতিপতির পঞ্চবাণে।
ধর ধর বঁধু! হৃদয়োপর'
জর জর অন্তর, কম্পিত কলেবর,
আবেশ নয়নে, উদাস চাহনি,
শিহরে পরাণ,—
উহু, বাঁচিনে—বাঁচিনে—বাঁচিনে।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

চাটু। বাঃ—বাঃ! ওকি বাবা?—প্রাণে দাগা দিয়ে, স'রে প'ড়ছ' যে বাবা! মহারাজ আপনিও যেন আমায়, দাগা দেবেন না।

দাগা দেবেন না ! রাজা হ'য়ে, লেজে জড়িয়ে, মন্ত্রীর পদে আমায় বসিয়ে দিতে, ভুল্‌বেন না ভুল্‌বেন না— ।

[প্রস্থান ।

রাঘব । মাতাল !—কিন্তু বেশ কাজের লোক । আমেদশা কি আমার সাহায্য ক'র্‌বেন না ? না ক'র্‌লেও আমি পেশোয়া হব'—ছলে, বলে, কৌশলে—যেমন ক'রে পারি, পেশোয়া হব' । আমি অনুপযুক্ত ! কিসে ? রাজযোগ্য বুদ্ধি কি আমার নাই ? নিশ্চয়ই আছে—আমি নিশ্চয় পেশোয়া হব' ।

[আফগান দূতসহ চাটুকারের প্রবেশ ।

চাটু । মহারাজ !

রাঘব । (চম্‌কিয়া) কে ও ? (দূতের অভিবাদন ও পত্রদান) আসুন—আসুন ! (পত্রপাঠে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া) বেশ ! যদি সাহায্য করি,—পেশোয়ার সিংহাসন—কালক্রমে—এমন কি ভারতের সিংহাসনও—বেশ—আমি সম্মত আছি ;

দূত । সসৈন্যে আপনি যোগ দেবেন ?

রাঘব । হাঁ, সসৈন্যে । পুণার সমস্ত সৈন্য আমার বশীভূত—সে বিষয়ে আপনার প্রভুকে, নিশ্চিন্ত হ'তে বল্‌বেন ? এই পত্র নিন্‌—শাহ'কে আমার সেলাম জানাবেন ?

দূত । (গ্রহণ করিতে করিতে) আবশ্যক হ'লে আপনি সমস্ত মার্হাট্টা-সৈন্য নিয়ে—এমন কি—বালাজীরাওকেও বন্দী কর্‌তে—

রাঘব । অবশ্য ।

দূত । বহুৎ আচ্ছা !—আদাব রাজাসাহেব !

রাঘব। আদাব মিঞাসাহেব!—(দূতের প্রস্থান) সিংহাসন আমার চাই-ই। আবশ্যক হ'লে ভ্রাতা-ভ্রাতুষ্পুত্রের রক্তপাতেও কুণ্ঠিত নই। (নেপথ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া) ওকি? ও' কিসের ছায়া! সেই দেব্‌লাটা, আমাদের কথা ত—

চাটু। ও কিছু নয়। আপনার সবটায় ভয় দেখ্‌ছি!

রাঘব। না-না, ভয় কিসের?—তবে—সাবধানের মার নাই কিনা!—আর ঐ দেব্‌লাটা—ওকে সহজ ব'লে ত মনেই হয় না।

নেপথ্যে। আপনিই বড় সহজ যা হোক্—

রাঘব। (ভ্রূকুটী করিয়া) নিশ্চয়ই, সেই দুরাত্মার কাজ। সে জীবিত থাক্‌লে, আমার সব আশা নির্ম্মূল হবে!—তাকে মার্‌তেই হবে— [অসি লইয়া বেগে প্রস্থান।

চাটু। ও বাবা!—এ আবার কি রকম তামাসা বাবা!—সিন্নি দেখে লোভ হ'য়েছিল—এখন হাতিয়ার দেখে বুকটা আমার গুড় গুড় করছে যে বাবা! কেন বিঘোরে প্রাণটা হারাই বাবা! গরীবের ছেলের মানে মানে স'রে পড়াই, বুদ্ধিমানের কার্য্য! [প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

অরণ্যমধ্যস্থ তৃণ-ক্ষেত্র।

[মাহাট্টা-ঘেস্‌ড়ারা বোঝা বাঁধিতেছে ও ঘেস্‌ড়ানীরা ঘাস কাটিতেছে

১ম ঘেস্‌ড়া। ওরে নে, নে, দুটো বেশী ক'রে সাজা—এক-একটা বোঝায় এক একটা খাঁটী সোনার চাক্‌তি রে, খাঁটী সোনার চাক্‌তি।

২য় ঘেস্‌ড়া। ওরে বলিস্ কিরে!

৩য় ঘেস্‌ড়া। আর বলিস্ কিরে। কপালের উপর একেবারে আস্ত একটা মাথা গজিয়েছে রে, মাথা গজিয়েছে। তখন একটা বোঝায়—

বড় জোর আট্‌টা পয়সা—তাও জুট্‌তো না। যদি বা জুট্‌তো, তা আবার সারা দোর ঘুরে ঘুরে।

১ম ঘেস্‌ড়া। আরে ভায়া! সাধে কি সেনাপত্তি-মহারাজের মতলব ফিরেছে—আফগানেরা যে আটঘাট বেঁধে বসেছে—কোন-দিকে একগাছি তেন্ন পাবার যোটী নেই বাবা।

২য় ঘেস্‌ড়া। তা যাই হোক, আমাদেরই জোরবরাত বল্‌তে হবে।

২য় ঘেস্‌ড়ানী। এবার কিন্তু সাতনরী না গড়িয়ে দিলে, মুখে ঝাড়ু মার্‌বো।

১ম ঘেস্‌ড়ানী। আমি কিন্তু দোসরা নিকে কর্‌বো।

১ম ঘেস্‌ড়া। কি বল্লি তুই—?

৩য় ঘেস্‌ড়ানী। ঠিক বলেছে! এই পোড়ার মুখো হাড়হাবাতে মিন্সেদের হাতে প'ড়ে, আমাদের এই দুর্দ্দশা;—না মিলে ভাল ডাল, না মিলে ভাল রুটী।

৩য় ঘেস্‌ড়া। শুন্‌লি, ভায়া শুন্‌লি! ওদের আব্দারগুলো শুন্‌লি তো?

৩য় ঘেস্‌ড়ানী। শুন্‌বে না কেনরে মড়া—লক্ষীছাড়া! তোর মত ওরা কি কাণে আঙ্গুল দিয়ে আছে?

১ম ঘেস্‌ড়া। তোরা যাই বলিস্ আর যাই করিস্! এবার আমরা খাটিয়ায়, রাজার মতন আরাম ক'রে ব'সে থাক্‌বো, আর কত বড় বড় লোকের মেয়েরা এসে, পায়ের কাছে বসে যাবে! তখন বুঝ্‌লি ত?—সব দূর ক'রে দোব, টিকির গোছা ধরে—

১ম ঘেস্‌ড়াণী। বটেরে ডোগ্‌রা?—

গীত।

ঘেস্‌ড়া। এবার ওরে ফির্‌বে কপাল—
　　বুঝ্‌লি? একথাটা ঠিক।
ঘেস্‌ড়ানী। ওরে চাঁদ-সূর্ষ্যি ওল্‌টাবে তবু—
　　বুঝলি? হবেনা বেঠিক।

ঘেস্‌ড়া। রাশি রাশি টাকা নিয়ে—
বানাব বাড়ী রাজার মত।

ঘেস্‌ড়ানী। আমরা থাক্‌বো কুটি দিবানিশি—
ফুট্‌ফুটে রাণী মত।

ঘেস্‌ড়া। ঝুঁটী ধরে ক'র্‌বো দূর—
গোমর তখন থাক্‌বে না।

ঘেস্‌ড়ানী। কারসাজিতে হ'বি ফাঁপোর—
কাছে ঘেঁস্‌তে দোবো না।

ঘেস্‌ড়া। বেছে বেছে ক'র্‌বো বিয়ে—
টুক্‌টুকে রাজার মেয়ে।

ঘেস্‌ড়ানী। রাখ্‌বো দুয়ার বন্ধ ক'রে—
ফ্যালফেলিয়ে থাক্‌বি চেয়ে।

ঘেস্‌ড়া। গায়ের জোরে ভা্‌ঙবো কপাট—
কিলিয়ে কর্‌বো গাড়্‌।

ঘেস্‌ড়ানী। এঁটে সেঁটে কোমর বেঁধে—
(তখন) মুখে মার্‌বো ঝাড়ু্‌।

উভয়ে। বোঝা যাবে কাজের সময়—
কোন্‌টা ঠিক্‌—কোন্‌টা বেঠিক।

[নেপথ্যে আফগান-সৈন্যের—"আল্লাল্লা-হো"রব এবং গোলাবৃষ্টি।]

ঘেস্‌ড়ানীগণ। ও বাবা গো—
ঘেস্‌ড়াগণ। ও মাগো—
(জড়াইয়া ধরণ।)

(আফগান সৈন্যের জয়োল্লাস নিকটস্থ হইতে লাগিল।)

ঘেস্‌ড়ানীগণ। ওরে পালিয়ে আয়—পালিয়ে আয়—ঐ বুঝি এলরে—

ঘেস্‌ড়াগণ। আর কোথায় যাব—হা ভগবান্‌—এবার মেরে ফেল্লেরে—

[আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ছুটাছুটী করিতে লাগিল।
তৃণদল জ্বলিয়া উঠিল।]

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

পুণা—রাজসভা।

[বালাজীরাও পাদচারণা করিতেছিলেন।]

বালাজী। স্বর্গগত মহাত্মা পিতৃদেবের চেষ্টা, আজ সফল-প্রায়। আজ মার্হাট্টা-শক্তি ভারতে প্রবল। হিমালয় হ'তে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত ভুভাগ আমাদের পদানত। মোগল-সাম্রাজ্য আমাদের ভয়ে সর্ব্বদা কম্পিত। এখন একমাত্র বিঘ্ন আমেদ-শা। আবার তার সঙ্গে দুর্ব্বৃত্ত সুজিবুদ্দৌল্লা ও সুজাদ্দৌল্লা মিলিত হয়েছে। কিন্তু তারা, আমার এই সুশিক্ষিত সৈন্যের নিকট পরাজিত হয়ে, স্বদেশে পলায়ন ক'র্‌তে বাধ্য হবে। (রাঘবের প্রবেশ) দিল্লীর সংবাদ কি রাঘব?

রাঘব। শুন্‌লেম, সদাশিব নাকি দিল্লীর সমুদায় ভুভাগ করায়ত্ত ক'রেছে।

বালাজী। আর আমেদ শা?

রাঘব। আমেদশাও পাণিপথ-ক্ষেত্রের একান্তে শিবির-সন্নিবেশ ক'রেছে।

বালাজী। যাক্‌, ওদিকে সদাশিব বোধ হয়—

রাঘব। যদি তাই হয়, আপনি কি মনে করেন, আমেদশা চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌বে? যে বর্ষার ভীষণ-যমুনা পার হ'য়েছে, সে কি পারে উত্তীর্ণ হ'য়েই চুপ ক'রে থাক্‌বে?

বালাজী। বড় শক্ত ব্যাপার!

রাঘব। অন্যের নিকট শক্ত হ'তে পারে, কিন্তু আমেদশার নিকট খুব সোজা।

[পাগলবেশে দেবলের প্রবেশ।]

দেবল। সোজা বলে সোজা—একেবারে ভীষণ রকমের সোজা। কোনদিকে এতটুকু বাঁকাচোরা হ'বার যো নেই বাবা—যো নেই। এই আচাঁচা বাঁশ আর কি! দাও বাবা চালিয়ে, ঐ অন্দর-মহল পর্য্যন্ত, বেমালুম চলে যাবে।

রাঘব। (বিরক্তির সহিত) যাও—এখন পা গ্‌লামীর সময় নয়। যাও!

দেবল। আরে বাবা চট কেন? শরীরে রস আন—একবার আমার এই গাঁজার হুঁকাটায়, এক্‌টা টান দিতে পার—দেখ্‌বে—প্রাণের ভেতর কেমন একটা রসের ফোয়ারা ছুট্‌ছে, আরও দেখ্‌বে, চৌদ্দ-ভুবন পায়ের তলায় লুটোপুটি খাচ্ছে। হুঁ বাবা! এ বিষয়ে রসবোধ একটু চাই বৈকি!—

রাঘব। (ক্রুদ্ধভাবে) দেবল—

দেবল। আজ্ঞে, ব'লে যাও বাবা। আমিও শুন্‌তে থাকি—একবারে মনে, প্রাণে মিশিয়ে শুন্‌তে থাকি। দেখো বাবা, শুন্‌তে শুন্‌তে যেন বেহুঁস্ হ'য়ে না পড়ি।

রাঘব। তুমি এখান থেকে যাবে না?

দেবল। কোথায় বাবা?

রাঘব। তুমি যাবে কি না শুন্‌তে চাই?

দেবল। কেন বাবা! এখানে পিরীতির কি কোন কথা হচ্ছে' যে থাক্‌লে দোষ হবে?

রাঘব। নাঃ! নিতান্ত অসহ্য! (দেবলের গলাধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া দেওন) দূর হ'য়ে যা, বর্ব্বর!

দেবল। এই—যাচ্ছি, তোমার গে বাবা! যে রকম সুব্যবস্থা ক'র্‌ছ, তাতে নেশা যে আমার চ'টে যাবে বাবা। নেশা আমার প্রাণপ্রেয়সী যে বাবা, সে যদি একবার অভিমান ক'রে মুখ ফিরিয়ে চ'লে যায়—তার পায়ে মাথা খুঁড়ে মর্‌লেও, যে সে আর ফির্‌বে না বাবা, তখন আমার প্রাণ বেচারীও উড়্ উড়্ ক'র্‌তে থাক্‌বে যে বাবা! (সুর করিয়া)

ওরে গাঁজা খাওয়া বড় মজা—ব'ল্‌বো কি,
আমেদের সঙ্গে যুক্তি এঁটে - রাজা সেজে বসেছি।

[বলিতে বলিতে প্রস্থান।]

রাঘব। (স্বগতঃ) যা ভেবেছি—ঠিক তাই—সর্ব্বনাশ।

বালাজী। (ঈষৎ হাস্যে) পাগল!—

[সূর্য্যমল্লের প্রবেশ।]

সূর্য্যমল্ল। আর ঐ সঙ্গে পাগল বনেছি আমি পেশোয়া। পাগল বনেছে হোল্‌কার—পাগল বনেছে সিন্ধিয়া—পাগল বনেছে যত দূরদর্শী মহারাষ্ট্র-যোদ্ধা।

বালাজী। একি! সূর্য্যমল্ল! তুমি এখানে?—এমন সময়ে—

সূর্য্যমল্ল। একটা কঠিন বজ্রের তাড়নায় একটা বিষময় বাণের আঘাতে, অস্থির হ'য়ে ছুটে এসেছি—পেশোয়া! একদিন আপনার আহ্বানে ছুটে এসেছিলেম্ ভেবেছিলেম—দেশের জন্য, ভায়ের জন্য, এ জর্জ্জরিত প্রাণটাকে ভাসিয়ে দোব, কিন্তু তা' হোল'না।

বালাজী। কিছুই যে বুঝ্‌তে পারলেম না সূর্য্যমল!

সূর্য্যমল্ল। বড়ই কঠিন সমস্যা পেশোয়া! বুঝ্‌তে পার্‌বেন না। ওঃ!—এই জন্যই মুমূর্ষু ব্যক্তি হিতকামী বন্ধুর উপদেশ নেয় না। এই নিন্ পেশোয়া, আপনার প্রদত্ত সম্মান। বিদায় দিন

আমায়! (পেশোয়ার পদতলে তরবারি রাখিলেন) এখন চল্লুম, পেশোয়া—নমস্কার— [প্রস্থান।]

রাঘব। ব্যাপার কিছু বুঝ্‌লেন পেশোয়া?

বালাজী। না রাঘব। এ যেন একটা হেঁয়ালী।

রাঘব। দিল্লী অভিযানের পথে হোলকার, সিন্ধিয়া, সূর্য্যমল্ল প্রভৃতি দূরদর্শী বীরগণ, শিবাজীর প্রদর্শিত যুদ্ধ-প্রথা অবলম্বন ক'রে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের কোনও এক সুরক্ষিত দুর্গে রেখে, কেবলমাত্র অশ্বারোহী-সৈন্য নিয়ে যাবার জন্য সদাশিবকে অনুরোধ করেন।

বালাজী। তারপর?

রাঘব। কিন্তু উদ্ধত সদাশিব, সামান্য একটা জমিদারের পরামর্শ ব'লে কর্ণপাত না করাতে, সূর্য্যমল্ল মনের দুঃখে চ'লে এসেছে।

বালাজী। তাইত— [দেবলের পুনঃ প্রবেশ।]

রাঘব। আবার মর্‌তে এসেছ?

দেবল। হাঁ, মর্‌তে এসেছি। না, না, পাগ্‌লামির প্রমাণ দিতে এসেছি,—বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না? এ মরা ভূত নয়—জ্যান্ত ভূতের কারসাজি—

রাঘব। (জড়িতস্বরে) কি ব'ল্‌ছ দেবল?

দেবল। যা সত্য, তাই ব'ল্‌ছি। না, না, পাগল আমি—উন্মাদ আমি—তবুও, পেশোয়া-সহোদরের মতন উষ্ণমস্তিষ্ক নই!

[বালাজীরাও ভ্রূকুটি করিলেন।]

রাঘব। সাবধান দেবল, জান, তুমি কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বল্‌ছ? এ স্পর্দ্ধার শাস্তি—

দেবল। জানি, বলেই তাই বল্‌ছি! আর আমি এখন পাগল নই—

গাঁজাখোর দেবল নই—মাতৃভক্ত-সন্তান—দেশ-হিতে উদ্বোধিত কর্ম্মী।

রাঘব। তুমি মিথ্যাবাদী—ষড়যন্ত্রী—

দেবল। সে তুমি—

বালাজী। ক্ষান্ত হও! কে দোষী, কে নির্দ্দোষ, সে বিচারের ভার রাজার। এখন রাজ-প্রশ্নের উত্তর দাও,—কে তুমি? আর কি জন্যই বা ছদ্মবেশে লোক-চক্ষুকে প্রতারিত ক'র্‌ছ—রাজ-সম্মুখে রাজভ্রাতাকে কটু বল্‌ছ—উত্তর দাও! নতুবা, উপযুক্ত শাস্তির আয়োজন, আবশ্যক হবে।

দেবল। হাঁ, রাজাই দণ্ডকর্ত্তা!—বিচারকর্ত্তা! নিজের হাতে নিক্তি ধরে, ভায়ের অপরাধ ওজন করুন তবে পেশোয়া! রাজদ্রোহীর প্রমাণ, হিন্দুযোগীই দিচ্ছে। (বাঁশী বাজাইলেন। দুই জন প্রহরী বন্দী আমেদশার দূতকে লইয়া আসিল। বালাজীরাও বিস্ময়াবিষ্টভাবে চাহিয়া রহিলেন।) কি সুন্দর একটা দৃশ্যপটের, কি চমৎকার অভিনয়, আজ আপনার সম্মুখে সমাপ্ত হবে। দেখুন পেশোয়া! নয়নের তৃপ্তি হবে—সংসার-রহস্যের, একটা অধ্যায় শিক্ষা হবে।

বালাজী। এসব কি রাঘব?

রাঘব। ঐ—(দেবলের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ।)

দেবল। এইটুকু মাত্র? আচ্ছা বেশ! (পুনরায় বংশীধ্বনি ও ও প্রহরীর চাটুকারকে লইয়া প্রবেশ।)

চাটুকার। দোহাই পেশোয়া!—আমি নই—ঐ—ঐ যত,—আমি গরীবের ছেলে—আমার মাথা গেলে—আমি—বাঁচ্‌বো না—বাবা—বাঁচ্‌বো না—　　　(কম্পন।)

বালাজী। একি চক্রান্ত রাঘব?

রাঘব। (স্বগতঃ) সাহসে ভর ক'রে বুক না বাঁধ্‌লে, আমারই সর্ব্বনাশ! (প্রকাশ্যে) সমস্তই সাজান—সমস্তই মিথ্যা—জিজ্ঞাসা করুন, ঐ নচ্ছার সন্ন্যাসী বেটাকে ?

দেবল। বাস্তব কি অলীক, এই পত্রপাঠে অবগত হোন্।

বালাজী (পাঠান্তে) এত সাধ!—কুকুর!—আত্মীয়-স্বজনের শবের উপর, সিংহাসন স্থাপন ক'রে, রাজত্ব ক'র্‌বে ? সিংহাসনে যদি এতই সাধ—কেন তবে, সম্মুখ-সমরে সৈন্যচালনা ক'রে, আমেদকে বন্দী করে এনে, এ সিংহাসন চাইলে না ? আমি সানন্দে তোমায় সিংহাসন ছেড়ে দিতেম। এই কে আছিস্? (প্রহরীদ্বয়ের প্রবেশ।) শীঘ্র বন্দী কর্ এ‌কে! (প্রহরীদ্বয়ের অগ্রসর হওন ও রাঘবের তরবারিতে হস্তক্ষেপন।) সাবধান! বাধা দিলে, অস্ত্রের ব্যবহার পর্য্যন্তও ক'র্‌বো। (প্রহরীরা বন্ধন করিল।)

চাটুকার। দোহাই বাবা! আমি নই বাবা, আমি নই—আমাকে বেঁধ না, বাবা—ঐ—ঐ—(কম্পন।)

বালাজী। তোমার কিছু বল্‌বার আছে ?

রাঘব। মিথ্যার একটা কাল ছাপ যখন, নির্দ্দোষের কপালে, জোর করে দেগে দিলেন, তখন আর আমি কি বল্‌বো পেশোয়া!

আমেদের দূত। জিহ্বা সংযত করুন—ক্ষমা প্রার্থনা করুন—পাপের বোঝা, অনেকটা হাল্‌কা হবে!

বালাজী। ছি—ছি! ভাই ব'লে তোকে পরিচয় দিতে যে, আমার মাথা নুয়ে পড়্‌ছে। ধিক্ তোকে! (দূতের প্রতি) যাও দূত, তুমি মুক্ত! তোমার প্রভু আমেদের কাছে ফিরে যাও! প্রহরি, একে শৃঙ্খলমুক্ত কর! (প্রহরীর তথাকরণ।)

হিন্দুর রাজ-নীতিতে দূত অবধ্য, কিন্তু মুসলমানের কবলে পড়্‌লে, তোমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লুপ্ত হ'তো—যাও !

আমেদের দূত। আপনার জয় হোক্। [প্রস্থান।

বালাজী। যাও—নিয়ে যাও ! অন্ধ-কারাগারই ওর উপযুক্ত বাসস্থান। খুব সাবধান ! সতর্ক প্রহরী বেষ্টিত যেন সর্ব্বদাই থাকে। দংশনোন্মত বিষধরকে আবদ্ধ ক'র্‌লে, ভয়ঙ্কর হয় সে।

চাটুকার। দোহাই বাবা ! আমাকে নয় বাবা—আমি আপনার পায়ের জুতোর ধূলো। আমার তেমন কোন দোষ নেই বাবা।

বালাজী। বুঝেছি; ষড়যন্ত্রীদের মধ্যে তুমিও এক জন। এতই যদি প্রাণের মায়া, তবে এ পথে এসেছিলে কেন ?

চাটুকার। পেটের জ্বালায় বাবা, পেটের জ্বালায়।

বালাজী। নিয়ে যাও ! মূষিককে হত্যা ক'রে, রাজহস্তের অবমাননার প্রয়োজন নাই। পঁচিশ বেত দিয়ে বিদায় কর !

চাটুকার। ওরে বাবারে, এমন জান্‌লে, কে আর চাকৃত্তি দেখে ভোলে।

[প্রহরী টানিতে টানিতে লইয়া গেল।

রাঘব। ক্ষমা—

বালাজী। না। যে নিজের স্বার্থের জন্য বহিঃশত্রু ঘরে এনে, দেশের ও দশের সর্ব্বনাশে উদ্যত, আমার বিধানে তার ক্ষমা নাই। নিয়ে যাও !

রাঘব। এই আমার প্রথম অপরাধ—

বালাজী। কিছু শুন্‌তে চাই না। নিয়ে যাও ! যুদ্ধের ফলাফল নির্ণয় না হওয়া পর্য্যন্ত, তোমায় বন্দীদশায় থাক্‌তে হবে। যে সন্দেহ তুমি জাগিয়ে দিয়েছ, তার জন্য তুমিই দায়ী। তার শাস্তি তুমিই ভোগ কর !

রাঘব। (স্বগতঃ) এমনি ক'রে যেদিন, তোমায় কারাগারে পাঠাতে

পার্‌বো, সেই দিনই, আমার মনের ক্ষোভ মিট্‌বে। (প্রহরী লইয়া চলিল। রাঘব ভ্রুকুটী করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন।)

বালাজী। ভগবান! এ আবার তোমার কোন্ লীলা প্রভু! প্রবল মহারাষ্ট্র-শক্তি মধ্যে আবার গৃহবিচ্ছেদ কেন? তবে কি মহারাষ্ট্র-শক্তি ভারতে প্রবল হ'তে পার্‌বে না। আবার কি ভারতে হিন্দু-রাজত্ব স্থাপিত হবে না!

দেবল। আর একখানি পত্র।

বালাজী। (পত্রগ্রহণ ও পঠন।) কে আপনি, দেবতার আশীর্ব্বাদ নিয়ে, এই হতভাগ্যকে আলো দেখাতে এসেছেন! আসুন প্রভু! আমার পুরীতে চরণ-ধূলি দিয়ে, দাসকে কৃতার্থ করুন। আমি সমস্তই ঠিক ক'রে দিচ্ছি।　　[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[একটি বৃহৎ পটগৃহে আমেদশা ও দিলবাহার।]

দিলবাঃ। দুজনকেই হত্যা করুন।

আমেদ। যা হবার হ'য়েছে, যা গেছে তা' আর ফির্‌বেনা। তার জন্য অনুশোচনা ক'রে, দুর্ব্বল-হৃদয়ের পরিচয় দিয়ে, সাধারণের হাস্যাস্পদ হ'তে যাই কেন দিল! মুহূর্ত্তে যে ঝড় উঠে বুকের অস্থি ক'খানা ভেঙে গুঁড়ো ক'রে দিয়ে গেছে, কালের শান্তিময়ী বিস্মৃতি-প্রলেপে, তা আবার জোড়া না লাগ্‌লেও লাগ্‌বে—এ কালের নিয়ম। তবে কেন ধৈর্য্য হারিয়ে, অসহিষ্ণুতার অনল জেলে, পরকে পোড়াই—নিজেই বা পুড়ি কেন?

দিলবাঃ। কি কর্‌তে চান তবে?

আমেদ। স্বকার্য্য উদ্ধার ক'র্‌তে চাই আমি।

দিলবাঃ। অর্থাৎ শত্রুকে, পুত্রহন্তাকে, বন্ধুভাবে আলিঙ্গন ক'র্‌তে চান? এতখানি একটা ক্ষত নিঃশব্দে ঢাকা দিতে চান—কেমন—এইত? খোদা যে কোন মরুভূমির নীরস কোল হ'তে, ছিনিয়ে নিয়ে, ঐ হৃদয়খানি নির্ম্মাণ করেছেন, তা' বুঝি এ দুনিয়ার জল-মাটীর নয়।

আমেদ। ঠিক ব'লেছ নারী, স্ত্রীজাতির উপযুক্ত কথাই ব'লেছ। কি বুঝ্‌বে তোমরা পুরুষের হৃদয়। অহরহঃ কত আশা-আকাঙ্ক্ষার উচ্চ হুঙ্কার সেখানে। সে অমানুষিক শিহরণ যে অনুভব ক'রেছে, সেই বুঝ্‌তে পেরেছে; তোমাদের শত অনুযোগ তার কাছে পৌঁছিতে পারে না।

দিলবাঃ। স্বার্থ তাদের এতই কঠিন ক'রে তোলে যে, প্রিয় পুত্রের মৃত্যু, সেই নিদারুণ প্রাণকে, আঘাত ক'র্‌তে সাহসী হয় না।

আমেদ। ভুল দিল, ভুল! পুরুষ কতখানি দায়িত্ব নিয়ে, জটিল সংসার চক্রের ভিতর ঘোরা-ফেরা করে, তা তারাই জানে: আকুল বেদনাকে চেপে রেখে, বাহিরের—শুধু বাহিরের খোলস প'রে, কোন রকমে নিজের ঠাট্‌খানা বজায় রেখে চল্‌তে, তারাই কেবল সক্ষম; কিন্তু তোমরা তাতে একেবারেই ভেঙে পড়। আর পুরুষ যখন সে আবরণ ফেলে দিয়ে, নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে, তখন সে ক্ষত যে কত গভীর, সে বেদনা যে কত যন্ত্রণাদায়ক, তা তোমরা অনুভবেই আন্‌তে পারনা। তাই ব'লে কি নিজের স্বার্থহানি ক'র্‌তে হবে? যদি হঠকারিতার বশবর্ত্তী হ'য়ে, গাজিউদ্দিন ও ইব্রাহিমকে হত্যা করি, তাহ'লে যে আমার শত্রুসংখ্যা এককালে হ্রাস হবে, তাও বা কে ব'ল্‌তে পারে? আর যদি কৌশলে

নিজের ক'রে নিতে পারি, হয়ত, তারাই আমার দক্ষিণহস্ত হ'য়ে দাঁড়াবে—আমার উদ্দেশ্য সাধনের প্রধান অস্ত্রস্বরূপ হবে।

দিলবাঃ। যদি তারা সম্মত না হয়?

আমেদ। না হয়,—শেষ মৃত্যু;—সেত, আমারই হাতে।

দিলবাঃ। স্বামিন। প্রভু! বাঁদীর গোস্তাকি মাফ করুন!

আমেদ। না, না দিল, গোস্তাকি মাফের আবশ্যক নেই। তুমি যা' কর, আমার তাতেই তৃপ্তি। যাও, বিশ্রাম করগে,—আমায় ভাব্‌তে দাও। (দিলবাহারের প্রস্থান।) অদ্ভুত এই নারী-জাতি! তত্ত্ব-বিশ্লেষণে এক একজন আবিষ্কারকের প্রয়োজন। (পরিক্রমণ) এই কোন্ হ্যায়? (একজন খোজার প্রবেশ।) ওয়ালী খাঁকে ডেকে দে! (খোজার প্রস্থান।) মার্হাট্টারা নিজের দোষে পরাস্ত হবে—তাদেরই শিবিরানুচর, রমণী, বালকে শীঘ্রই তাদের খাদ্যদ্রব্য নিঃশেষ ক'রে ফেল্‌বে। শক্তি আছে—বুদ্ধি নেই। (যোদ্ধ্‌বেশে ওয়ালীখাঁর প্রবেশ)। একি ওয়ালীখাঁ?

ওয়ালী। (অভিবাদন।) অতি সুখবর বাদসা, অতি সুখবর! খোদার কৃপায় আজ আমরা সর্ব্বাংশে জয়ী।

আমেদ। কি ব'ল্‌ছ ওয়ালীখাঁ?

ওয়ালী। মাপ করুন সাহান্‌শা! সংবাদ পেয়ে বেরিয়ে পড়ি, অনুমতি নেবার সময় পাইনি। প্রায় দু'হাজার মার্হাট্টা—একটা বড় দলের উপর, সিংহ-বিক্রমে লাফিয়ে পড়ি—সকলকে প্রায় মৃত্যুর হাতে সঁপে দিয়ে ফিরেছি। তারা, ভাও সদাশিব রাওএর শিবিরে টাকা নিয়ে যাচ্ছিল। প্রত্যেকের কাছে ২০০০ ক'রে, এক একটা টাকার তোড়া—অনেক টাকা—

আমেদ । বেশ ক'রেছ—খুব ক'রেছ। অনুমতি না নিয়ে, পরম বন্ধুর কাজ ক'রেছ। এই টাকা পেলে শত্রুরা, দ্বিগুণ প্রবল হ'য়ে উঠ্‌তো।

ওয়ালী । আর অশ্বারোহী সৈন্যদলকে, চতুর্দ্দিকে পাহারা দিতে বলেছি ।

আমেদ । এইবার বেশ বুঝ্‌তে পার্‌বে ওয়ালীখাঁ, আমার কথায় কতখানি সত্য নিহিত আছে। যত দিন যাবে, না খেতে পেয়ে মার্হাট্টা, ততই দুর্ব্বল হ'য়ে পড়্‌বে। আর আফগানের জয়ের আশা, দুরাশায় পরিণত হবে না।

ওয়ালী । গোলামের গোস্তাকী মাপ হয়। (জানু পাতিয়া উপবেশন।)

আমেদ । (হাত ধরিয়া উঠাইলেন) জানু পাতা তোমার সাজে না ওয়ালীখাঁ! তুমি শুধু আমার সৈন্যাধ্যক্ষ নও—তুমি আমার বন্ধু—ভাই। এই টাকা আফগানের শক্তি বাড়াবে! এখন যাও, শ্রান্তি দূর কর! (ওয়ালীখাঁ প্রস্থানোদ্যত।) হাঁ—শোন ওয়ালীখাঁ ?

ওয়ালী । আদেশ করুন জনাব! হুকুম পালনে বান্দা সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

আমেদ । জানি, সমস্ত রাজত্ব দিয়ে, তোমার মত বন্ধু আমি পাব না।

ওয়ালী । অসীম সৌভাগ্য আমার যে, পাদশাকে সন্তুষ্ট ক'র্‌তে পেরেছি। আত্মপ্রসাদের গর্ব্বে বক্ষঃ আমার স্ফীত হয়ে উঠ্‌ছে। কিন্তু সম্রাট! আজ যদি সাজাদাকে ফিরে পেতুম্‌!

আমেদ । তার আজ চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য তোমাকে ডেকেছি। এখন বল; প্রতিহিংসায় ইন্ধন যোগাব না নূতন ধরণের কিছু ক'র্‌বো, যাতে তোমার আমার সকলের স্বার্থ-বস্তুটী বজায় থাকে ? ভাব্‌ছি, যা গেছে, তা আর ফিরে পাব না।

এদের জীবিত রাখ্‌লে হয়ত, শত্রুধ্বংস ক'র্‌তে পার্‌বো। কৃতজ্ঞতা—দানারও মাথা নুইয়ে দেয়। চল, সকলের সঙ্গে যুক্তি ক'রে দেখা যাক্।

ওয়ালী। যো হুকুম খোদাবন্দ্।— [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বন্দী পটগৃহ!

[শৃঙ্খলিত ইব্রাহিম ও গাজিউদ্দিন।]

ইব্রাহিম। বিশ্বাসঘাতকতা—চারিদিকে বিশ্বাসঘাতকতার আগুন জ্বলে উঠেছে—প্রতারণার হল্‌কা ছুটেছে; ধর্ম্মের মুখে চূণকালি মাখিয়ে দিয়ে, অধর্ম্মের বিজয় ডঙ্কা বেজে উঠেছে।

গাজি। উঃ, শয়তানের কি তাণ্ডবনৃত্য! যদি একবার শিকলগুলো ভেঙ্গে, বাইরে বেরুতে পারি—তাহলে ছলে, বলে, কৌশলে, যে কোন উপায়ে হোক্, প্রতিশোধ নোবো—ছুরিতে বিষ মাখিয়ে, ঐ বক্ষে আমূল বসিয়ে দোবো—হাড়গুলো চিবিয়ে ভেঙ্গে গুঁড়ো ক'রে ফেল্‌বো। (শিকল ভাঙ্গিবার চেষ্টা।)

ইব্রাহিম। বনের হিংস্র পশুকে বিশ্বাস কর্‌বো, তবু মানুষকে আর নয়! মানুষ পশু অপেক্ষা হিংস্রক—পিশাচ অপেক্ষা ভয়ানক—শয়তান অপেক্ষা যদি কিছু থাকে—মানুষ তাই—

[আমেদশার প্রবেশ।

আমেদ। ঠিক বলেছ বন্দী, মানুষ তাই-ই,—তবে মানুষ আর পশুতে একটু প্রভেদ আছে।

ইব্রাহিম। (একবার নিজের দিকে একবার আমেদের দিকে চাহিয়া।) বেশী নয়—হাতখানেক হবে!

আমেদ। (ভ্রূকুটী করিয়া) বটে—(ঈষৎ হাস্যে) এত নিকট-সম্পর্ক! আচ্ছা, বন্দী, কিরূপ ব্যবহারের প্রত্যাশা কর?

ইব্রাহিম। কিরূপ ব্যবহার? তাও আবার আমেদশাকে ব'লে দিতে হবে! বন্দীর সঙ্গে ব্যবহার—জল্লাদের শাণিত কুঠার;—যা চিরন্তন প্রথা! আশা করি, আফগান-সম্রাটের এপ্রথা শিক্ষা নূতন নয়।

আমেদ। আমেদশার কাছে আর কিছুরই প্রত্যাশা কর না?

ইব্রাহিম। প্রত্যাশা? কা'র কাছে প্রত্যাশা? আমেদের কাছে? যে সম্মুখ-সংগ্রামে প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হবার সাহস রাখে না—বার বার পরাজিত হ'য়ে, রমণীর অঞ্চল ধ'রে লুকিয়ে থাকে—শঠতার দ্বারা শত্রুকে বন্দী করে—নীচাশয়, ক্রূর—তা'র কাছে প্রত্যাশা? মৃত্যু! সে তো একদিন আস্‌বেই;—তার জন্য আমি প্রস্তুত।

আমেদ। তোমার সাহসের প্রশংসা কর্‌তে পার্‌লেম না। প্রাণরক্ষার উপায় থাক্‌তে, মূর্খের মত কেন তা হারাবে? ইব্রাহিম! আমায় বিশ্বাস কর! খোদার নামে শপথ ক'রে বল্‌ছি, তোমায় মুক্তি দোবো—রাজকার্য্যে সর্ব্বোচ্চ পদে নিযুক্ত ক'র্‌বো—তুমি তোমার স্বজাতির দানকে আপনার ব'লে নাও।

ইব্রাহিম। ধন্যবাদ আপনাকে। এ প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়া আমার নসীবে বটুল'না। আশ্রয়দাতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধ'র্‌বো না—এ আমার দৃঢ়পণ।

আমেদ। হুঁ! মুসলমান হ'য়ে হিন্দুর পায়ের ধুলো ঝাড়্‌বে, তবু স্বজাতির উপকার ক'র্‌বে না;—কেমন, এই না? গাজিউদ্দিন, তোমার মত?

গাজি। আমি—আমি! পদে পদে যা'র বিরুদ্ধাচরণ ক'রে এসেছি, তার কাছে, কোন প্রত্যাশা আমার নেই।

আমেদ। গাজিউদ্দিন, স্বহস্তে তোমাদের মুক্তি দিতে এসেছি।

গাজি। যারা মৃত্যুর তীরে দাঁড়িয়ে, ক্ষণপরে যাদের অস্তিত্ব পর্যান্ত বিলুপ্ত হবে, কেমন ক'রে বিশ্বাস ক'র্‌বে তারা? এ তাদের পক্ষে বিদ্রূপ ব'লে স্বতঃই মনে ক'র্‌বে।

আমেদ। আর যদি সত্য হয়?

গাজি। এর চেয়ে সহস্র মিথ্যায় বিশ্বাস হ'তে পারে, তথাপি এ সত্যে নয়।

আমেদ। ভাল, এখনো ভাব! অনেক সময় দিচ্ছি। ইব্রাহিম! একবার বল যে তুমি সম্মত। তোমার সব অপরাধ ক্ষমা ক'রে, আমার পুত্রহত্যা বিস্মৃত হ'য়ে, সসম্মানে তোমাদের মুক্তি দোবো—প্রধান সেনাপতি ক'র্‌বো—।

ইব্রাহিম। চাইনা এ অনুগ্রহ! এর চেয়ে নিগ্রহ ভাল। এ মুক্তিতে কৃতজ্ঞ হ'তে পার্‌বো না। বরং এর পরিণাম বড় ভয়ানক! প্রতিহিংসা কৃতজ্ঞ হ'তে দেবে না, এ অবিচারের প্রতিবিধান ক'র্‌তে অস্ত্রধারণে উত্তেজিত ক'র্‌বে।

আমেদ। বুঝেছি, মৃত্যু তোদের ডাক্‌ছে। এখনও ভেবে দেখ্‌। রাত্রিশেষে ভাব্‌বার আর অবসর পাবি না।

[সক্রোধে প্রস্থান।

গাজি। পশুর মত নিঃসহায় অবস্থায়, জল্লাদের খড়্গের মুখে কোতল হওয়া অপেক্ষা, একটু বুদ্ধি খরচ ক'রে শত্রুধ্বংস করাটাই পুরুষত্ব—কেমন না ইব্রাহিম? মুখে সম্মতি, অমনিই মুক্তি—তারপর সময় বুঝে, বিষাক্ত ছুরিকা পাপিষ্ঠের বুকে বসিয়ে দিয়ে, আপন নিরাপদ স্থান মারাঠা-শিবিরে উপস্থিত হওয়া—।

ইব্রাহিম। এ অতি জঘন্য প্রস্তাব !

গাজি। বুঝ্ছ'না ? এ ভিন্ন উপায় নেই। আত্মপ্রাণ-রক্ষা আর শত্রুধ্বংস— [দিলবাহারের প্রবেশ।

দিল। শত্রুধ্বংস ক'র্‌তে একটু বিলম্ব হবে ! আপাততঃ নিজের ধ্বংস আগে কর। তারপর ধীরে সুস্থে বিচার ক'রে, শত্রু-ধ্বংস ক'রো।

গাজি। কে তুই শয়তানী, নিশীথে বন্দীগৃহে ব্যঙ্গ ক'র্‌তে এসেছিস্ ?

দিল। কে আমি,—চিন্‌তে পার্‌ছ'না নেমক্-হারাম ! যা'র অন্নে ঐ দেহের পুষ্টিসাধন ক'রেছ, সেই আলম্‌গীরের ভগ্নী, তাইমুরের মা—আমিই সেই দিলবাহার। এতদিন পরে ভ্রাতা-পুত্রের হত্যার প্রতিশোধ একসঙ্গে নিতে এসেছি। হাঃ—হাঃ—হাঃ—কি আনন্দের দিন ! (ছুরিকা দেখাইয়া) কেমন ? সেদিনের কথা মনে পড়ে ? যেদিন আলম্‌গীরের বক্ষো-রুধিরে—রক্তলোলুপ কুক্কুর—এইবার—(গাজির বক্ষে ছুরিকাঘাত করিলে হস্তবদ্ধ শৃঙ্খল-দ্বারা গাজিও দিলবাহারের মস্তকে আঘাত করিলেন। দিলবাহার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন আর সঙ্গে সঙ্গে গাজিরও পতন।)

গাজি। (কাত্‌রাইতে কাত্‌রাইতে) ইব্রাহিম,—আমি যাচ্ছি। —তুমি এর—প্রতিশোধ নিও !—উঃ !—বিষ—উগ্র—বিষ—বড়—জ্বালা—জ্বলে—গেল। —উঃ—খোদা—ঋণ—প-রি-শো-ধ—(মৃত্যু।)

[আফগান প্রহরীবেশে মেহেরার প্রবেশ ও ক্ষিপ্রহস্তে ইব্রাহিমকে শৃঙ্খলমুক্ত করন।]

ইব্রাহিম। খুন ক'র্‌লে—খুন ক'র্‌লে—

মেহেরা। (মুখ চাপিয়া ধরিয়া) চুপ্ কর—চেঁচিও না—আমি তোমার স্বপক্ষ। ছদ্মবেশে তোমার উদ্ধারের জন্য এসেছি। চ'লে এস—এক লহমা দেরী হ'লে, তোমার আমার জীবন বিপন্ন হবে ;—খুব হুঁসিয়ার :

[ইব্রাহিমকে টানিয়া লইয়া মেহেরার প্রস্থান। পরে সদ্যোজাগ্রত প্রহরীগণের প্রবেশ ও "হত্যা—খুন" বলিয়া চীৎকার। আমেদশা, ওয়ালীখাঁ, সুজাদ্দৌলা, নজিবুদ্দৌলা, রহমৎ, শা-আলম্ ও কাশীরাও প্রভৃতির প্রবেশ এবং সকলে চমৎকৃতভাবে চাহিয়া রহিলেন।]

আমেদ দিল—দিল। অসাড়—নিস্পন্দ—(নাসিকায় হাত দিয়া পরীক্ষা করন।) এখনো প্রাণ আছে—এখনো প্রাণ আছে—ওয়ালিখাঁ, হকিম ডাক—হকিম ডাক।

[ওয়ালীখাঁ প্রস্থানোদ্যত ও পছন্দখাঁ দরবেশের প্রবেশ।]

পছন্দ। এই নিন্—এই জল বেগমসাহেবার মুখে ছিটিয়ে দিন,—এখনই জ্ঞান হবে।

[আমেদশার তথাকরণ ও দিলবাহারের উপবেশন।]

পছন্দ। আর ভয় নেই। শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করুন।

আমেদ। বাঁদী—বাঁদী—(বাঁদীগণের প্রবেশ) বেগমসাহেবাকে নিয়ে যাও—শুশ্রূষা কর। (বাঁদীগণের তথাকরন।)

সুজা। কি লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড !

নজিবু। কি ষড়যন্ত্র।

শাআলম্। পাপীর উপযুক্ত দণ্ড খোদা, নিজের হাতে দিয়েছেন।

রহমৎ। ন্যায়-সঙ্গত ঋণ পরিশোধ !

কাশী। আজ একটা শিকারের মত শিকার হয়েছে !

ওয়ালী। খোদার বিচারে একটুও গলদ নেই : কিন্তু আর একজন

পালিয়েছে ' বোধ হয়, শত্রুরা আফগানের চক্ষে ধূলো দিয়ে, চতুরের উপর চতুরালি খেলেছে ।

আমেদ । তাইত, তাইত ; নিশ্চয় প্রহরীদের ত্রুটীতে এই রহস্যের অভিনয় হ'য়েছে। ওয়ালীখাঁ, রহমৎখাঁ, সশস্ত্র প্রহরী সঙ্গে নিয়ে অনুসন্ধান কর—চারিদিকে লোক পাঠাও ! (ওয়ালী ও রহমৎখাঁর প্রস্থান।) এ শান্তিভঙ্গের দায়ী আমি। প্রহরীগণ, মৃতদেহ স্থানান্তরিত কর ! (প্রহরীগণের তথাকরন।) আপনারা আমার অতিথি ; আপনারা যাতে নিরাপদ থাকেন, সে বিষয়ে সচেষ্ট থাক্‌তে আমাকেই হবে। তবে আমার এই অনুরোধ, সকলে সশস্ত্র—সজ্জিত থাক্‌বেন ; কারণ, বিপদ কখন কোন্ মূর্ত্তি ধ'রে আসে, বলা যায় না।

[আমেদশা ও পছন্দখাঁ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।]

আমেদ । (পছন্দ খাঁর প্রতি) আসুন—কথা আছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

[পরিখাবেষ্টিত ভরতপুর-দুর্গদ্বার-সম্মুখ ক্ষুদ্র সেতুর উপর দাঁড়াইয়া, সূর্য্যমল্ল রুদ্ধদ্বারের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছেন।]

সূর্য্যমল্ল । ডেকে ডেকে গলা ভেঙে গেল, কেউ উত্তর দিলেনা। "তুমি কে ?" একথা কেউ ডেকেও জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে না। অথচ আমারই বাড়ী,—আমারই সম্মুখে আমারই গৃহের দ্বাররুদ্ধ—চমৎকার। (পরিক্রমণ) গৃহাগত অপরিচিতকেও লোকে সাদর-সম্ভাষণ করে। আর আমার প্রসাদভোজী—আমার অনুগ্রহপ্রার্থী-আত্মীয়-স্বজন যারা—তাদের ব্যবহার

স্মরণ হ'লে আমি উন্মাদ হ'য়ে যাই—পরিখার অতল-তলে আশ্রয় নিয়ে আত্মঘাতী হই—(রাগে ও ক্ষোভে কাঁপিতে লাগিলেন। সহসা বংশীধ্বনি করন, কয়েকজন সৈনিকের প্রবেশ ও অভিবাদন।) সৈন্যগণ ! কামান দাগ'—দুর্গদ্বার চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে, তোমাদের চিরআকাঙ্ক্ষিত—গৃহে প্রবেশাধিকার লাভ কর ! যাও ! (সৈন্যগণের প্রস্থান।) এ ভিন্ন উপায় নাই। (কামান লইয়া সকলের প্রবেশ ও দুর্গদ্বারে স্থাপন।) নিশ্চয়ই তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু সে বাধা তুচ্ছ ক'র্‌তে হবে। তোমাদের ন্যায্য প্রাপ্যের জন্য হয়ত, আত্মীয়-স্বজনের বক্ষোরক্ত আবশ্যক হবে। তা'তে কেউ কুণ্ঠিত হবে ?

সৈন্যগণ। না।

সূর্য্যমল্ল। উত্তম ! তোমাদের পথ পরিষ্কার কর !

[সৈন্যগণ কামানে আগুণ দিতে উদ্যত, এমন সময়ে, ঝন্ ঝন্ শব্দে দুর্গদ্বার খুলিয়া গেল। সম্মুখে কল্যাণী ও পুরাঙ্গনাগণ। সৈন্যগণ পিছাইয়া গেল।]

কল্যাণী। দাও, দাও, নিজের ঘরে নিজের হাতে আগুণ ধরিয়া দাও ; আর তার জ্বলন্ত শিখায় নিজের জননী-ভগ্নী-স্ত্রী-কন্যাকে ছুড়ে ফেলে দাও—জীবন্ত পুড়িয়ে মার ; অক্ষয় পুণ্যের তোমাদের জয়-পতাকা উড়্‌বে—অনন্তকীর্ত্তি-গানে তোমাদের আকাশ-বাতাস ভরে উঠ্‌বে।

সূর্য্যমল্ল। কোন কথায় কর্ণপাত ক'রনা সৈন্যগণ ! স্মরণ কর, শুধু, স্মরণ কর, দীর্ঘকাল প্রবাসবাসের পর ঘরে ফিরে, ঐ তোমাদের জননী-ভগ্নি-স্ত্রী-কন্যার কাছে তোমরা কি

ব্যবহারটা পেয়েছ! শুধু, এই কথা স্মরণ ক'রে, উত্তেজিত হও—গৃহ শত্রুর ধ্বংসে অগ্রসর হও!

কল্যাণী। আমরা তোমাদের গৃহশত্রু না তোমরা তোমাদের গৃহশত্রু। জন্মভূমির অকৃতজ্ঞ সন্তান! দেশের শত্রুধ্বংস না ক'রে, দেশ-ধ্বংসের সুযোগ তাদের দিয়ে এলে—সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ভবিষ্যৎ, ঘোরান্ধকারে ঢেকে দিয়ে এলে। এমনি অভিসপ্ত তোমরা যে, দেশের সন্তান হয়ে দেশমাতাকে চিন্‌লে না, দেশবাসীকেও চিন্‌লে না!

সূর্য্য। কি ক'র্‌বো—যে দেশবাসীর জন্য প্রাণ দিতে ছুটে গিয়ে-ছিলেম, সেই দেশবাসী প্রত্যাখ্যান ক'রে ফিরিয়ে দিলে! উঃ! কি অপমান—! রাজপুত হ'য়ে, সে অপমানের তীব্র কশাঘাত পৃষ্ঠে ধ রে, তবুও সয়েছিলেম। কিন্তু আত্ম-বল-দৃপ্ত অন্ধ মার্হাট্টা আমাদের মত নগণ্য লোকের সাহায্য নিয়ে অপমানিত হ'তে চায় না!

কল্যাণী। পাগল! একের অপরাধে দেশের কথা ভুলে গেলে! তোমারই কোন অজ্ঞ ভায়ের বুদ্ধিবিপর্য্যয় দেখে, মর্ম্মাহত হ'য়ে, পরমপূজ্যা জননী-সম্মান শত্রুপদে অঞ্জলী দেবে? তোমার সম্মান এত বড় যে, দেশের সম্মানের স্থান তার পর্য্যায়ভুক্ত হ'তে পারে না? না, বাবা! তোমার মত লোকের এত বড় ভুল ক'র্‌লে চল্‌বে না—দেবতার মত পিতার মেয়ে হ'য়ে আমি, এত বড় ভুল তোমায় ক'র্‌তে দোব'না। এস বাবা,—এ ভুলের সংশোধন কর্‌বে এস—

[কল্যাণী সূর্য্যমল্লের হাত ধরিয়া লইয়া গেলেন ও তৎ পশ্চাতে সকলের প্রস্থান।]

পঞ্চম দৃশ্য।

শয়নাগার।

(শয্যার একান্তে বসিয়া হীরাবাই।)

গীত।

সে কেনরে থাকে দূরে।
সতত রাখিতে, হৃদয়-মাঝারে,
প্রাণের প্রয়াস যারে।
আপনার হ'তে পাইতে আপন
আপনা সপিনু করিয়া যতন,
সে কেনরে এত, হইল নিদয়,
চাহিল না তবু ফিরে।
আধ পথ হতে থেমে যায় গান,
হৃদয়-বীণার সুললিত তান,
ছিঁড়ে একাকার, কমনীয় তার,
শুধুরে বেদনা স্ফুরে।

[ধীরে ধীরে বিশ্বাসরাওয়ের প্রবেশ।]

বিশ্বাস। হীরা!

হীরা। কে?—স্বামী! হুঁ; কি প্রয়োজনে মহাশয়ের এ শুভাগমন জান্‌তে পারি কি?

বিশ্বাস। মহাশয়ার দর্শনাশায়।

হীরা। তাহ'লে মহাশয়ের ভুল হ'য়েছে বল্‌তে হবে। এমন সৌভাগ্য অভাগিনী হীরাবাইয়ের বিধিলিপি নয়, বরং নবাব-পুত্রী মেহেরার বটে—!

বিশ্বাস। কি ব'লছ তুমি?

হীরা। যা সত্য তাই ব'ল্‌ছি। শোন স্বামি! আর আত্ম-গোপন

করবার চেষ্টা ক'রোনা। এ জগতে সবারই ভুল হয়। এ ভুল হয়তো তোমার নয়—আমার। আমি তোমায় চেয়েছিলেম—তোমায় পেয়েছি—সুখী হ'য়েছি। তুমি আমায় চাওনি—তাই সুখী হ'তে পারনি। যে যাকে চায়, সে যদি তাকেই পায়, তা'হ'লেই সুখ, নতুবা, দুঃখ ভিন্ন কিছুই নেই। তুমি মেহেরাকে চাও, মেহেরা তোমায় চায়—তোমাদের এ সুখের অন্তরায় হ'তে চাই না।

বিশ্বাস। কিন্তু—কিন্তু, তুমি যে আমার স্ত্রী—তোমার মুখে একি কথা?

হীরা। মনে ক'রেছ, তোমার স্ত্রীর উপরে তোমার যেটুকু কর্ত্তব্য, সেইটুকু ক'রে যাবে তুমি? এও মনে রেখো স্বামি! স্ত্রীর উপর স্বামীর যেমন কর্ত্তব্য আছে—স্বামীর উপর স্ত্রীরও তেম্‌নি কর্ত্তব্য আছে। স্ত্রী শুধু বিলাসের খেলনা নয়—সে যে সহধর্ম্মিণী—ধর্ম্মে কর্ম্মে সাহায্যকারিণী—এযে তার অধিকার।

বিশ্বাস। আমায় তুমি ভুল বুঝেছ, হীরা! সত্য আমি মেহেরাকে ভালবাসি, তবুও, একদিনের জন্যও তার দেহের কামনা করিনি। সে মুসলমানী; আর আমি হিন্দু—বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। ইন্দ্রিয়-লালসার পরিতৃপ্তির জন্য মুসলমান হ'য়ে আমার বংশগৌরব ধ্বংস ক'রতে পারি না। তোমার স্থির-বিশ্বাস;—আমি তোমায় ভালবাসি না। আমি তোমায় অন্তর দিয়ে ভালবাস্‌বার চেষ্টা ক'রেছি,—মৌখিক ভালবাসায় তোমায় আদর ক'রতে পারিনি;—তাই তোমার এ অভিমান।

হীরা। স্বামীর কর্ত্তব্য স্ত্রীকে সুখী করা—স্ত্রীর কর্ত্তব্যও তাই—

স্বামীকে সুখী করা। যে না করে—সে নারী নারীই নয়! কিন্তু বড়ই দুর্ভাগিনী আমি—চেষ্টা ক'রেও তোমায় সুখী ক'র্‌তে পারিনি—সুখী হ'তেও দেখিনি। সর্ব্বদা কিসের চিন্তায় যেন বিভোর থাক। পরে, যেটুকু সংগ্রহ ক'র্‌লেম্‌, সেইটুকু নিয়ে, মেহেরাকে তোমার সঙ্গে, মিলিয়ে দিতে গিয়েছিলেম—ভাবলেম এবার বুঝি আমার কর্ত্তব্য শেষ হোল'; কিন্তু তোমার ভাব দেখে মনে হ'লো—হয়, তুমি তাকে ভালবাসনা, নয়, আমার সঙ্গে কপটতাচরণ ক'র্‌ছ। তারপর, যেদিন তোমার অজ্ঞাতসারে, তোমারই মুখে, সব শুন্‌লেম; সেইদিন থেকে শুধু বুঝেছি, কেবল তুমি আমায় স্তোক-বাক্যে ভুলিয়ে রাখ্‌তে চাও। আজও কেবল সেই ভোলান কথাই শুন্‌ছি ব'লে যেন আমার বোধ হ'চ্ছে।

বিশ্বাস। বেশ, বিশ্বাস না হয়, নাই-ই ক'র্‌লে! আমি আমার কর্ত্তব্য ক'র্‌লেম। এর জন্য যদি তোমায় কোনদিন অনুতপ্ত হ'তে হয়—সে দোষ আমার নয়। তবে মেহেরা—হাঁ—কি জানি কেমন ক'রে, সে আমার স্মৃতিতে জড়িয়ে থাকে, তা আমি ব'ল্‌তে পারিনা। তাই ব'লে আমার ধর্ম্ম-পত্নীর উপর—না থাক্‌—আগেই তা ব'লেছি। এইটুকু—শুধু এইটুকু জেনে রাখ—স্বার্থ বলি না দিলে প্রেমের মর্ম্ম বোঝা যায় না। প্রেমে ও কামে স্বর্গ-নরক প্রভেদ—প্রেম আত্মদান ক'রেই সুখী হয়, আর কাম, কেবল প্রতিদান চায়। [প্রস্থান।

হীরা। তবে কি তোমার কথাই সত্য! আমি কেবল সন্দেহের আগুন জেলে, জলে পুড়ে ম'র্‌ছি। ওগো ব'লে যাও—আর একবার ব'লে যাও—তুমি আমায় ভালবাস। আমি তোমার চরণতলে লুটিয়ে প'ড়ে আমার কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করি।

(ধীরাবাইয়ের প্রবেশ ।)

ধীরা । বৌমা, তোমার আচরণে আমি বড়ই ব্যথা পেয়েছি। যে আগুণ তুমি নিজের হাতে জ্বেলে, নিজে জ্ব'লে পুড়ে মরছ', সেই আগুণে তুমি অপরকেও পোড়াতে চাও ? ধর্ম্ম-পত্নী হ'য়ে, তুমি তোমার পতির হৃদয় জয় ক'রে, আপন-জনকে আপনার ক'রে নিতে পার্‌লে না ! আর একজন তোমার হৃদয় হ'তে তোমারই হৃদয়-দেবতাকে, অনায়াসে আয়ত্ত ক'রে আপনার ক'রে নিলে—তোমার নারীত্বকে ব্যর্থ ক'রে দিলে ! জাগো নারী ! তোমার নিদ্রালসতাকে ঝেড়ে ফেলে চেয়ে দেখ— সম্মুখে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী—জয় ক'র্‌তে তাকে তোমাকেই হবে—অগ্রসর হবে এস ? [হীরাকে লইয়া প্রস্থান ।

ষষ্ঠ দৃশ্য ।

মারহাট্টা-শিবির বহির্ভাগ ।

[গড়খাইয়ের মধ্যে কতিপয় আফগান-সৈন্য সিঁদ কাটিয়া মার্হাট্টার খাদ্যদ্রব্য অপহরণ করিতেছে এবং দিলবাহার পাহারা দিতেছেন ।]

দিলবা । খুব হুঁসিয়ার ! নিঃশব্দে অন্ধকারে মিশে, খুব তৎপরতার সহিত কাজ কর । কোন ভয় নেই ! এদিকে প্রায় কেউ আসে না । (পরিক্রমণ) খাদ্যের তুল্য শক্তি নাই ! সে শক্তি হারালে, মার্হাট্টা কতক্ষণ যুঝ্‌বে ? অগ্নিশিখায় শলভের ন্যায় ছাই হয়ে যাবে । উপযুক্ত প্রতিশোধ নেওয়া হবে । যা' দেখে মানুষ স্তম্ভিত হ'য়ে যাবে—ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত ক'র্‌বে—অহোরাত্র যা' একটা বিভীষিকার মত স্মরণ ক'রে, আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌বে ।

১ম সৈন্য। সর্ব্বনাশ!

দিলবা। কি—কি?

১ম সৈন্য। বোধ হয় সাড়া পেয়েছে। কি একটা ছায়ায় মতন হঠাৎ নড়ে উঠ্‌লো; যদি মানুষ হয় তাহ'লে ত' গেছি আমরা!

দিলবা। দূর্ পাগল! ও আর কিছু হবে। নে নে কাজ কর্—কোন ভয় নেই—নিশ্চিন্তমনে কাজ কর্? (সৈন্যগণের আদেশ পালন এবং দিলবাহারের পরিক্রমণ।) যে সূচিভেদ্য অন্ধকার, নিজের হাত পা গুলো তাই ভাল দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে না। ভালই হ'য়েছে—গুপ্তকার্য্য সাধনের এই উপযুক্ত সময়, শত্রুর সর্ব্বনাশ ক'র্‌বার, এর মত মূল্যবান্ সময় আর নেই। আমাদের উপর টেক্কা মেরে, বড় একটা চাল চেলে এসেছে —এবার তার সুদ শুদ্ধ আদায় ক'র্‌বো, তবে ছাড়্‌বো। হাতে মার্‌তে পারিনি কিন্তু এবার ভাতে মারবো—

[এমন সময় খট্ খট্ শব্দ হইল—সৈন্যগণ চম্‌কিয়া উঠিল।]

১ম সৈন্য। ও কিসের শব্দ?

দিলবা। ও কিছু নয়। বিলাসী মার্হাট্টার আবার চোখ আছে! তা' যদি থাক্‌তো, তা'হ'লে, তাদের নিজের সর্ব্বনাশ স্বচক্ষে দেখ্‌তো না? আর জান্‌বেই বা কি ক'রে? ও আস্তাবলে ঘোড়ার পায়ের শব্দ ভিন্ন অন্য কিছু নয়। (পরিক্রমণ।)

[সৈন্যগণের নিম্নস্বরে কথোপকথন।]

১ম সৈন্য। নিশ্চয়ই জান্‌তে পেরেছে।

২য় সৈন্য। আমারও তাই সন্দেহ হ'চ্ছে।

৩য় সৈন্য। ঐ দেখ্ না, ঐ ফুটোটার ভিতর দিয়ে নজরটা চালিয়ে, আলো কি রকম ছুটোছুটি ক'র্‌ছে।

১ম সৈন্য। হুঁ—তাইত—সর্ব্বনাশ! নিশ্চয় জান্‌তে পেরেছে। আমা-দের আর জান্‌ নিয়ে দেশে ফির্‌তে হবেনা।

[কতকগুলি মারাঠা-সৈন্য লইয়া ধীরাবাইএর প্রবেশ।]

ধীরা। ঐ ঐ—ধর্‌—বাঁধ?

[সসৈন্যে দিলবাহারের পলায়ন চেষ্টা কিন্তু বিপরীত দিক দিয়া মশাল হস্তে সৈন্যগণসহ হীরাবাইএর প্রবেশ ও দিলবাহার সৈন্যগণসহ বন্দী হইলেন।]

হীরা। কোথায় পালাবে? যমের মুখে এসে পালাবার চেষ্টা। সৈন্যগণ রসদ শিবিরে নিয়ে যাও?

[সৈন্যগণের তথাকরণ।

ধীরা। মনে করেছিলে, চোরের মত মারাঠার সর্ব্বস্ব অপহরণ ক'রে, ধ্বংস ক'র্‌বে? কিন্তু উপরে ঈশ্বর আছেন—ধর্ম্ম আছেন। এত শীঘ্র অধর্ম্মের ভেরি বাজে না মুসলমানি! তোমাকে এর দণ্ড ভোগ ক'র্‌তেই হবে। (সৈন্যগণের প্রতি) নিয়ে এস।　　　　[সকলের প্রস্থান।

পটপরিবর্ত্তন।

শিবিরাভ্যন্তর।

[সদাশিব, বিশ্বাস, মহাদেবজী, মলহর, পিলাজী ও দেবল প্রভৃতি বিষণ্ণমনে উপবিষ্ট।]

সদাশিব। সূর্য্যমল ঠিকই ব'লেছিল। শিবাজীর প্রদর্শিত রণপদ্ধতিই মার্হাট্টার বিজয় ঘোষণা ক'রে দিত। খাদ্যপ্রাপ্তির পথে শত্রু বিঘ্ন হ'য়ে, দাঁড়াতে পার্‌তো না। বরং সে ক্ষমতা আমাদের হাতেই থাক্‌তো।

পিলাজী। এখনও কি চেষ্টা ক'র্‌লে—?

সদাশিব। চেষ্টা? অসম্ভব! কোথায় দাক্ষিণাত্য, আর কোথায় হিন্দুস্থান। শিবাজীর অধীন মার্হাট্টারা স্বদেশে থেকেই, মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌তো; তাদের খাদ্য অনায়াসেই সংগ্রহ হোত'। রোহিল্লাদিগের অন্ন-পুষ্ট ব'লেই, আফগান আজ এত বলবান্। এই বান্ধবশূন্য দেশে আমাদের সাহায্য কর্‌বার কেউ নেই; তাই আমরা অর্দ্ধভুক্ত—অনশনক্লিষ্ট। নিজের ভুলে নিজের ফাঁদে ধরা পড়েছি, বেরোবার একটুও পথ রাখিনি; এখন বুকের রক্তে সে ভুলের সংশোধন ভিন্ন আর অন্য উপায় নেই!

মলহর। সন্ধির চেষ্টা দেখ্‌লে হয় না? শঠের সঙ্গে শঠতাচরণই কর্ত্তব্য।

সদাশিব। সে চেষ্টাও বহুপূর্ব্বে ক'রেছি রাওসাহেব! এখনো পর্য্যন্ত ফলোদয় হয়নি।

বিশ্বাস। তার কোন আশা আছে কি কাকা?

সদাশিব। কিছুইত, নাই বৎস! তবে সুজাদ্দৌল্লা যদি তার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি পালন করে তাহ'লেই আশা, নতুবা—

মহাদেবজী। শিবিরে যখন অর্থের—খাদ্যের অভাব উপস্থিত, তখন ভবিষ্যতের আশায় আর আমাদের সময় নষ্ট করা উচিত হ'চ্ছেনা। যত দিন অতিবাহিত হ'চ্ছে, ততই আমরা দুর্ব্বল হ'য়ে পড়্‌ছি। অনশনের সঙ্গে যুদ্ধ অপেক্ষা শত্রুর অস্ত্রে মৃত্যু শ্রেয়ঃ। চেষ্টার অসাধ্য কাজ নেই;—তার যদি কোন পুরস্কার থাকে—আমরা জয়ী হব'। আপনি আমাদের আদর্শ। আপনি যদি নিরাশ হ'ন, কে তবে সাহস ক'রবে? আসুন, শম্ভুদেবের শ্রীচরণে ফলাফল অর্পণ ক'রে কর্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

সদাশিব। বুঝি সব ! কিন্তু অনাহারে কে কতক্ষণ যুঝ্‌তে পারে ?

[সৈন্যগণের প্রবেশ ।

সৈন্যগণ। সেনাপতি মহারাজ ! আর আমরা শুকিয়ে থাক্‌তে পারিনা। আজ দুদিন আমরা উপবাসী। এভাবে মরার চেয়ে, যুদ্ধ ক'রেই মর্‌বো। আমাদের বীরের মতই মর্‌তে দিন ? দিন দিন আমরা শক্তিশূন্য—সংখ্যাশূন্য হ'য়ে পড়্‌ছি যে মহারাজ !

সদাশিব বড় আশায়—বহু যত্নে—দিবারাত্রি পরিশ্রম ক'রে, নিজের হাতে তোমাদের গ'ড়ে তুলেছি ;—তোমাদের গর্ব্বদৃপ্ত মুখ-পানে চেয়ে, কত সুখ কল্পনার ছবি এঁকেছি। কিন্তু আজ তোমাদের বিষাদ-কালিমাখা-মুখ যতই দেখ্‌ছি—অতীত ও বর্ত্তমানের সংঘর্ষে ততই আমার সব আশা—সব ভরসা চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে, নৈরাশ্যের অতলতলে নেমে চলেছে। ওঃ ! সেই একদিন আর আজ একদিন—বিষাদ-নৈরাশ্যের কি ভীষণ আক্রমণ।

দেবল। এতদিন এই ছদ্মবেশের আবরণে, নিজেকে লুকিয়ে রেখে কি ক'র্‌লেম্‌ ? দেশের কতটুকু কাজ ক'র্‌তে পার্‌লেম্‌ ? ধিক্‌ এ ছদ্মবেশে ! (খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন।) মা ! মা ! তোর এ অধম, অকৃতি সন্তানকে ক্ষমা কর্‌ মা ! এ মিলন আমার দ্বারা সম্ভবপর নয় মা !

সকলে। (সাশ্চর্যে) কে আপনি ছদ্মবেশী মহাপুরুষ ?

দেবল। মায়ের প্রত্যাদেশে, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য, 'দেবল' এই ছদ্মনামে, তোমাদের সঙ্গে, ছায়ার মত ঘুরেছি। কিন্তু হায় !—কোথায় সফলতা !

সকলে। হিন্দু-মুসলমানের মিলনে আপনার কি স্বার্থ ?

দেবল। হা অবোধ! এখনো আঁধার টুট্‌ল না—মোহ ছুট্‌ল না—স্বার্থ আমার নয়—স্বার্থ দেশের। প্রজাপুঞ্জের সম্মিলনে, অন্য কোন শক্তি, তোমাদের কেশাগ্র স্পর্শ ক'র্‌তে, সাহস কর্‌বেনা—তোমাদের মানসম্ভ্রম শত্রুর পদস্পৃষ্ট হবেনা। মনে রেখো, জাতিগত—ধর্ম্মগত বিদ্বেষে, দেশের মঙ্গল হয় না।

সদাশিব। হে মহান্‌। সে পথের দ্বার যদি রুদ্ধ না থাকে, তা'হ'লে প্রস্তুত আমরা।

দেবল। সে পথ রুদ্ধ। স্বার্থপর সে দ্বারের দ্বারী। অসি সাহায্যে সে পথ পরিস্কার ক'র্‌তে হবে। প্রস্তুত হও!

সদাশিব। তবে তাই হোক্‌। যুদ্ধ ভিন্ন যখন গতি নেই, তখন আর বৃথা আশ্বাসে চুপ ক'রে বসে থাকি কেন। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার মত শেষবার প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে দেখি, শত্রুধ্বংসের কোন পথ পাই কিনা!

দেবল। ধৈর্য্য হারিও না বৎস! সমস্ত ধৈর্য্য – সমস্ত সাহস একত্রিত ক'রে অগ্রসর হও—অচিরে জয়ী হবে!

সদাশিব। তবে যাও ভাই সব, ভাণ্ডার উন্মুক্ত কর! শেষবার উদর পূর্ণ ক'রে আহার গ্রহণ কর? দেখো, সাবধান! কেউ যেন অর্দ্ধভুক্ত না থাকে! রজনীর শেষ মুহূর্ত্তে যুদ্ধারম্ভ স্থির জেনো? (সদাশিব, বিশ্বাস ও দেবল ব্যতীত সকলের প্রস্থান।) যে শস্য আছে, তাতে উদরপূর্ত্তি ক'জনের হবে?

[বন্দিনী দিলবাহারকে লইয়া ধীরাবাইএর প্রবেশ।]

ধীরা। চোরের শাস্তিদাতা একমাত্র রাজা। প্রজার এতে কোনো অধিকার নেই।

সদাশিব। এ আবার কি রহস্য! কে এ নারী?

ধীরা। বন্দিনী আফগানেশ্বরী।

সদাশিব। আফগানেশ্বরী! বন্দিনী! সে কি?

ধীরা। ইনি সম্প্রতি চৌর্য্যবিত্তায় হাত পাকাবার আশায়, মার্হাট্টা-শিবিরে দুর্ভিক্ষের প্রসার জমাবার কামনায়—নৈশ প্রকৃতির নিস্তব্ধতার মাঝে ডুবে, মার্হাট্টা-শস্য-ভাণ্ডারে সিঁদ্ দিতে এসেছিলেন। দুর্ভাগ্য—ধরা পড়েছেন!

সদাশিব। এত নীচমনা আফগানেশ্বরী! স্বপ্নেও ভাবিনি? এই জাতি আবার ধর্ম্মের বড়াই করে—ছিঃ! নারি! তোমার সাহসের প্রশংসা করি! এই ঘোর অন্ধকারে, শত্রু-শিবিরে আস্‌তে, বুক একটুও কাঁপেনি—শত্রু ব'লে একবার মনেও পড়েনি? এই ঘৃণিত মুখ জগতে কেমন ক'রে দেখাবে? ভেবেছিলে, আত্মগোপন ক'রে পাপ-অভিনয় নির্ব্বিঘ্নে সমাধা ক'র্‌বে? কিন্তু ধর্ম্ম ব'লে একটা কথা, একেবারে কি বিস্মৃত হ'য়েছ? মানুষের চক্ষুকে প্রতারিত ক'র্‌তে পার, কিন্তু আর একজন আছেন, তাঁকে প্রতারিত করা তোমার স্থায় ক্ষুদ্র-শক্তির কর্ম্ম নয়; তাঁর জয় অনিবার্য্য। হায় নারী—নিতান্ত হতভাগিনী তুমি! তোমায় বল্‌বার আমার কিছুই-নেই।

দিলবা। বন্দিনী আমি—দণ্ড গ্রহণে বাধ্য। বাধ্য না হ'লেও, বর্ব্বর মারহাট্টা, জোরজবরদস্তিতে বাধ্য করাবে। জানি—অসভ্য, নীচ কৃষক অপেক্ষা অধম তারা। অবাধ্য হ'লে, অপমানের শেষ নিগ্রহটুকু ভোগ ক'র্‌তেই হবে, এ ভিন্ন যখন উপায় নেই, তখন দণ্ডপ্রদান কর, মাথা পেতে নিচ্ছি। কিন্তু শ্লেষ শুন্‌তে প্রস্তুত নই।

সদাশিব। হুঁ! শুনেছি, পর্দ্দার বাইরে এলে তোমাদের মাথা কাটা

যায়! আর এ বুঝি পর্দ্দা দিয়ে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে এসেছ! সম্মানটাকে উচ্চস্তরে তুলে ধরেছ? বোধ হয়, আমেদের অজ্ঞাতে কিংবা আজ্ঞাতে, এ কর্ম্মের বোঝা মাথায় তুলে নিয়েছ! তাই যদি হয়, যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের মিলন ব'ল্‌তে হবে বটে! আমেদশা, এটা স্থির সত্য ব'লে মনে ক'রেছে যে, মার্হাট্টা রমণীর সম্মান রাখ্‌তে জানে—তার স্বার্থে আঘাত ক'র্‌বে না। ভুল, একটা কত বড় ভুল ক'রে বসেছ! আর সে সুসময় নেই—এ বড় দুঃসময়—মার্হাট্টার মতিগতির একটু বৈলক্ষণ্য ঘটেছে। নারি, তোমার শাস্তি কি জান—যাদের এত নীচ বলে ঘৃণা ক'র্‌লে, তাদেরই ভৃত্যদের বিলাসের সামগ্রী হ'য়ে ঐ উচ্চ জীবনটাকে ঘৃণার নীম্নস্তরে নামিয়ে দাও!

দিলবা। স্বভাবের উপযুক্ত কথা বটে! কিন্তু নারী, নারীর সম্মান কেমন ক'রে রাখ্‌তে হয়, তা' জানে!

সদাশিব। জানুক না জানুক—কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। তোমরা যে প্রথার অনুসরণ কর, সে প্রথার পক্ষপাতী আমরা নই, আপাততঃ তোমাদের দেখে শিখেছি;—আমাদের সনাতন ধর্ম্ম—ক্ষমা।

দিলবা। অপমানের শেষ-সীমায় যে দাঁড়িয়েছে, তাকেও কি একথা বিশ্বাস করতে হবে?

সদাশিব। আফগানের মত মার্হাট্টা অত কামুক নয়—ইন্দ্রিয়াসক্ত নীচ-প্রবৃত্তির ক্রীতদাস নয়! যা'দের ঘরে নারী জননীরূপে জগদ্ধাত্রী—সহধর্ম্মিণীরূপে সর্ব্বকর্ম্মে সাহায্যদাত্রী—ভগ্নি-কন্যারূপে শুশ্রূষাকর্ত্রী। তারা জানে, নারীর স্থান কোথায়—কত উচ্চে। যে দেশের আবাল-বৃদ্ধ-যুবা, নারী-সম্মান-

রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অকাতরে প্রাণ উৎসর্গ করতে পারে; সে দেশবাসী নারীর নারীত্ব রক্ষা ক'রতে জানে। তারা সব ত্যাগ ক'রতে পারে—ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রতে পারেনা।

বিশ্বাস। তাই করুন কাকা, তাই করুন! মার্হাট্টার সব যাক্—ধর্ম্ম থাক্।

দেবল। আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখি, যদি হিন্দু-মুসলমানকে একসূত্রে বাঁধতে পারি;—হয় চিরদিনের মত মিলন—না হয় চির-দিনের মত বিচ্ছেদ।

সদাশিব। তবে তাই করুন! সন্ধির উপহার মার্হাট্টা আর একবার আফগানকে দিক্;—যদি তারা মানুষ হয়—এর মর্ম্ম বুঝবে। এই পত্র নিন্—এই শেষ—স্পষ্ট ব'লে দিয়ে আসুন! যাও নারী তোমার ঘরে; শত্রু তোমার সম্মান ফিরিয়ে দিচ্ছে।

দিলবা। শত্রু!—এমন শত্রু আফগানের বহুভাগ্যে মিলেছে—যারা হাতে পেয়ে প্রতিহিংসার স্ফূর্ত্তি পেতে দেয় না! শত্রু! এস্থান তোমাদের জন্য নয়—এর উপর যদি কোন উচ্চ স্থান থাকে, তবে সে তোমাদের!

দেবল। এস মা। (যাইতে যাইতে) মনে রেখো বৎস! একদিকে ধর্ম্মের সম্মান—অন্যদিকে দেশের কল্যাণ!

[দেবল ও দিলবাহারের প্রস্থান।

সদাশিব। যাও বৎস! সৈন্য সাজাও? বীরের খেলা দিতে প্রস্তুত হও! রজনীর শেষ মুহূর্ত্তে যুদ্ধ অনিবার্য্য। (বিশ্বাস রাওএর প্রস্থান।) (অর্দ্ধ স্বগতঃ) আহা, নিতান্ত বালক! জয়ের মুকুট প'রে বীরের মত যদি ফিরতে পারি—ভারত-সিংহাসনে তোমার অভিষেক ক'রে, পেশোয়ার সম্মুখে বিরাট চিত্রের মত যদি ধরতে পারি, তবেই ফিরবো। কিন্তু উপায় কই? ছলনার সাহায্যে

জয়ী হ'ব ? নাঃ, তা হ'তে পারে না ! বীরের মুখে কলঙ্কের ছাপ দোব ! তার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয় ! (প্রকাশ্যে) হাঁ, একটা কথা। বালক-বালিকা ও রমণীদের ভার তোমার উপর অর্পণ কর্‌লেম। দেখো, মহারাষ্ট্র-কুল-মর্য্যাদা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। একি ! তোমার মুখ অমন মলিন—চক্ষু অমন সজল—কেন—কি হ'য়েছে তোমার ?

ধীরা। কি হ'য়েছে আমার ? কেমন ক'রে ব'ল্‌বো নাথ, কি হ'য়েছে আমার। এই ক্ষুদ্র বুকের মাঝে সাগর উথ্‌লে উঠেছে—চক্ষে বর্ষার মেঘ ঘনিয়ে এসেছে—প্রাণের মাঝে মরুভূমি ধূ ধূ জ্বলে উঠেছে। রাত্রে বড় কুস্বপ্ন দেখেছি—বড় দুর্ঘটনা দেখেছি—তাই আতঙ্কে প্রাণ আমার, কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে। দক্ষিণ আঁখি নৃত্য ক'র্‌ছে—দক্ষিণ অঙ্গ স্পন্দিত হ'চ্ছে—স্বপ্নের দৃশ্য অমঙ্গলের আভাষ দিয়ে যাচ্ছে। বুঝি, আমার কপাল ভাঙে—বুঝি আমার সব যায়—

সদাশিব। এ মনের দুর্ব্বলতা ভিন্ন কিছুই নয়। তোমার ন্যায় বীরাঙ্গনাকে কি ব'লে বোঝাব ? সম্মুখে তোমার কত বড় কর্ত্তব্য, তা-কি বুঝ্‌ছ না প্রিয়তমে !

ধীরা। কি নিষ্ঠুর কর্ত্তব্য !

সদাশিব। কর্ত্তব্য নিষ্ঠুর হলেও, তবুও পালন কর্‌তে হবে। এস—

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

ভরতপুর—প্রাসাদকক্ষ-সম্মুখ।

(সূর্য্যমল্ল)

সূর্য্য। এই মেয়ে আমায় ক্ষেপিয়ে দিলে। এমন ক্ষেপিয়ে দিলে—যাঙ্

মাঝে আমার বংশ-মর্য্যাদা—আমার জাতীয় মর্য্যাদা—সব তলিয়ে গেল! নিজেই নিজেকে হারিয়ে ফেল্‌লেম্! কে যেন যাদু-যষ্টি-স্পর্শে, আমায় একেবারে বদ্‌লে দিলে! (পরিক্রমণ) একবার ত দেশের জন্য উন্মুক্ত প্রাণে ছুটে গিয়েছিলেম্—দেশের বিপদে, দেশবাসীকে বুকে তুলে নিতে গিয়েছিলেম্—আর তারা, পদাঘাতে এই বুক ভেঙে দিলে—! উঃ! কি সে অপমান্! সে কথা স্মরণ হ'লে—প্রজ্জ্বলিত অগ্নি-শিখার মত ধক্ ধক্ ক'রে উঠে বুকের অস্থি ক'খানা পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়ে যায়। (দুই হস্তে বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া) সে কি ভোল্‌বার কথা! মানুষ হ'য়ে তা কি পারে? নাঃ। সেধে যেচে অপমানের পশরা, মাথায় তুলে নিতে আর যাবনা!—আর যাবনা!—

[কল্যাণীর প্রবেশ।

কল্যাণী। সে কি বাবা! সবাই যে আপনার মুখ চেয়ে আছে।

সূর্য্য। ঠিক বলেছিস্ মা! সবাই যখন আমার মুখ চেয়ে আছে, তখন, আর ভুল পথে চলা হবেনা। মার্হাট্টা—কে তারা? তাদের জন্য কেন আমার স্বার্থ—আমার জাতির স্বার্থ—আমার দেশের স্বার্থ নষ্ট-কূপে নিমজ্জিত ক'র্‌বো! তাদের জন্য যে শক্তিক্ষয় ক'রে বিশ্ব-দ্বারে নিঃস্ব হ'য়ে ফিরতেম,—আমার জাতীয় গৌরবের জন্য সেই শক্তি রক্ষা ক'রে, তার ভিত্তি দৃঢ় করাই আমার কর্ত্তব্য। কেন তা জানিস্ কল্যাণী? আমার পিতৃ-পিতামহের এই সাধের রাজ্যটার শান্তি কেড়ে নিতে—নিরীহ প্রজাদের সর্ব্বস্ব হ'রে নিতে, দুর্বৃত্ত যবন যখন উন্মত্তের মত ছুটে আস্‌বে—তখন, এই শক্তি নিয়ে তার গতিরোধ ক'রে দাঁড়াবো—তার দর্প চূর্ণ ক'রে, ধ্বংস-

স্তূপে পরিণত ক'র্‌বো। তার আগে এই শক্তির অপব্যয় করা, মানুষ নামের অযোগ্য।

কল্যাণী। আর দেশের স্বার্থে—দেশবাসীর স্বার্থে পদাঘাত ক'রে, ব্যক্তিগত—জাতিগত স্বার্থ রক্ষাই মানুষ নামের যোগ্য ?

সূর্য্য। দূরে স'রে যা কল্যাণী ! কিছুই ভুলিনি ! ক্ষমা ক'র্‌তে আমি কাউকেও পার্‌বোনা মনে করেছিস্ তুই, যাদু যষ্টি-স্পর্শে আবার এই বৃদ্ধকে ভুলিয়ে, নূতন ক'রে গড়ে তুল্‌বি ? আমি সে নূতনের প্রয়াসী নই ;—আমি আমার পিতৃ-পিতামহের, সেই পুরাণ আদর্শটাই আঁকড়ে ধ'রে থাক্‌বো—তাঁদের সম্মান বজায় রাখ্‌তে, জগতের নিন্দা মাথা পেতে নোব'।

কল্যাণী। যে শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে, শত সহস্র শক্তির আবশ্যক হয় ; সেই শক্তিকে প্রতিহত ক'র্‌তে, তুমি একা দাঁড়াবে বাবা ?

সূর্য্য। হাঁ, আমি একাই দাঁড়াব'। এটা মনে রাখিস্ কল্যাণী, শক্তির চেয়ে বুদ্ধির মূল্য অনেক বেশী। এর অভাবে জগতের শক্তিও শক্তিহীন হ'য়ে পড়ে।

কল্যাণী। বৃথা তর্ক ! হা দুর্ভাগিণী ভারত জননী ! বহুপুত্র-প্রসবিণী হ'য়েও তুমি পুত্রহারা ! পুত্ররূপী শত্রুর মুখে, নিজ বক্ষোরক্ত নিংড়ে, অমৃতধারা ঢেলে দিচ্ছ। তোমার সম্মান রাখ্‌তে কেউ নেই—

[বীরমল্লের প্রবেশ।

বীরমল্ল। অবশ্য আছে বোন্ ! মায়ের সম্মানরক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ ক'র্‌তে একজন আছে। পুত্র হ'য়ে সকলে কি পুত্রের কাজ ক'র্‌তে পারে ? বহু জন্মের বহু সুকৃতির ফলে এ কাজের অধিকারী হওয়া যায়, তা' কি জাননা দিদি? প্রতাপ, সংগ্রাম, জয়মল, এঁরা যে অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে গেছেন, সে কীর্ত্তি রাখ্‌তে সকলে কি প্রতাপ, সংগ্রাম, জয়মল হ'তে

পারে? দুঃখ কি ভগ্নি। এস আমরা দুই ভাই-বোনে, সাধনার এই উন্নততম পথে যাত্রা করি;—সহযাত্রিরা তোমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। তারা শুধু তোমার কাছে এইটুকু প্রত্যাশা করে—ভগ্নীরূপে সেবার কোমল কোলে তুলে নিতে, শক্তি-রূপে দুর্ব্বল বাহুতে শক্তি জাগিয়ে দিতে, মাতৃরূপে অন্ধ-সন্তানের হাত ধ'রে কর্ত্তব্যের পথ দেখিয়ে দিতে—শুধু এইটুকু তারা প্রত্যাশা করে—

কল্যাণী! এ সৌভাগ্যের অধিকারী হবার সুযোগের চেয়ে বড় সুযোগ আর নেই। এস ভাই, এ পথের যাত্রী হ'য়ে আমার নারী-জন্ম সার্থক করি।

বীরমল্ল। তবে চল ভগ্নি! দ্বাপরের কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের মত উৎসাহের পাঞ্চজন্য বাজিয়ে, সকলকে মাতৃকার্য্যে মাতিয়ে দেবে চল?

(উভয়ের প্রস্থান।)

[সূর্য্যমল্ল বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া উভয়ের কথা শুনিতেছিলেন। তাঁদের প্রস্থানে সচকিতে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই থামিলেন, আবার কি ভাবিয়া দ্রুত চলিয়া গেলেন।]

অষ্টম দৃশ্য।

শিবির সম্মুখ।

[সুসজ্জিত সৈন্যদল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান, তাহারা যে গান গাহিতেছে, বিশ্বাসরাও একমনে তাহা শুনিতেছেন।]

গীত।

চল যাই সবে ছুটিয়া,
দিতে জননী দুঃখ মুছিয়া।
ডাকিছে মাতা আপন পুত্রে,
রাখিতে ধর্ম্মে পীড়ক হস্তে,

জীবিত থাকিতে আমরা ক'টী,
জননী মোদের অরাতি বন্দী ;
চল যাই সবে, চুপ কেন রবে,
যেখানে যে আছ মিলিয়া।
বিজয় মুকুট পরিয়া শিরে,
দাঁড়ায়ে মোদের বুকের 'পরে,
গর্ব্ব করে বিদেশী যবন,
অত্যাচারে হরে প্রাণ,ধন,
বীর-প্রাণ লয়ে, অপমান সয়ে,
থাকিব কি শুধু বাঁচিয়া ?
ঘুচাব বেদনা হৃদয়-রক্তে,
নামাখি কালিমা মোদের বক্তে,
লইব কাড়িয়া নিজের প্রাপ্য,
চিরদিনের সে যে গো ন্যায্য ;
রাখিব বজায়, মোদের রাজায়,
মায়ের চরণ স্মরিয়া।

বিশ্বাস। ক্ষান্ত হ'য়োনা বীরগণ! আবার গাও! এ জাতীয় মহা-সঙ্গীত গান ক'র্‌তে ক'র্‌তে, উল্কার মত ছুটে গিয়ে, শত্রুকে ধ্বংস ক'রে ফেল—দেশমাতার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ ক'রে, মনুষ্যত্বকে ধন্য কর!

[সদাশিব ও ইব্রাহিমের প্রবেশ তৎপশ্চাতে মেহেরা।]

সদাশিব। এ সময়ে তোমার মত একজন বন্ধুর আমার বড়ই অভাব হ'য়েছিল, জগদীশ্বর আমার সে অভাব মোচন ক'রে দিলেন —আবার তোমায় আজ ফিরে পেলেম। আনন্দে হৃদয় আমার ভরপুর—আশার আলোক-সম্পাতে উদ্ভাসিত ;—ইব্রাহিম! তুমি মুসলমান, আর আমি হিন্দু, তবু যেন মনে

হয়, আমরা একমায়ের সন্তান—দু'টি ভাই—(আলিঙ্গন) জয়োল্লাস কর সৈন্যগণ, জয়োল্লাস কর—আফগানের বুকে শঙ্কা জাগিয়ে দাও।

সৈন্যগণ। হর হর মহাদেও।

ইব্রাহিম। এ বালকের অসীম সাহসে, মৃত্যুর মুখ হ'তে ফিরে এসেছি; কিন্তু এক গুপ্তঘাতকের ছুরি, গাজির বক্ষঃপঞ্জর ভেদ ক'রেছে।

সদাশিব। গাজি মৃত?

মেহেরা। ত্রুটি মার্জ্জনা করবেন সেনাপতি! তাঁর মৃত্যুর আগে উপস্থিত হ'তে পারিনি—চারিদিকে শত্রু—

সদাশিব। ধন্য বালক, ধন্য তোমার সাহস! তুমি যে পুরস্কার চাইবে, সদাশিবরাও তা' দিতে কুণ্ঠিত নয়।

মেহেরা। পুরস্কার! আমি কি পুরস্কারের যোগ্য?

সদাশিব। হাঁ, তুমিই পুরস্কারের যোগ্য। বল—কি চাও?

মেহেরা। শুনেছি, মার্হাট্টার কথায় আর কাজে বড় নিকট সম্পর্ক! তবে প্রস্তুত হ'ন সেনাপতি, প্রতিজ্ঞা পালন করুন! আমি পুরুষ নই—নারী। আর আমার প্রার্থনার বস্তু—আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র। (ছদ্মবেশ ত্যাগ।)

সদাশিব। এ আবার কি প্রহেলিকা!

মেহেরা। প্রহেলিকা নয় সেনাপতি! অযোধ্যা-নবাব-নন্দিনী, প্রহেলিকার কথা বলে না। যা' বলে তা সত্য—অভ্রান্ত—

সদাশিব। শত্রুকন্যা! বন্দী কর!—না, না—এ আমি কি বলছি! তোমার কাজ তুমি ক'রেছ—আমার কাজ আমি করি। তুমি যার কাছে স্থানের ভিখারী—সে যদি দেয় তবেই—

এতে আমার কোন হাত নেই মা! বিশ্বাস, পিতৃব্যের সম্মান রক্ষা করিস্ বাপ! এস ইব্রাহিম। এস বীরগণ।

[সৈন্যগণসহ উভয়ের প্রস্থান।

মেহেরা। ওগো, সেদিনের মত আজ আর আমায় তাড়ায়ে দিয়ে আমার বুক ভেঙে দিও না।

বিশ্বাস। না মেহেরা, আর তোমায় তাড়াব না। তবে—সেদিন তাড়িয়েছিলেম কেন—শুন্‌বে?—শোন! তুমি জান কি মেহেরা, আমি বিবাহিত।—অথচ তুমি আমার সেই বিবাহিত পত্নীর সাহায্যে আমায় পেতে নদীবেগে ছুটে গিয়েছিলে। তুমি ভেবেছিলে যে, সে তোমার দুঃখে দুঃখী হ'য়ে, তোমায় আমায় মিলিয়ে দেবে। ভুল মেহেরা, ভুল! এ শুধু তার ছলনা—সন্দেহ তার সত্য কিনা—তারই পরীক্ষা।

মেহেরা। মানুষের মন, কেমন ক'রে জানবো—কেমন ক'রে বুঝ্‌বো

বিশ্বাস। অবশ্য তুমি না বুঝ্‌তে পার, কিন্তু আমি বুঝেছিলেম যেটুকু জান্‌তে পেরেছি—শোন। যেদিন সে জান্‌তে পার্‌লে—তুমি আমায় ভালবাস, আমি তোমায় ভালবাসি—সেই দিন হ'তে হিংসা তার মূর্ত্ত হ'য়ে, আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।

মেহেরা। এ তার ভুল হ'য়েছে। সে কি জানেনা যে একই আকাশ চন্দ্র-সূর্য্য—দুজনকেই স্থান দিয়েছে।

বিশ্বাস। এ কথা বল্‌লে তোমারও ভুল হয় মেহেরা! সত্য বটে একই আকাশে চন্দ্র-সূর্য্যের স্থান; কিন্তু উভয়ে কত বিভিন্ন—তাদের গতি কত প্রভেদ, তা কি ভেবে দেখেছ? ঘুণাক্ষরেও কেউ কা'কে দেখ্‌তে পারে না। যখন চন্দ্রের সময় হয়—

যখন সে মুখ খোলে ; তখন সূর্য্যের মুখ কি দেখা যায় ?—আবার যখন সূর্য্যের সময় হয়—যখন সে মুখ খুলে, তখন চন্দ্রের মুখ কি দেখ্‌তে পাও ? আর যদিও পাওয়া যায়—চন্দ্রকে দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারা যায়, স্বপত্নীর বিষে জর্জ্জরিত হ'য়ে, পালাতে পার্‌লেই যেন সে বাঁচে। অথচ, সে এত নিরীহ যে, কোনদিন সূর্য্যকে সে হিংসা করেনি বরং সূর্য্য তা'কেই হিংসা ক'রে আস্‌ছে।

মেহেরা। বুঝেও বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।

বিশ্বাস। এ আর বুঝ্‌তে পার্‌লেনা মেহেরা ? সূর্য্যের মত দাহ্যোজ্জ্বল রূপ নিয়ে হীরাবাই, তার স্বামীর হৃদয়-রাজ্য দগ্ধ ক'রে চলেছে ; আর চন্দ্রের মত বিমল, স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ রূপ নিয়ে মেহেরা, সেই দগ্ধরাজ্য সরস, স্নিগ্ধ ক'রে দিচ্ছে। পাশাপাশি ভোগের ও ত্যাগের কি মনোরমচিত্র ফুটে উঠেছে !

মেহেরা। (লজ্জাবনত মুখে) তোমার ভালবাসা সাগরের মত অনন্ত - অসীম। আমার সাধ্য কি তার বিন্দুমাত্র বুঝ্‌তে পারি। মুখে তুমি তিরস্কার—লাঞ্ছনা ক'রেছ, আবার হৃদয় ঢেলে ভালবেসেছ ; অথচ কণামাত্র জান্‌তে দাওনি !

বিশ্বাস। জান্‌তে না দিলেও তুমি মেহেরা, নবাব-পুত্রী হ'য়ে, অনন্ত সুখের আকর পিতৃগৃহ পরিত্যাগ ক'রে, ছদ্মবেশে, কাঙালের মত আমার পশ্চাতে ঘুরে বেড়াচ্ছ, মৃত্যুকে তুচ্ছ ক'রে কত ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হ'চ্ছ, কিসের জন্য তাকি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না ! কিন্তু, কি ক'র্‌বো ! যার আলোকে আমার হৃদয় আলোকিত, যার স্মৃতি আমার জীবন ধারণের একমাত্র উপায়, মরমের নিভৃততম প্রদেশে যার মূর্ত্তি রাজ-রাজেশ্বরী রূপে স্থাপিত ক'রে, প্রেম-পুষ্পাঞ্জলী দিয়ে অহর্নিশ যার পূজা

ক'র্‌ছি, যাকে মন-প্রাণ সব সমর্পণ ক'রে এসেছি,—আর আজ সেই আরাধ্যাদেবী আমার সম্মুখে—তাকে এই ক্ষণভঙ্গুর দেহটাকে দিতে পার্‌ছি না—এ কি কম পরিতাপ!

মেহেরা। বিশ্বাস—বিশ্বাস—আর ব'লোনা—তোমার প্রাণে কি যাতনা—তা আমি বুঝ্‌তে পারছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমার আত্মীয়-স্বজন এ পরিণয়ে আবদ্ধ ক'রেছে।

বিশ্বাস। তোমার বিশ্বাস হয় কি মেহেরা? যদি হয়, তবে শোন। এ দেহ আমার নয়—আমার মাতাপিতার; তাঁদেরই দেহ তাঁদেরই মনস্তুষ্টির যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি দিয়েছি। কিন্তু মন-প্রাণ আমার নিজস্ব—এ আমার সেই আরাধ্যাদেবীকে দিয়েছি—এতে যদি তার তৃপ্তি না হয়, তবে আমি কি ক'র্‌বো?

মেহেরা। এতদিন তোমার এ নীরব ভালবাসার মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারিনি—কিন্তু আজ বুঝেছি; তাই জান্‌তে পেরেছি, তুমি কি মর্ম্মন্তুদ যাতনা নীরবে সহ্য ক'রে, নিজেকে ধ্বংসের কোলে তুলে দিচ্ছো।

বিশ্বাস। মেহেরা, এই হতভাগ্যকে ভুলে যাও। কেন অব্যক্ত যাতনার অনল জ্বেলে, জ্বলে মর্‌বে—তার চেয়ে আর কাউকে বিবাহ ক'রে সুখী হও।

মেহেরা। হা পাষাণ, তোমার মুখে একথা! বিবাহ—মেহেরা, এ জীবনে আর কাউকে বিবাহ ক'র্‌বে না। সে কলঙ্কিনী নয়—প্রণয়িনী সে,—তার মর্য্যাদা রাখ্‌তে প্রাণ দেবে সে—তবু—

বিশ্বাস। ওহো—ও বুঝেছি! বিশ্বাসরাও ভিন্ন আর কাউকে তুমি

বরণ ক'র্‌বে না। অন্তরে যাকে পেয়েছ, বাহিরেও তাকেই পেতে চাও! কিন্তু কেমন ক'রে তা' হবে মেহেরা! তুমি মুসলমানী, আর, আমি হিন্দু। উভয়ের সমাজ তা' হ'তে দেবে কেন? বিশেষ আত্মীয়-স্বজনেরা—আজ যারা তোমায় আমায় স্নেহের চক্ষে দেখ্‌ছে, কাল তারা ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত ক'রে বিপরীত পথে চ'লে যাবে; সাক্ষাতে—অসাক্ষাতে উপহাস-বিদ্রূপ ক'র্‌বে—তা আমরা কেমন ক'রে সহ্য ক'র্‌বো মেহেরা? সে যে শাণিত ছুরিকার চেয়েও গভীর ক্ষতোৎপাদক—অধিক যন্ত্রণাদায়ক!

মেহেরা। আমি যদি হিন্দু হই, তবুও কি হিন্দুসমাজের এ অন্যায় আপত্তি এমনভাবে মাথা উঁচু ক'রে থাক্‌বে।

বিশ্বাস। তবুও থাক্‌বে মেহেরা, তবুও থাক্‌বে—হিমালয়কেও ছাড়িয়ে উঠ্‌বে!

মেহেরা। তুমি কিন্তু মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ ক'র্‌লে, মুসলমান-সমাজের কোনো আপত্তি থাক্‌বে না। বরং, সাদরে তোমায় মাথায় ক'রে রাখ্‌বে।

বিশ্বাস। তোমায় ভালবাসি সত্য—তাই ব'লে বিধর্ম্মী হ'বো?—না না, তা' হ'তে পারে না!

মেহেরা। বিশ্বাস—বিশ্বাস!—কি স্বার্থপর তুমি!

বিশ্বাস। সত্যই আমি স্বার্থপর। আমার মত স্বার্থপর—নরাধম এ জগতে আর নাই!

মেহেরা। সত্যই নাই। নতুবা জাতিধর্ম্মের দোহাই দিয়ে, ঈশ্বর প্রদত্ত পবিত্র প্রেমের পবিত্র বন্ধন ছিন্ন ক'রে, তাঁকে অপমান কর্‌বার সাহস রাখ? আর তিনি ভিন্ন ভিন্ন জাতি-ধর্ম্ম দিয়ে কি মানুষকে সৃষ্টি ক'রেছিলেন? তা যদি হয়,

তা'হলে ভিন্ন ভিন্ন দুনিয়া সৃষ্টি করা তাঁর উচিত ছিল। তা যখন করেননি তিনি, নিশ্চয়ই তাঁর কাছে জাতি-ধর্ম্ম ভেদ নাই। এ মানুষের নিজের সৃষ্টি।

বিশ্বাস। স্বীকার ক'র্‌ছি—জাতি-ধর্ম্ম মানুষের নিজের সৃষ্টি। কিন্তু বোধহয়—এর মূলে কোন গূঢ়-রহস্য নিহিত আছে—না থাক্‌লে,—এ ভিত্তি এতদিনে ভেঙে চূরমার হ'য়ে যেত' কবে। নিশ্চই কোন অদৃশ্য মঙ্গল—এই সৃষ্টির ভিত্তি দৃঢ় ক'রে রেখেছে।

মেহেরা। তাই এর মূলে আঘাত ক'র্‌লে পাছে নিজের স্বার্থহানি হয় - না?

বিশ্বাস। নিজের স্বার্থহানি! কি বল্‌ছ মেহেরা! নিজের স্বার্থ হ'লে, হাস্‌তে হাস্‌তে বিশ্বাসরাও জগতের মঙ্গল-যূপকাষ্ঠে—তাকে বলি দিত; কিন্তু, তার সঙ্গে যে আর দশজনের স্বার্থ বিজড়িত হ'য়ে রয়েছে। দেখ্‌ছ না—সকলেই আমার মুখের দিকে উন্মুখ হ'য়ে চেয়ে রয়েছে! তুমি কি বল মেহেরা, নিজের সুখের জন্য তাদের আশাভরসা পদদলিত ক'রে চলে যেতে হবে? তা' হয় না নারী! আজও বিশ্বাসরাও, অতটা হীন-স্তরে নেমে যেতে পারেনি—বিশেষতঃ, একটা তুচ্ছ নারীর জন্য—

মেহেরা। আর আমি তোমার জন্য জনক-জননী—সুখ-সম্পদ—মান-সম্ভ্রম সমস্তই পরিত্যাগ ক'রে এসেছি—

বিশ্বাস। এসেছ—কেন এলে নারী? আমি তো তোমায় আস্‌তে বলি নাই—আমায় ভালবাস্‌তেও তো বলি নাই—কেন তুমি আমায় এত ভালবাস্‌লে? আমার রূপমুগ্ধ না গুণমুগ্ধ হ'য়ে—কোন্‌টা তোমায় এত বেশী আকর্ষণ ক'র্‌লে?

মেহেরা। কোন্‌টী? যাকে তোমরা বল ঈশ্বরের দান—পবিত্র বন্ধন। যে বন্ধন ছিন্ন ক'র্‌বার সাধ্য কারো নাই—কোন জাতিয়তার দৃঢ়ভিত্তি তার অবাধগতি রোধ কর্‌তে পারে না—সেই পবিত্র প্রেমের—

বিশ্বাস। মিথ্যা কথা। দেহের কামনায় পাগল হ'য়েছ নারী! পবিত্র প্রেমের সার্থকতা কলুষিত কামে নয়—ত্যাগে! আত্ম-রক্ষা কর মেহেরা, আত্ম-রক্ষা কর। এখনও সময় আছে।

মেহেরা। আত্ম রক্ষা? তোমার কাছে!—

বিশ্বাস। ঠিক আত্ম-রক্ষা নয়—আত্ম-জয়। লোক-চক্ষুর সাম্‌নে আমরা হীন হ'তে যাব কেন? তাই বল্‌ছি মেহেরা, লালসার—কণ্ঠরোধ ক'রে আত্ম-জয় কর!—বুক্‌টা ফেটে যাবে—যাক্‌—জগতে একটা আদর্শ রেখে যাও!

মেহেরা। তবে কি মিলনের আশা দুরাশা মাত্র?

বিশ্বাস। তা কেন হতে যাবে? জীবনের এপারে মিলন—নাই বা হ'ল—জীবনের পরপারে তো হ'বে—! সে মিলনে কত মধু—কত তৃপ্তি—কত শান্তি! সে মিলনে বিচ্ছেদ নাই—আছে শুধুই মিলন। সে প্রেমে গরল নাই—আছে কেবল অমৃত। সে অমৃত, আকাঙ্ক্ষিত—তৃষিত হৃদয়কে অমরত্ব দান করে। সেখানে সমাজের কশাঘাত নাই—জাতীয়তার হুঙ্কার নাই। তার আকাশ প্রেমের আলোকে উদ্ভাসিত—তার বাতাস প্রেমের গানে মুখরিত—সে দেশ চিরপ্রেমময়—চিরমধুময়! সেখানে যাবার—অধিকার শুধু—প্রেমিকের—অপ্রেমিকের নয়! যেতে পার্‌বে না মেহেরা, সেখানে?

মেহেরা। যেতে পার্‌বো কি আমি?—সে অধিকার কি আমার আছে?

বিশ্বাস। সে অধিকার তোমার আছে! যাকে বাইরের দিক দিয়ে পেতে চাচ্ছ—তাকে তো প্রাণের ভিতর দিয়ে পেয়েছ। তবে দুঃখ কিসের? রিক্ততা তোমাকে তো শূন্য করেনি, তবে এত দৈন্য কেন? সে যে পূর্ণভাবে তোমায় পূর্ণ ক'রে রেখেছে! হতাশ হ'য়োনা মেহেরা! এই পূর্ণতাই তোমায় ঠেলে নিয়ে, আমার সহযাত্রী ক'রে দেবে—

মেহেরা। দেবে—দেবে—? (হস্তধারণ)

বিশ্বাস। বিশ্বাস কর মেহেরা! সম্মুখে আমার মহান্ কর্ত্তব্য—কর্ত্তব্য সমাপনে—আবার তোমায় আমায় সাক্ষাৎ হবে। স্থির জেনো—তখন আমাদের যাত্রা সুরু হ'য়েছে। তখন শুধু তুমি আর আমি—আমি আর তুমি—

মেহেরা। স্বামি—হৃদয়েশ্বর—

বিশ্বাস। হৃদয়েশ্বরী—

[মেহেরা বিশ্বাসের হাতখানির উপর চুম্বনরেখা দাগিয়া দিলেন তারপর আপনার বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন—ক্ষণকাল পরে ধীরে ধীরে ছাড়িয়া দিয়া বেদনাতুর কণ্ঠে বলিলেন।]

মেহেরা। বিদায়—

বিশ্বাস। না প্রাণাধিকে, বিদায় নয়—বিচ্ছেদ নয়, এ মহামিলনের পথে মহাযাত্রা!

নবম দৃশ্য।

আমেদশা'র রক্তবর্ণ শিবির।

[পালঙ্কে নিদ্রিত আমেদশা'—শিবির-সম্মুখে নবাব সুজাদ্দৌলা ও পত্রহস্তে কাশীরাও দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছেন।]

কাশী। সদাশিব আপনাকে অনুরোধ ক'রেছেন, যেন আপনি শাহের সঙ্গে মারাট্টার সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করেন।

সুজা। আমাকে ?

কাশী। হাঁ, আপনাকে।

সুজা। তাইত !—কি লিখেছে ?

কাশী। লিখেছেন, "মজ্জমান ব্যক্তি সম্মুখে যা পায়, তাই-ই ধর্‌তে চেষ্টা করে"। এখন আপনিই তাদের একমাত্র আশা-স্থল।

সুজা। হুঁ !

কাশী। আরও ব'লেছেন, "আপনার পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি পত্র যদি সত্য হয়, তা' হ'লে প্রস্তুত আমরা।"

সুজা। তারপর ?

কাশী। "যদি আমার সৈন্যদল, স্বদেশে নিরাপদে ফির্‌তে পায়, তবে যে কোন সর্ত্তেই প্রস্তুত আছি।"

সুজা। তাইতো ! আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে, বসে আছে ! সম্রাটকে এ বিষয় জানান আবশ্যক, কি বল ?

কাশী। নিশ্চয় !

[সুজাদ্দৌলা আমেদশা'কে জাগরিত করিলেন।]

আমেদ। (ব্যস্তভাবে) সংবাদ কি ?

সুজা। সন্ধি—

আমেদ। সন্ধি !—হুঁ—মার্হাট্টার হাত থেকে পাঠানকে রক্ষা কর্‌বার জন্য, নজিবুদ্দৌল্লা আমায় অনুরোধ ক'রেছেন ; তাই আমি এখানে এসেছি—তাঁদেরই জন্য যুদ্ধ কর্‌ছি। তাঁদের মত নেওয়া দরকার।

সুজা। (স্বগতঃ) নিজের দোষটা পরের কাঁধে তুলে দিয়ে, নিজেকে সাধু প্রতিপন্ন করা হচ্ছে—বাহাদুরি বটে ! (প্রকাশ্যে) কাশী, নবাব নজিবুদ্দৌলাকে খবর দাও। (কাশীরাওয়ের প্রস্থান।) (স্বগতঃ) দেখা যাক্, কতদূর কি হয় !

আমেদ। আপনার কি মত ?

সুজা। আমার নিজের মতে কি দরকার সম্রাট্! সকলেরই মতেই আমার মত।

[নজিবুদ্দৌলা ও কাশীরাওয়ের প্রবেশ।]

আমেদ। আপনি কি বলেন, আমরা সন্ধি করবো ?

নজি। না, না, শত্রু দুর্ব্বল হ'লে—সঙ্কটে পড়লে—সকল কথাই সে বলতে পারে—সকল দিব্যই সে ক'রতে পারে। দিব্যতো লোহ শৃঙ্খল নয়, যে বেঁধে রাখবে! ও একটা অসার-বাক্য মাত্র। বিশ্বাস করবেন না! তারা শত্রু—আমাদের পথের কণ্টক—এ কণ্টক উৎপাটনই শ্রেয়ঃ—

আমেদ। এইত রাজনীতি।

সুজা। তবে এর কোন উত্তর দেওয়া হবে না ?

নজি। কখনই না;—ভাও এবার ফাঁদে ধরা পড়েছে।

আমেদ। এই কোন্ হ্যায় ? (একজন প্রহরীর প্রবেশ ও অভিবাদন।) ওয়ালীখাঁকে ডেকে দে—জলদি ? (প্রহরীর প্রস্থান।) যুদ্ধ স্থির—আক্রমণের এই উপযুক্ত সময়। (ওয়ালীখাঁর প্রবেশ—ও অভিবাদন।) রজনীর শেষ মুহূর্ত্তে যুদ্ধ স্থির জেনো—সমস্ত সৈন্যদলকে সজ্জিত কর—এই নাও, এই নক্সা অনুসারে সৈন্যস্থাপন কর! রহমৎ খাঁ, আর সেই আফগান সর্দ্দার পছন্দ খাঁকে বলবে যে, তাদের প্রভুহত্যার প্রতিশোধ নিতে যেন প্রস্তুত থাকে।

ওয়ালী। যো হুকুম খোদাবন্দ!　　　　(প্রস্থান।)

[দেবল ও দিলবাহারের প্রবেশ।]

দেবল। এই নিন্ বাদশা, শত্রুর সওগাত!—সন্ধি করা না করা সে আপনার ইচ্ছা! (গমনোদ্যত ও ফিরিয়া) হাঁ, আর এই

নিন্,—এই শেষ পত্র ; এখনো বিবেচনা করুন। এর পর সময় আর পাবেন না। (প্রস্থান।)

[সকলে সাশ্চর্য্যে চাহিয়া রহিলেন।]

দিল। এমন শত্রুকে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে পাওয়া, আফগানের অনেক ভাগ্যের কথা। শত্রু-রমণীকে এমন ভাবে ফিরিয়ে দিতে পারে যারা, তারা এ মাটীর মানুষ নয়—বেহেস্তের পবিত্র মাটীতে গড়া। (প্রস্থান।)

আমেদ। তাইতো। খেলা বড় মন্দ নয় ; কিন্তু বোঝা দায়! কাশীরাও, দেখতো, পত্রখানির বুকের ভিতর কোন গুপ্তরহস্য আছে কিনা ?

কাশী। (পত্রখানি কুড়াইয়া পাঠ) "বাটি কানায় কানায় পূর্ণ—আর এক বিন্দুও ধর্‌তে পারে না। যদি কোন কিছু করা-যেতে পারে তো কর্‌বেন, এই আমার অনুরোধ। অতঃপর কথা বল্‌বার ও শোন্‌বার সময় হবে না।"

আমেদ। এর অর্থ ?

সুজা। অর্থ এই—কাশীরাও বল্‌ছে—মার্হাট্টা আমাদের উপর এসে প'ড়েছে—

আমেদ। তাই নাকি ? (নেপথ্যে কামান গর্জ্জন।) দেখ্‌ছি, আপনার ভৃত্যের কথা খুবই সত্য। (বাঁশী বাজাইয়া সঙ্কেত করণ ও আফগান-সৈন্যের "আল্লাল্লা-হো" শব্দে প্রবেশ।) সৈন্যগণ, কোরাণ স্পর্শে খোদার নামে শপথ কর, পার—প্রকৃত বিজয়ীর মত ফিরবে—নতুবা নয়। (সৈন্যগণের তথা করণ।) উত্তম! অগ্রসর হ'য়ে—শত্রুধ্বংস ক'রে, পূর্ণ-বিজয়ী হও। খুব সাবধান—দুর্দ্দান্ত শত্রু—

["আল্লাল্লা-হো" রবে সকলের প্রস্থান এবং নেপথ্যে কামান গর্জ্জন।]

দশম দৃশ্য।

[রণস্থল—ধূমান্ধকার—মুহুর্মুহু কামান গর্জ্জন—গোলাগুলির স্ফোটন শব্দ ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিতেছে। মার্হাট্টার "হর হর মহাদেও" ও আফগানের "আল্লাল্লা-হো" বা "দীন দীন" রব। পরিষ্কার হইলে দেখা গেল—রক্তাক্ত কলেবরে ভগ্ন অসি হস্তে বিশ্বাস রাওয়ের প্রবেশ।]

বিশ্বাস। অর্দ্ধভুক্ত—অনশনক্লিষ্ট মারহাট্টার তরবারির সম্মুখে দাঁড়াতে না পেরে, দুরাত্মা আফগান প্রতারণার জাল ফেলেছে। রণক্ষেত্রে আমার ও পিতৃব্যের মৃত্যু রটনা ক'রে দিয়েছে, ছদ্মবেশে বীরশ্রেষ্ঠ ইব্রাহিমের পানীয়ে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে—প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—কি বল্‌ব—আমার অসি ভগ্ন নতুবা—মিথ্যাবাদী শঠ-শয়তান আফগানকে দেখিয়ে দিতেম যে, বিলাসী অসংখ্য সৈন্যাপেক্ষা—অল্পসংখ্যক শিক্ষিত-সৈন্য যুদ্ধ জয় করে। কি বল্‌ব—একখানা অস্ত্র—যদি একখানা অস্ত্র পেতেম—। সাবাস্ মারহাট্টা, সিংহ-বিক্রমে আক্রমণ কর—পলায়িত আফগানের পশ্চাদ্ধাবন কর—ধ্বংস কর? শুধু একখানা অস্ত্র যদি পেতেম—সকলেই রণোন্মাদনার প্রবল-তরঙ্গে ডুবে গেছে—কেউ যদি একখানা অস্ত্র—শুধু একখানা অস্ত্র—

(তরবারি হস্তে বেগে হীরাবাইয়ের প্রবেশ।)

হীরা। এই নিন্—এই নিন্ অস্ত্র। আফগানকে দেখিয়ে দিন্, যে ভারতের কোমল উর্ব্বর ক্ষেত্রে কঠোর প্রকৃতি বীরের জন্ম হয়, সেখানে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধ-জয়াশা—বিড়ম্বনা মাত্র—

বিশ্বাস। (সাশ্চর্য্যে) কে হীরা—তুমি— ?

হীরা। হাঁ স্বামী—আমি ; আপনার সহধর্ম্মিণী—শুধু সহধর্ম্মিণী নয়, সহকর্ম্মিণী –

বিশ্বাস। সহকর্ম্মিণী ! তবে এস সহধর্ম্মিণী—এস সহকর্ম্মিণী, আজ যে কঠোর কর্ত্তব্য মাথা পেতে নিয়েছ—তার উদ্‌যাপন ক'র্‌তে হ'লে—এইরূপ নির্ভয়হৃদয়ে, এইরূপ বন্ধুর-পথে—এইরূপে অগ্রসর হ'তে হয়।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

যুদ্ধ-ক্ষেত্রের অপরাংশ।

[আমেদশা'র অর্দ্ধ-চন্দ্রাঙ্কিত পতাকা উড়িতেছে। পতাকামূলে বিষণ্নমনে আমেদশা উপবিষ্ট—সম্মুখে দিলবাহারের মৃতদেহ—চারিদিকে মার্হাট্টা-আফগানের মৃতদেহ—রক্তস্রোত বহিতেছে।]

আমেদ। এ, জয়ের চেয়ে পরাজয় যে ছিল ভাল! দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকে ন্যায়যুদ্ধে পরাস্ত ক'র্‌তে না পেরে, প্রতারণায় জয় ক'রেছি—তার শাস্তি খোদা এমন ভাবে না দিলে, তাঁর যে অবিচার করা হয়। এমন যুদ্ধপটু জাতির সঙ্গে জীবনে আর কখন যুদ্ধ করিনি: যদিও তারা অর্দ্ধভুক্ত—তাদের সম্মুখীন হয় ক'র সাধ্য—যেন এক একজন জ্বলন্ত লৌহ-মূর্ত্তি। যাদের সংঘর্ষে আজ আমি পুত্রহারা—শক্তিহারা—প্রাণাধিক পত্নী হ'তে চির-বিচ্ছিন্ন। (দিলবাহারের মুখ নিরীক্ষণ।) এমন ক'রে তোমায় কোনদিন তো দেখিনি—তুমি কি তাও বুঝিনি;—আজ যতই দেখ্‌ছি—যতই ভাব্‌ছি—যতই বুঝ্‌ছি—ততই তোমায় চিন্‌তে পারছি—তুমি কি ছিলে;—তুমি আমার বাহুর শক্তি—বুকের উৎসাহ—জীবনের বন্ধু,—পরামর্শে মন্ত্রী—সম্পদে বিলাস-সামগ্রী—বিপদে অভয়-দাত্রী। তুমি যে রাজার রাজ্য

ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার! তোমাহারা হ'য়ে, ভারতেশ্বর হ'য়েও আমার শান্তি নাই। কেন তোমার কথা শুনিনি, কেন সন্ধি করিনি—তাহ'লে তো তোমায় হারাতেম না! সদলবলে সদাশিবকে বিধ্বস্ত ক'রেছি বটে, কিন্তু আমার আত্মীয়-বান্ধবগণকে এ জীবনের মত হারালেম। আমার শক্তি-স্তম্ভ-স্বরূপ বাল্যবন্ধু সেই ওয়ালী খাঁ, এই যুদ্ধে গুরুতররূপে আহত—জীবনের আশা অতি অল্প। বহুদিন চিকিৎসাধীন থেকেও, যদি কোন মতে জীবনরক্ষা হয়; তবুও চিরতরে খঞ্জত্ব সে লাভ ক'র্‌বেই। এ দেশে এমন আত্মীয়-বান্ধব আর আমার কেউ নাই যে, দুটো মুখের কথায় সান্ত্বনা দেয়! উঃ, বুকের সব রক্তটুকু আমার নিঃশেষ হ'য়ে গেল! কিন্তু সংসার-রহস্য এমনি যে, বুকের ব্যথা চেপে রেখে মুখে হাসি ফোটাতে হবে;—নতুবা সব পণ্ড হবে।

(সুজাদ্দৌল্লার প্রবেশ।)

সুজা। সম্রাট। আজ আমরা সর্ব্বাংশে জয়ী—

আমেদ। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে অনেক অমূল্যরত্ন আমরা হারিয়েছি, তাদের তুলনাই হয় না! দু'লক্ষ মার্হাট্টার মধ্যে কেবল সিন্ধিয়া, হোলকার, আর গাইকোয়ার—এই তিনজন মাত্র পালিয়েছে। আমাদের মধ্যে গর্ব্ব ক'র্‌বার এক ওয়ালীখাঁ আর নজিবুদ্দৌল্লা ব্যতীত আর সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে অনন্ত-শয্যায়-শায়িত।

[একদল আফগান ধীরাবাই প্রমুখ মার্হাট্টা রমণীগণকে তাড়াইয়া লইয়া প্রবেশ।]

ধীরা। সাবধান যবন—অঙ্গ-স্পর্শ করিস্‌নি—ক'র্‌লে এই শাণিত-ছুরিকা তোদের বক্ষ ভেদ ক'রে দেবে!

আমেদ। বটে,—এত স্পর্দ্ধা! ক্ষান্ত হ'য়োনা সৈন্যগণ, জাতিভ্রষ্ট ক'রে বিলাসের দাসী করে নাও!

[সৈন্যগণ অগ্রসর হইল, ধীরাবাই প্রভৃতি রমণীগণ ছুরিকা উত্তোলন করিলেন।]

ধীরা। খবরদার!—একপা এগিয়েছ তো মরেছ—(সৈন্যগণ হঠিয়া গেল।) ভগ্নিগণ, কি দেখ্‌ছ! যবনের হাতে জীবনের চেয়ে বড় কুলধর্ম্ম কলুষিত হ'তে বসেছে—এক উপায় এখনো আছে—সে মৃত্যু। ঐ দেখ, তোমাদের পতি-পুত্র পরলোকে তোমাদের জন্য অপেক্ষা ক'রে আছে—যবনের পরিহাস উপেক্ষা ক'রে—চল তাঁদের সঙ্গে মিলিত হই—

[সকলের আত্মহত্যা ও বেগে মেহেরার প্রবেশ।]

মেহেরা। ঐ ঐ আমার দেশের শত্রু—স্বামির শত্রু—ওর রক্ত চাই-ই—(পিস্তল লক্ষ্য করণ।)

আমেদ। দুষমন—দুষমন্—বাঁধ—বাঁধ—

[সৈন্যগণের অগ্রসর হওন, মেহেরার ক্ষীপ্রহস্তে গুলি করণ ও হতাহত হইয়া সৈন্যগণের পলায়ন।]

মেহেরা। হাঃ—হাঃ—　　[উন্মত্তভাবে প্রস্থান।

সুজা। মেহেরা—মেহেরা,—মা আমার—

[দেবলের প্রবেশ।

দেবল। ডেকোনা,—ডেকোনা,—মাকে আমার কাঁদ্‌তে দাও? সুজাদ্দৌল্লা, এর প্রতিফল তুমিও পাবে! এখনও ফের,—এখনও ফের্‌বার সময় আছে—

[অভুক্ত-মার্হাট্টা-বালকবালিকাগণের প্রবেশ।]

গীত।

পেটের জ্বালায় প্রাণ যে যায় মা, খেতে দে মা—খেতে দে মা।
ভারতজননী! দৈন্য-পুত্র-কন্যা মোরা, খেতে দে মা—খেতে দে মা।

তুই না কি মা রত্নপ্রসূ—কিছুই অভাব নাই,
যা' নাইকো দেশ-বিদেশে—তোমাতে সবাই,
তুই যদি মা আমাদের,　　কেন এত দুঃখ মোদের ?
আঁখি-নীরে সদাই ভাসি, দেখ্‌তে তবু পাস্‌নে মা ।
হীরে মাণিক পরিস্‌ কত যদি জননী,
পুত্র-কন্যা বস্ত্র-শূন্য কেন জগন্মোহিনী ?
রাখ মা সজ্জা দয়া ক'রে,　　দূর ক'রে দে লজ্জা দূরে,
পদ্মহস্ত বুলিয়ে দিয়ে, আপন কোলে তুলে নে মা ।
সম্ভারে কত ভাণ্ডার তোর যদি গো পূর্ণ,
দাও মা অন্ন অন্নপূর্ণা, কেন মোরা দৈন্য ?
দিন-রাত্তির খেটে খুটে,　　পেটের অন্ন কৈ মা যুটে,
ক্ষুধানলে উদর জ্বলে, আঁধার হেরি নয়নে মা ।
যদি তোর ধুলী মুঠি, সোনা হ'য়ে ওঠে ফুটি,
কেন তবে দুঃখের মুখে, ভুগি ভাই ক'টী ?
বল মা ত্বরা কোন্‌ পাপে,　　দুর্ব্বল মোরা ধরামাঝে,
লক্ষ বীর ধরিস্‌ গর্ভে—কোথায় শক্তি অতুল মা ।
বিলিয়ে দিয়ে ঘরের রত্ন—হ'লি দুঃখিনী,
আছ্‌ড়ে মেরে ছেলে মেয়ে—সাজলি পাষাণী ;
শিউরে উঠি কার্য্য দেখে,　　জানাই তোরে ডেকে ডেকে,
সোণার মাটী—কেবল মাটী, ক'রে দিলি কোন দোষে মা ।

বালকবালিকাগণ । দু'টী খেতে দেবে ? আমরা ভিক্ষা চাইনা—ওগো তোমরা শুধু আমাদের দু'টো খেতে দাও !—বেশী খাবনা—ওগো, আজ আমরা দু'দিন খেতে পাইনি—আমাদের কিছু খেতে দাও—খেতে দাও—

দেবল । মনে রেখো সুজাউদ্দৌল্লা, তোমাকেও একদিন এদেরই মত হাত পাত্‌তে হবে ! সেদিন আস্‌ছে—বেশী দূরে নাই—

সুজা। ঐ—ঐ সকলে আমার দিকে, করুণ-নয়নে চেয়ে আছে—অপরাধী আমি—অনর্থের মূলই আমি—অভিশাপ দিওনা—অভিশাপ দিওনা—বুকের রক্তে এর প্রতিকার ক'র্‌বো। আফগান-সম্রাট, এ রাজ্য কার?

আমেদ। এ রাজ্য আমার। সমস্ত রাজত্ব ব্যয়ে আজ আমি ভারত-বিজেতা—আমিই এর অধিকারী।

সুজা। পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি স্মরণ করুন! কোরাণ স্পর্শে, আল্লার পবিত্র নামে, একদিন যা' আপনারই মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল—; স্মরণ করুন—যুদ্ধজয়ে ভারত-সিংহাসন যুবরাজ শা-আলমের।

আমেদ। ও একটা কথার কথা! তোমাদেরই দ্বারা তোমাদেরই সর্ব্বনাশ করাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য—আজ তা সফল।

সুজা। বটে, তবে অস্ত্র ধরে ভারত-বিজেতার পূর্ণ নাম গ্রহণ করুন? এখনো আমরা জীবিত—

আমেদ। উত্তম, তিনভাগ গেছে—একভাগ আছে—তাও শেষ ক'র্‌বো।

দেবল। মনের কোণে স্থান দিওনা আমেদ, এখনো যা' আছে—আফগানকে, এমন কি আফগানিস্থান পর্য্যন্ত চূর্ণ ক'রে দিতে পারে। (বংশীধ্বনি এবং সসৈন্যে বীরমল্ল ও কল্যাণীর প্রবেশ।)

আমেদ। কারসাজি বটে—(বংশীধ্বনি।)

[একদল আফগান সৈন্যের প্রবেশ।]

সুজা। তা' হ'লে চুপ ক'রে থাকা ভাল নয়। (বংশীধ্বনি ও নবাবী-সৈন্যের প্রবেশ।)

আমেদ। উত্তম! অস্ত্রের আঘাত মানাবে বেশ। যুদ্ধ কর। আফগান—এখনও শত্রু জীবিত—ভারতের মাটী রঞ্জিত কর!

(পছন্দখাঁর প্রবেশ।)

পছন্দ। আত্মসমর্পণ ক'রে আপন ভুলের সংশোধন কর আমেদ! সৈন্যগণ, আর কেন, ছদ্মবেশ ত্যাগ কর!

[সৈন্যগণের তথাকরণ।

আমেদ একি?

পছন্দ। আশ্চর্য্য হ'য়োনা আমেদ! তুমি যেমন আমাদের প্রতারিত ক'রে জয়ী হ'য়েছ—আমরাও ঠিক তেমনি তোমার উপর টেক্কা মারবার জন্য, তোমার অবশিষ্ট সৈন্যগণকে বন্দী ক'রে, তাদেরই পোষাকে আমার সৈন্যগণকে সাজিয়ে, তোমার ব'লে রেখেছি—এখন বোধ হয়,—দেনাপাওনা শোধ—।

আমেদ। কি শয়তানি—!

বীরমল্ল। অস্ত্র গ্রহণ কর্ শয়তান—!

সুজা। এখনো আত্মসমর্পণ করুন—নতুবা—

আমেদ। আত্মসমর্পণ—কখনই না।

[যুদ্ধ—আমেদশার পরাজয়—সৈন্যগণ তাঁকে বন্দী করিল এবং বীরমল্ল আহত হইল।]

কল্যাণী। একি—কোথায় লেগেছে ভাই—

বীরমল্ল। চল ভগ্নি—কার্য্যশেষ—

[কল্যাণীর স্কন্ধে ভর দিয়া বীরমল্লের প্রস্থান।

সুজা। নিয়ে যাও? শান্তি স্থাপন পর্য্যন্ত এইভাবে থাকতে হবে—তারপর বিচার—

আমেদ। তোমার বিচার— [আমেদশা ও সৈন্যগণের প্রস্থান।

সুজা। যাও ভাই সব! ভ্রাতৃগণের সৎকার কর! এ রাজ্য কেবল মুসলমানের নয়—হিন্দুরও নয়—হিন্দু-মুসলমান—উভয়ের—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পল্লীপথ।

(ভিক্ষুকগণ।)

গীত।

যেদিন উদিল ভারত-জননী, কনক-কীরিট পরিয়া।
আপনি সাগর ধরিল রে তান, উল্লাসে হরষে নাচিয়া।
সুনীল আলোকে গগণ পুলকে গন্ধে উঠিল ভরিয়া,
পবন উল্লাসি বহে দিশি দিশি গুণরাশি গাহিয়া,
সেদিন হরষে ত্রিভুবন হাসে পদে পড়ে ফুল ঝরিয়া ;
আজিরে আসিল একিরে কুদিন গিয়া সে সুদিন চলিয়া।
অনাচারে দেশ গেল ডুবি—পাপের ডঙ্কা উঠিল বাজিয়া,
আজিরে শুধুই নাহিরে হরষ—বিষাদে গিয়াছে ভরিয়া।

তৃতীয় দৃশ্য।

শ্মশান-ভূমি।

[যমুনা-তীরে সারি সারি চিতা জ্বলিতেছে। কতিপয় মার্হাট্টা বিশ্বাসরাওয়ের শব স্নাত ও নববস্ত্রাদি পরাইয়া চিতার উপর স্থাপন করিতে যাইতেছেন, এমন সময় মেহেরার গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।]

গীত।

আমি, ঘুরি নিশিদিন খুঁজিয়া তোমারে।
তুমি, তবু কেন দেখা দাওনা আমারে।
কি দোষে হ'য়েছ বাম, বল না ফুকারি ;
ধরা দাও—দেখা দাও—করুণা বিতরি!

আমি, চরণে লুটিয়া ক্ষমা　　　　লইব মাগিয়া তব
যদি দেখা পাই তোমারি ;—
আমি, হেরিব নয়ন ভরে　　　　রাখিব হৃদয়ে ধরে
ছাড়িব না কভু, দেবতা আমার—
পেলে গো তোমারে ।
আমি, পথের ভিখারী　　　　তোমার লাগিয়া
এস প্রভু, এস ফিরে,
এস, সাধনা-কামনা-　　　　বাঞ্ছিত-ধন
এস ফিরে নিজ ঘরে,
আমি, আদর করিয়া　　　　লইব বরিয়া,
তুলিয়া হৃদয়োপরে ;—
হে মোর দেবতা—এস গো আবার ফিরে ।

[সহসা বিশ্বাসরাওএর মৃতদেহ জড়াইয়া ধরিলেন—
মার্হাট্টারা সরিয়া দাঁড়াইলেন ।]

মেহেরা । এই যে—এই যে তুমি, মরণের পারে এসে দাঁড়িয়েছ, আর আমি এখন যে তোমার চরণতলে পৌছিতে পারিনি। ওগো, সঙ্গিনীকে তোমার একা ফেলে যেওনা। তার সব অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে, তোমার সাথী ক'রে নাও—তোমা-হারা হ'য়ে, একমুহূর্ত্ত যে আমি থাকতে পারবো না— আমিও তোমার সঙ্গে যাব'—

[চিতার উপর বিশ্বাসের দেহ শোয়াইয়া দিয়া স্বয়ং তাহার পা দু'খানি কোলের উপর লইয়া বসিলেন। এবং অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় বিশ্বাসের মুখের দিকে অপলকনেত্রে চাহিয়া রহিলেন। তদবস্থায় মার্হাট্টাগণের প্রতি ।] এইবার পুত্রগণ, তোমাদের কার্য্য কর !

মার্হাট্টাগণ । মা—

মেহেরা। অবাধ্য হ'য়োনা—আদেশ পালন কর! বুঝ্‌তে পারছ' না—তাঁকে অনেকদূর যেতে হবে;—দাসি সঙ্গে না থাক্‌লে, পথে যে তাঁর কষ্ট হবে—শ্রান্ত হ'লে সেবা-শুশ্রূষা ক'র্‌বে কে?—

[মার্হাট্টারা চিতায় অগ্নি প্রদানোদ্যত।]

(শা-আলমের প্রবেশ।)

শা-আলম। ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও মার্হাট্টাগণ! জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে মেরো না! [মার্হাট্টারা নিরস্ত হইলেন।

মেহেরা। বাধা দিওনা শা-আলম্। তুচ্ছ এক রমণীর স্মৃতি মুছে ফেলে, কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মী সেজে নিজের কর্ত্তব্য কর গে।

শা-আলম। পাষাণি! লক্ষ্যশূন্য জীবন নিয়ে, কেমন ক'রে বেঁচে থাক্‌বো—তুমিই যে আমার সব—

মেহেরা। পরস্ত্রী আমি—একি আচরণ তোমার? লম্পটের লালসা নিয়ে, সতীর সর্ব্বনাশ করা, তোমার পক্ষে কত অন্যায়; তাকি ভেবে দেখেছ? প্রেমের স্থানে কামের আসন নয়—

শা-আলম। একদিন নিজমুখে স্বীকার ক'রেছ—ভালবাস্‌তে—

মেহেরা। হাঁ, বাস্‌তেম; বাস্‌তেম কেন—এখনও বাসি। ভায়ের প্রতি ভগ্নির যেমন ভালবাসা—তেম্‌নি। যাও ভাই শা-আলম্, আমার কর্ত্তব্যে বাধা দিও না। সহস্রবার বাধা দিলেও, আর আমায় পথভ্রষ্ট ক'র্‌তে পার্‌বে না। স্বামী যেই পথে, আমি সেই পথেই যাব। এ সতীর ধর্ম্ম—রমণীর গর্ব্ব! স্বামিন্—প্রভু! পরলোকে তোমার সন্ধানে যাচ্ছি—দেখা দিও নাথ!—পুত্রগণ—(ইঙ্গিত)

[মার্হাট্টারা চিতায় অগ্নি প্রদান করিলেন—অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল—তখনও মেহেরা বিশ্বাসের মুখের দিকে চাহিয়া।]

শা-আলম। সর্ব্বনাশি, তোর মনে এই ছিল! (হস্ত দ্বারা চক্ষু আবৃত)

(সুজাদ্দৌল্লার প্রবেশ

সুজা। মেহেরা, মা আমার, অন্ধ পিতার নয়নের মণি,—আর একবার দেখা দিয়ে যা মা! কই—কই—শা-আলম্—আমার মা কই—(শা-আলমের অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ) ও হো—হো, মেহেরা—সব শেষ—(অবসন্ন ভাবে বসিয়া পড়িলেন।) বড়ই অত্যাচার ক'রেছি মা, তাই ফাঁকি দিয়ে চলে গেলি মেহেরা,—তোর এই বুড়ো বাপকে ক্ষমা চাইবার অবসরও দিলিনি মা—(কপালে করাঘাত।)

চতুর্থ দৃশ্য।

পুণা-নগর-তোরণ-সম্মুখ।

[হাঁপাইতে হাঁপাইতে মলহররাও ও পিলাজীরাওয়ের প্রবেশ।]

মলহর। আরতো অগ্রসর হ'তে পার্ছি না গাইকোয়ার! অস্ত্রাঘাতে অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত—রক্তস্রাবে দেহ অবসন্ন। অসহ্য বেদনা—শত বৃশ্চিকের মত দংশন ক'র্ছে। জিঘাংসা—চিতাগ্নির মত শতশিখা বিস্তার ক'রে, ধূ ধূ জ্বল্‌ছে। কি বল্‌বো—সম্বল নেই—পদমাত্র অগ্রসর হবার ক্ষমতা নেই।

পিলাজী। নিরাশ হ'য়োনা সখা! স্থির হও—নবীন উৎসাহে বুক বেঁধে অগ্রসর হও! এ দুর্দ্দিন কেটে গিয়ে, আবার সুদিনের উদয় হবে।

মলহর। তোমার কথা যুক্তিসঙ্গত—কিন্তু অকূল-পাথারে প'ড়ে, সামান্য তৃণ অবলম্বন ক'রে, কে থাক্‌তে পারে গাইকোয়ার? নিরাশায় যে আমার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে ভাই!

পিলাজী। আর ভয় নেই। ঐ দেখ, পুণা-নগর-তোরণ-সম্মুখে উপস্থিত আমরা।

মলহর। পুণা—পুণা—পুণা-নগর-তোরণ—!

পিলাজী। হাঁ সখা, সত্যই পুণা। চেয়ে দেখ, চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন কর!

মলহর। তাইত গাইকোয়ার! অন্তর আমার আশায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠ্‌ল—আবার আমি সামর্থ্য ফিরে পাচ্ছি। কিন্তু, কি যেন এক অজানিত আঘাতের ব্যথা অনুভব ক'র্‌ছি।

পিলাজী। চল পেশোয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।

মলহর। পেশোয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ! গাইকোয়ার, কোন্ লজ্জায় সেখানে যাবে—কেমন ক'রে মুখ দেখাবে—আর কেমন ক'রেই বা বল্‌বে—যে, আত্মীয়-স্বজনে বিসর্জ্জন দিয়ে, নিজের কলঙ্কিত—হেয় প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছি? সে কথা শুনে, পুনার বাল-বৃদ্ধ যুবা-নারী কি বল্‌বে—মহারাষ্ট্র-বীরাগ্র-মণ্ডলী কি বল্‌বে—আর রাজা-রাণীই বা কি বল্‌বে? দেহের পতন অনিবার্য্য—উচিত ছিল, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করা। তাহ'লে বীরের সম্মান লাভ ক'রে, বীরত্বের পূর্ণছবি জগতের সম্মুখে ধ'রে, চির-স্বর্গ-সুখভোগ করা যেত'। আমরা তা পার্‌বো কেন—আমরা যে কাপুরুষ!—

[যষ্টির উপর ভর দিয়া সিন্ধিয়ার প্রবেশ।]

মহাদেব। ঠিক ব'লেছ বন্ধু, আমরা কাপুরুষ! শত—সহস্র জিহ্বা না বল্‌লেও, ইতিহাস ব'ল্‌বে—কাপুরুষ। কাপুরুষ হোলকার—কাপুরুষ গাইকোয়ার—আর কাপুরুষ আমি—এই হতভাগ্য সিন্ধিয়া।

মলহর। য়্যাঁ—সিন্ধিয়া!

মহাদেব। আশ্চর্য্য হ চ্ছ যে বন্ধু! বিশ্বাস হ'চ্ছে না? পালিয়ে এসেছি—কুকুরের মত লেজ গুটিয়ে পালিয়ে এসেছি—শৃগালের বিষ-

দাঁতের ভয়ে! প্রিয় অশ্ব-সাহায্যে নিজের প্রাণ রক্ষা ক'রেছি, কিন্তু, অশ্বের প্রাণ রক্ষা ক'র্‌তে পারিনি—পথে সেই বিশ্বস্ত বন্ধুর মৃত্যু হয়। শেষে, খঞ্জের শেষ-অবলম্বন, এই দণ্ড ধ'রে এসেছি। যখন কালামুখ নিয়ে এসেছি—তখন দেখান ভিন্ন উপায় নাই!

মলহর। এর চেয়ে যে মৃত্যু ভাল ছিল!

মহাদেব। কি ক'র্‌বো—কালি যখন মেখেছি, তখন একটু বেশী ক'রেই মাখি!

পঞ্চম দৃশ্য।

প্রান্তর-প্রান্তে শিবির।

(রুগ্নশয্যায় বীরমল্ল ও পার্শ্বে উপবিষ্ট কল্যাণী।]

কল্যাণী। এখন স্থির হ'য়ে একটু ঘুমুচ্ছে—ঘুমুক। আঘাত বড় সাংঘাতিক—ঔষধাদির দ্বারাও ক্ষতস্থান আরোগ্য হ'চ্ছে না, বরং মন্দের দিকে বেশী অগ্রসর হচ্ছে। বক্ষের ক্ষত যদি শীঘ্রই নিরাময় না হয়, তা'হ'লে জীবনের আশা অতি অল্প; এমনকি, অত্যল্প উত্তেজনায় মৃত্যুসম্ভাবনা। মুখ পাণ্ডুর—চেয়ে দেখ্‌লেই স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারা যায়—দীপ তৈলশূন্য হ'য়ে আস্‌ছে। কি কুক্ষণে পা বাড়িয়েছিলাম—

বীর। দিদি?

কল্যাণী। কি ভাই! বড় কষ্ট হ'চ্ছে কি বীর?

বীর। কষ্ট—কই না। আমার জন্য তুমি এত উদ্বিগ্ন হ'চ্ছ কেন দিদি? এতে যদি আমার মৃত্যু হয়—সে ত গৌরবের! এমন ভাগ্য কয়জনের হয় দিদি, যে নিজের দেশের জন্য প্রাণ দান করে?

কল্যাণী ! ষাট্—অমন কথা মুখে আনিস্ নি বীর। ভগবান্ একলিঙ্গ দেবের কৃপায়, শীঘ্র শীঘ্র নিরোগ হ'য়ে ওঠ ভাই—বৃদ্ধ পিতা আমাদের আশাপথ চেয়ে আছেন যে—

বীর। (স্বগতঃ) তুমি আমার ভাবনা ভেবে ভেবে, নিজেকে ভুলে গেছ আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে, অস্থিসার হ'য়েছ ; হায়রে ভগ্নির হৃদয় ! যে স্নেহসুধায় আমায় সঞ্জীবিত ক'রে রেখেছ—জানি না—আর কতদিন তুমি আমায় এমনভাবে ধ'রে রাখ্‌বে—

কল্যাণী। কি ভাব্‌ছ বীর, পিতার কথা ? তাঁর উপর রাগ করিস্‌নি ভাই—তিনি বৃদ্ধ—

বীর। তোমার ঐ কেমন সন্দেহ দিদি ! আমি কি ভাব্‌ছি—জান ?

কল্যাণী। কি—?

বীর। আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি—তাই ভাব্‌ছি—

কল্যাণী। দুঃস্বপ্ন ? কি শুনি—

বীর। সে বড় ভয়ানক দৃশ্য ! দেখলেম্—দেশের লোকই দেশের মহাশত্রু—আত্মম্ভরিতায় মত্ত হ'য়েই, দেশের সর্ব্বনাশে ব্যস্ত তারা। এদের মস্তকে বিধাতার অভিশাপ—বজ্ররূপে পড়্‌বে না ত পড়্‌বে কাদের – (রক্তবমন।)

কল্যাণী। ওকি ?—স্থির হ ভাই—

বীর। (সাম্‌লাইয়া) আত্মকলহে শক্তিক্ষয় না ক'রে, যদি বহিঃশত্রুর আগমনের পথরোধ ক'রে দাঁড়াত, তাহ'লে এমন প্রবল ঝটিকা বার বার দেশের বক্ষ আলোড়িত—বিধ্বস্ত ক'রে, দেশের দুর্দ্দশার চরম ক'রে দিতে পার্‌তো না।

(রক্তবমন।)

কল্যাণী। (বীরমল্লের মুখ চাপিয়া ধরিয়া) চুপ কর বীর, চুপ কর!

বীর। এমনি অন্ধ তারা, সেদিকে তাদের আদৌ লক্ষ্য নেই—এই আত্মবিরোধী জাতির উত্থান কোথায়?—পতন অবশ্যম্ভাবী—

[পুনঃ পুনঃ রক্তবমন।

কল্যাণী। ও কি! অমন ক'রছ কেন বীর?—

বীর। যাদের মধ্যে এত হীনতা—এত খলতা—তাদের—(প্রবলবেগে—রক্তবমন ও হাঁপাইতে হাঁপাইতে) দিদি—জল—(অবসন্ন হইয়া পতন।)

কল্যাণী। (জল আনিয়া) বীর—বীর,—জল—খাও

বীর। (ক্ষীণকণ্ঠে) ব—ড়—ম—ন্—ত্র—ণা—দি—দি—চ—ল্—লে—ম্— (মৃত্যু।)

কল্যাণী। বীর—বীর,—কোথা যাও— (পতন ও মৃত্যু।)

(সূর্য্যমল্লের প্রবেশ।)

সূর্য্য। জনৈক সৈনিক দেখিয়ে দিয়ে গেল—এই শিবির (অগ্রসর হইয়া) বড় ভুল বুঝেছিলাম—তাই পুত্র-কন্যা একযোগে গৃহত্যাগ ক'রে, আমার সে ভুল সংশোধন ক'রে দিয়েছে। (সহসা বীরমল্ল ও কল্যাণীকে দেখিয়া) এ্যাঁ—একি—পুত্র—কন্যা, নাই—ই! ভগবান্,—একটা সামান্য চিত্ত-বিভ্রমের—এত বড় শাস্তি—এমন ক'রে দিতে হয়!—হৃদয় যে আমার শূন্য হ'য়ে গেল—হাহাকারে চৌচির হ'য়ে ফেটে যেতে চাচ্ছে—ওঃ!—

[ক্রন্দনাবেগে ফুলিতে লাগিলেন।]

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কক্ষ।

(বালাজীরাও ও পারিষদ্‌গণ।)

বালাজী। সাধনায় সিদ্ধি বিজড়িত। বহুবর্ষের উদ্যমে—বিপুল আয়োজনে—জয়লাভ যদি আমার না হবে, ত' হবে কার? এতদিন সদাশিব হয়ত, আমেদশাকে যমুনার পরপারে দূর ক'রে দিয়েছে। দিল্লীর সিংহাসনে প্রকৃত বিজেতার মত বিশ্বাস আমার ভারত-মুকুট প'রে, বিচারকের মত বিচারক হ'য়ে বসেছে। এ আমি মানস-চক্ষে যেমন দেখ্‌তে পাচ্ছি, অবিলম্বে বাস্তবে পরিণত দেখে, তোমরাও নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে কর্‌বে।

পারিষদ্‌গণ। নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই—

বালাজী। চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত ব্যর্থ ক'রেছি—নতুবা কি হ'তো, বলা যায় না। তবে মা পার্ব্বতী যাকে রক্ষা করেন, চতুর্দ্দিক দিয়ে বিপদ তার ছুটে পালায়।

পারিষদ্‌গণ। তা' ঠিক।

বালাজী। দেবল ছদ্মবেশী মহাপুরুষ—মহাপুরুষের কল্যাণে মহারাষ্ট্রের ইষ্ট-সিদ্ধি।

পারিষদ্‌গণ। তা' একশ' বার—নির্ভুল ক'রে বলা যেতে পারে।

বালাজী। কিন্তু সম্পূর্ণ পরিচয়—

পারিষদ্‌গণ। ঐ ঐ—ঐখানেই যত গোল।

বালাজী। যাক্, যুদ্ধ জয়ের সংবাদটা এলো বলে।

পারিষদ্‌গণ। না এসে কি থাকতে পারে? এতক্ষণ কিন্তু পৌঁছান উচিত ছিল। সন্দেহ কেমন কেমন ক'র্‌ছে।

বালাজী। এ বুঝ্‌তে পার্‌ছ, না—পরিশ্রমের পর একটু বিশ্রামত, চাই।

পারিষদগণ। ঠিক্ ঠিক্—মহারাজের অনুমান ঠিক জায়গায় ঘা' দিয়েছে।

বালাজী। বিদ্রোহীদের দণ্ড একটু বুঝে শুঝে দিতে হবে। কিন্তু রাঘবটা!—তা হোক্—ও বয়সের দোষে এক কাজ ক'রে ফেলেছে।

পারিষদগণ। তা বৈ কি—তা বৈ কি—

বালাজী। নাঃ! লোকে আমায় কি ব'ল্‌বে? আমার পরবর্ত্তী বংশধরেরাই বা কি ব'ল্‌বে? দুর্ব্বলচিত্ত ব'লে ঘৃণা ক'র্‌বে—না, না—কর্ত্তব্যের নিকট স্নেহ বিসর্জ্জন দোব'! রাজা হ'য়ে, বিচারক হ'য়ে, অবিচার ক'র্‌লে চল্‌বে কেন? বিচারকের কাছে রাজা-প্রজা এক। এ প্রলোভন জয় ক'র্‌তে না পার্‌লে, এ স্বার্থত্যাগ না ক'র্‌লে, আমার আদর্শ কেউ নেবে না। এ বৃদ্ধবয়সে পক্ষপাতিত্ব ক'রে, ধর্ম্মভ্রষ্ট হ'তে পার্‌বো না!

পারিষদগণ। তা হ'তেই পারে না। [জনৈক প্রহরীর প্রবেশ।

বালাজী। কি খবর!

প্রহরী। (অভিবাদন) ছোট মহারাজের জনৈক বন্ধু, আপনার নামাঙ্কিত ছাড়পত্র দেখিয়ে, কারাগার হ'তে ছোট মহারাজকে নিয়ে পালিয়েছে।

বালাজী। (সবিস্ময়ে) কি বল্‌ছ প্রহরী, এও কি সম্ভব? নাঃ! মানুষকে আর বিশ্বাস নাই—রাঘবটা যে আমায় বিষম সঙ্কটে ফেল্‌লে—(দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ।) কি খবর?

প্রহরী। (অভিবাদন) পানিপথ হ'তে তিনজন যোদ্ধা এসেছেন।

বালাজী। পানিপথ হ'তে! তিনজন যোদ্ধা! শীঘ্র নিয়ে আয়! (প্রহরীর প্রস্থান।) নিশ্চয়ই এ বিজয়-সংবাদ দিতে এসেছে। (মলহররাও, মহাদেবজী ও পিলাজীরাওএর প্রবেশ।) এস,

এস, বীরগণ! সুসংবাদ দিয়ে উৎকণ্ঠা দূর কর! ও কি, বিষাদ-পাণ্ডুর-মুখে, নতমস্তকে দাঁড়িয়ে কেন? বল, বল, শীঘ্র বল!

পিলাজী। কি ব'ল্‌বো পেশোয়া! দুটী মুক্তা—সাতাশটী সোনার মোহর নষ্ট হ'য়েছে। রূপা, তামার কথা আর কি বল্‌বো—

বালাজী। কি বল্‌ছ—না না রহস্য ক'রনা!

বলহর। না মহারাজ, রহস্য নয়। আফগানের অস্ত্রাঘাতের সংখ্যা দেখে নির্ণয় করুন।

মহাদেব। মহারাষ্ট্রের আত্ম-বিরোধই পতনের মূল।

বালাজী। এঁ্যা! তবে কি সদাশিব, বিশ্বাস নেই—আমার বিরাট বাহিনী নেই?—পুত্র—পুত্র—(পতন ও মূর্চ্ছা।)

[ঈশ্বরীবাইয়ের প্রবেশ।]

ঈশ্বরী। কই, কই মহারাজ। আমার বিশ্বাস কই? এঁ্যা। এ কি! মহারাজের একি অবস্থা! রত্নপালঙ্কে যাঁর স্বস্তি হ'ত'না, তাঁর আজ ধুলায় শয়ন! ওঠ, ওঠ মহারাজ!

বালাজী। কই, কই, বিশ্বাস কই? হা পুত্র, পাণিপথের রক্তসমুদ্রে ডুবে গেলে। ঐ যে, ঐ যে—মা পার্ব্বতীর কোলে আমার বিশ্বাস—দে, দে মা। আমার পুত্রকে ফিরিয়ে দে। পুত্রহারা পিতা আমি—দে মা, দে—(উন্মত্তভাবে বালাজী-রাওএর প্রস্থান।)

ঈশ্বরী। বিশ্বাস—বিশ্বাস—বাপ্ আমার—ফিরে আয়—ফিরে আয়—

[বেগে প্রস্থান।

সকলে। এও চক্ষে দেখ্‌তে হ'ল'। (সকলের প্রস্থান।)

সপ্তম দৃশ্য ।

পুণা—সভাকক্ষ ।

[সিংহাসনের সম্মুখে রাঘব, চাটুকার ও সামন্তগণ দণ্ডায়মান ।]

১ম সামন্ত । কি জন্য আমাদের, রাজসভায় আহ্বান করা হ'য়েছে—তা' জান্‌বার জন্য আমরা বড়ই উৎকণ্ঠিত—রাজভ্রাতা সত্বর আমাদের কৌতূহল নিবারণ ক'র্‌লে আমরা চরিতার্থ হ'ই ।

চাটুকার । তা ম'শায়রা শুন্‌তে পাবেন বৈ কি—শুন্‌তে পাবেন বৈ কি । সেইজন্যেই ত' এত কষ্ট ক'রে, ম'শায়দের এতদূর ডেকে আনা হ'য়েছে ।

রাঘব । সামন্তগণ ! তোমাদের সঙ্গে আমার বিশেষ কোন কথা আছে । যদি ধৈর্য্যচ্যুত না হ'য়ে আমার কথা শোন, তা'হ'লে রাজভ্রাতা আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান ক'র্‌বে ।

চাটুকার । ব্যস্—আর কথা আছে ?

২য় সামন্ত । তার জন্য সঙ্কুচিত হবেন না । আপনার কথা শোন্‌বার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছি ।

চাটুকার । ব'লে ফেলুন—ব'লে ফেলুন । এই একেবারে চোক্ কাণ বুজিয়ে ব'লে ফেলুন ।

রাঘব । শুনে সুখী হলেম । উপস্থিত মহারাষ্ট্ররাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে । যাতে সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হয়, তার জন্য আমি তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করি ।

চাটুকার । এখন ম'শায়দের দয়া—আর আমাদের ভাগ্য—

৩য় সামন্ত । এর জন্য আমরা সর্ব্বদা প্রস্তুত ।

চাটুকার । এই-ই উপযুক্ত লোকের উপযুক্ত কথা ।

রাঘব । সর্ব্বান্তঃকরণে আমি তোমাদের মঙ্গল কামনা করি । গত মহাযুদ্ধে যুবরাজ বিশ্বাসরাও প্রাণবিসর্জ্জন দিয়েছে—পুত্র-

শোকে বর্ত্তমান পেশোয়া উন্মাদ—সুতরাং ন্যায়তঃ সিংহাসন এখন আমার প্রাপ্য।

চাটুকার। প্রাপ্য ব'লে—পৈত্রিক সম্পত্তি যে—

৪র্থ সামন্ত। এ বিষয়ে আমরা রাজভ্রাতার সঙ্গে একমত হ'তে পার্‌লেম্ না ব'লে—বড়ই দুঃখিত। শুধু আমরা ব'লে কেন—মহারাষ্ট্র-রাজ্যের কোন প্রাণী আপনার এই অন্যায় মতের পোষকতা ক'র্‌বে না; পরন্তু আপনাকে পেশোয়াপদে প্রতিষ্ঠিত দেখ্‌লে, তারা প্রকাশ্যে আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'র্‌বে, এ আমরা নিশ্চয় ক'রে বল্‌তে পারি। যেহেতু, আপনি স্বদেশদ্রোহী—স্বজাতিদ্রোহী—একথা তারা খুব ভালরূপেই জানে।

চাটুকার। কে ব'ল্লে শুনি? যে বলে সে মিথ্যাবাদী—এ আমি জোর গলায় শপথ ক'রে বল্‌তে পারি; ওঁর মত স্বদেশভক্ত—স্বজাতিভক্ত আর কেউ আছে? তা' আর থাক্‌তে হয় না—ইস্—

১ম সামন্ত। ন্যায়তঃ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী যুবরাজ মাধবরাও। তিনি আমাদের আহ্বান না ক'র্‌লেও, আমরা পুণাবাসী সকলেই তাঁর পক্ষাবলম্বন ক'র্‌বই—এ ধ্রুব সত্য।

চাটুকার। বেইমানী—বেইমানী—

২য় সামন্ত। আপনি মহারাষ্ট্র-আকাশের ধূমকেতু। আপনারই সৃষ্ট যত অনর্থ, মহারাষ্ট্র-রাজ্য ছেয়ে ফেলেছে—ভবিষ্যতে যে ফেল্‌বে না—তাও বা কে ব'ল্‌তে পারে।

চাটুকার। জ্যোতির্ব্বিদ্ আর কি?

৩য় সামন্ত। পুত্রশোকে বৃদ্ধ-পেশোয়া মৃতকল্প—এ দুঃসময়ে রাজ্যমধ্যে বিপ্লব সৃষ্টি করা কি রাজভ্রাতার কর্ত্তব্য হ'য়েছে—ছি—

[সামন্তগণের প্রস্থান।]

চাটুকার। হুজুর—হুজুর—বেটাদের মাথাগুলো—(কাটিবার অভিনয় করিয়া দন্তে দন্ত ঘর্ষণ।)

রাঘব। এই তো, আমার সম্বন্ধে দেশবাসীর মতামত। প্রকাশ্যে ঘৃণা-ব্যঞ্জক দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে চলে গেল। আর আমি কোন বলে বলীয়ান্ হ'য়ে, এই দুঃসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হ'তে যাচ্ছি— [ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান।]

চাটুকার। দাঁড়ান হুজুর দাঁড়ান। যাক্ বেটারা,—কারোর সাহায্য চাইনা। আপনাকে পেশোয়ার সিংহাসনে বসাবই বসাব। বৃদ্ধ-পেশোয়াকে হত্যা ক'র্‌বো—যুবরাজ মাধবরাওকেও হত্যা ক'র্‌বো—দেখি কোন্ বেটা রাখে—(প্রস্থান।)

অষ্টম দৃশ্য।

পার্ব্বতীমন্দির—বিগ্রহমূর্ত্তি বিরাজিত।

(চাটুকারের প্রবেশ।)

চাটুকার। এইবার দেখাবো পেশোয়া, এই ক্ষুদ্রের প্রতিশোধ কত বড়। ঐ না পেশোয়া আস্‌ছে? এই প্রতিমার অন্তঃরালে লুকাই। জয় মা পার্ব্বতী—কার্য্যসিদ্ধি ক'র দেবী—(লুক্কায়িত হওন।)

[উন্মত্ত বালাজীরাওএর প্রবেশ।]

বালাজী। দে, দে—ফিরিয়ে দে—দে বল্‌ছি রাক্ষসী—আমার পুত্রকে দে! বিশ্বাস, আয় বাপ, তোর হতভাগ্য পিতার কোলে আয়! ওকি দেবী, আমার পুত্রকে নিয়ে কোথায় চলেছ? আমি দোব' না—কিছুতেই দোব' না। তোর অত ছেলে থাকতে, আমার ছেলে নিবি কেন? এখনো দে বল্‌ছি—নইলে তোর মাথা ভেঙে, গুঁড়ো ক'রে দোব।

চাটুকার। পুত্রশোকে পেশোয়া বিকৃত-মস্তিষ্ক। এই চমৎকার সুযোগ—

বালাজী। আমার ছেলে নিয়ে তুই হাস্‌বি—খেল্‌বি ; আর আমি কেঁদে কেঁদে বেড়াব। ঐ ঐ—বিশ্বাস আমার কোলে আস্‌তে চাচ্ছে - তুই নিষেধ কর্‌ছিস্‌—খল্‌ খল্‌ হাস্‌ছিস্‌! না, না, মারিস্‌নি—ওকে মারিস্‌নি—আমায় মার। যঁ্যা! কাট্‌লি? ঈর্ষ্যায় আমার ছেলে কাট্‌লি? ও কি সং সাজ্‌লি! তবে নে পাষাণী, পুত্রশোকাতুর পিতার রক্তে, একটু ভাল ক'রে সাজ— (জানুপাতিয়া উবেশন।)

চাটুকার। বাঃ!—(পেশোয়ার বক্ষে ছুরিকাঘাত করন।) ঐ কার পায়ের শব্দ শুন্‌তে পাওয়া যাচ্ছে—না? না বাবা, এইবারে পালাই—কি জানি কখন বাবা, কাঁচা মাথাটা কাঁধ থেকে খসে পড়ে—(পলায়ন।)

[উন্মত্তা ঈশ্বরীবাইএর প্রবেশ।]

ঈশ্বরী। কই মহারাজ, আমার বিশ্বাস কই—কোথায় তাকে লুকিয়ে রেখেছ—একবার দেখাও! বিশ্বাস, বাপ্‌ আমার, একবার আয়—একবার দেখা দে—প্রাণভ'রে দেখি। ঐ যে—চাঁদ-মুখখানি তোর শুকিয়ে গেছে—আহা—হা—আতপতাপে এতটুকু হ'য়ে গেছে। ফিরে আয়—ফিরে আয়—আর ভারত-সিংহাসনে কাজ নেই! ভিক্ষা ক'রে খাওয়াব—গাছতলায় বাস ক'র্‌বো—তবু তোকে ছাড়্‌বোনা—বাপ্‌রে বুক যে আমার ফেটে যাচ্ছে! একি! একি! তুমিও আবার রং মেখেছ? বেশ ক'রেছ। তবে আমিও বাকি থাকি কেন? নে মা—তোর দুঃখিনী মেয়ের রক্তে একটু বেশী ক'রে আল্‌তা পর্‌— (আত্মহত্যা)

[বেগে মাধবরাওএর প্রবেশ।]

মাধব। মা, মা, তুমিও ফাঁকি দিয়ে চলে গেলে। এতই নিষ্ঠুর প্রাণ

তোমার মা ? দাদা গেলেন—বাবাও ফেলে চলে গেলেন—আর কার স্নেহপাদপের স্নিগ্ধছায়ায় দাঁড়াবো। এই জটিল সংসারে কে আমাদের আপন ভেবে কোলে টেনে নেবে। শিশু নারায়ণকে কি ব'লে সান্ত্বনা দোব'। সারাজীবন শুধু জ্বল্‌বার জন্য আমায় রেখে গেলে !

(মুখাবৃত করিয়া ক্রন্দনাবেগে ফুলিতে লাগিলেন।)

[পিলাজী, মলহর ও মহাদেবজীর প্রবেশ।]

পিলাজী। একি—একি দেখ ছি—এযে রক্তের নদী ছুটেছে !

মলহর। হায়, মহারাষ্ট্র-কুল-রবি আজ অস্তমিত !

মহাদেবজী। মহারাষ্ট্র-আশালতা ফলফুলে সুসজ্জিত হ'য়েই, শুকিয়ে গেল !

[হিন্দুযোগী দেবলের প্রবেশ।]

দেবল। (মাধবের প্রতি) বৎস ! শোক পরিত্যাগ কর—প্রজাপালন ক'রে রাজধর্ম্ম রক্ষা কর ? এস—মাতৃমন্দিরে ভায়ের আহ্বানে, মিলিত হবে এস ?

মাধব। চারিদিকে সংসারের বিভীষিকা দেখে, আতঙ্কে প্রাণ আমার শিউরে উঠ্‌ছে। (সকলের প্রস্থান)

নবম দৃশ্য।

পুণা-রাজপথ।

[উদ্‌ভ্রান্তভাবে রাঘবের প্রবেশ।]

রাঘব। এ রাজ্যের এক প্রাণীও আমায় বিশ্বাস করেনা। বিশ্বাস ক'র্‌বে কি—আমি যে স্বহস্তে তাদের হৃদয়ে, অবিশ্বাসের বীজ বপন ক'রেছিলাম—যথাকালে অঙ্কুরিত হ'য়ে, এখন বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হ'য়েছে। তার বিষময় ফল ভোগে, তারাও যেমন জর্জ্জরিত—আমিও তেম্‌নি জর্জ্জরিত। কেন এমন

হোল? কোন্ মায়াবীর মায়ামন্ত্র-প্রভাবে, আমায় এমন পশুত্বে পরিণত ক'রে ছেড়ে দিলে। কোন দুরাশা-রাক্ষসী আমায় এমন রাক্ষস করে তুল্‌লে। এমন তো ছিলাম না আমি! আগে যারা আমার সাহচর্য্য লাভে লালায়িত হোত, এখন তারাই আমায় বিষধর সর্প বোধে দূরে অবস্থান ক'র্‌ছে। আর রোষ-কষায়িত লোচনে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে—যেন বোধ হ'চ্ছে, আমিই তাদের সর্ব্বনাশের মূল। এই ঘৃণিত—লাঞ্ছিত জীবন বহন অসহ্য হ'য়ে উঠেছে—(উন্মত্তভাবে পদচারণা) নাঃ!—তার চেয়ে এর শেষই ভাল!

(অসি উন্মোচনোদ্যত।)

[রক্তাক্ত ছুরিকাহস্তে চাটুকারের প্রবেশ।]

চাটুকার। কেমন প্রতিশোধ!—হাঃ—হাঃ—হাঃ! পেশোয়াকে তো হত্যা ক'র্‌লেম্। যুবরাজ মাধবরাওকেও হত্যা ক'র্‌বো,—কারোর সাহায্য চাই না,—ছোট মহারাজকে পেশোয়ার সিংহাসনে বসাবই—বসাব। তারপর আমাদের যে যেখানে আছে, সকলের একটা সুবিধা না ক'রে, ছাড়্‌ছি না—

রাঘব। কি বল্‌ছিস্ উন্মাদ?

চাটুকার। এই যে মহারাজ। আসুন—আসুন,—শীঘ্রই আসুন, এখনই আপনাকে পেশোয়াপদে বসিয়ে, তবে অন্য কথা। বিশ্বাস হ'চ্ছে না?—এই রক্তমাখা-ছুরি দেখে বিশ্বাস করুন যে, আমিই পেশোয়াকে হত্যা ক'রেছি—

রাঘব। পেশোয়াকে হত্যা ক'রেছ?

চাটুকার। শুধু তাই-ই নয়! যুবরাজ মাধবরাওকেও হত্যা ক'র্‌বো। আপনার পথের কণ্টক—একটাও রাখছি না—

রাঘব। পাষণ্ড! ক'রেছিস্ কি? যে কর্ত্তব্যে কঠোর—স্নেহে

কোমল। যার সিংহাসন দেশবাসীর হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত—যার কাছে আমারা শত সহস্র অপরাধে অভিযুক্ত—যে ইচ্ছা ক'র্‌লে আমাদের চরম দণ্ডে দণ্ডিত ক'র্‌তে পার্‌তো। তা না ক'রে যে আমাদের ক্ষমা ক'র্‌লে,সেই দেবোপম ভ্রাতাকে উন্মাদ পেয়ে হত্যা ক'র্‌লি—কৃতঘ্ন কুক্কুর! তোর এই মহা-পাপের শাস্তি—(চাটুকারকে ভূপাতিত করিয়া তদুপরি উপবেশন এবং বক্ষোপরি তরবারি স্থাপন।)

চাটুকার। দোহাই মহারাজ! আমাকে হত্যা ক'রবেন না—আমি আপনারই জন্য— (কাতরোক্তি)

রাঘব। (বামহস্তে গলদেশ টিপিয়া ধরিয়া) তোরাই আমাকে দেবত্বের সিংহাসন হ'তে নাবিয়ে এনেছিস্। দেশবাসীর ভক্তিশ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলী হ'তে, আমায় বঞ্চিত ক'রেছিস্। স্তোক্‌বাক্যে আমার মস্তক চর্ব্বণ ক'রে নিজেদের সুখ-স্বচ্ছন্দের সুবিধা ক'রে নিতে—বিশ্বাসঘাতক! -(তরবারি বসাইয়া দিলেন) তোদের মত নরাকারে পশুর, জীবন বহন ক'রে, পৃথিবীর ভার বাড়িয়ে, কোন লাভ নাই বরং অলাভই বেশী—

চাটুকার। (মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে) উঃ! প্রা—ণ—যা—য়—জ্ব—লে—গে—ল—জ্ব—অ—ল— (মৃত্যু)

রাঘব। (উত্থিত হইয়া) এই ত জীবন! যার পরিণাম—স্পন্দনহীন—উত্তাপহীন জড়বৎ মাংসপিণ্ড! এই দেহের এত গর্ব্ব—এত অহঙ্কার—এত হিংসাদ্বেষ। (পরিক্রমণ) দুরাশা মানুষকে পাগল ক'রে তোলে—ধ্বংসের মুখে ঠেলে নিয়ে যায়। (পরিক্রমণ) এই দুরাশার কুহকমন্ত্রে দেশের—জাতির

সর্ব্বনাশ ক'রে, জীবন দুর্ব্বহ ক'রে তুলেছি—এ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত এই—

(তরবারি নিজ গলদেশে আঘাত করিতে উদ্যত।)

[বেগে মাধব রাওএর প্রবেশ।]

মাধব। (রাঘবের হস্তধারণ) এর নাম প্রায়শ্চিত্ত নয় কাকা, এর নাম আত্মহত্যা—মহাপাপ। যে ভুলে দেশের—জাতির যে ক্ষতি ক'রেছ—সেই ক্ষতিপূরণই তার প্রায়শ্চিত্ত।

রাঘব। তার অবসর আর নাই। কেউ আর আমার সাহায্য চায় না।

মাধব। কেউ না চায়—আমি চাই। আমি তার অবসর ক'রে দোব'। পিতৃহারা—মাতৃহারা—ভ্রাতৃহারা আমি—আমার অনুরোধ—

রাঘব। আমার বংশের আলো—নয়নের আলো—

(বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।)

ক্রোড় অঙ্ক।

উজ্জ্বল দৃশ্য।

(মাতৃমন্দির)

[রত্নসিংহাসনে ভারতমাতা ও দুই পার্শ্বে লক্ষ্মী সরস্বতী আসীনা
নীচে দুইখানি সিংহাসনে শা-আলম ও মাধবরাও উপবিষ্ট।
হিন্দুযোগী দেবল ও মুসলমান দরবেশ পছন্দ খাঁ,
মলহর, পিলাজী, মহাদেবজী, সুজাদ্দৌল্লা,
নজিবুদ্দৌল্লা ও হিন্দু-মুসলমান-
সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে
দণ্ডায়মান।]

(সমবেত গীত)

আমরা মায়ের ছেলে,—
আয়রে ভাই সবাই মিলি মাতৃমন্দিরে।
ক'র্‌বো না আর হেঁসাহিঁসি,
ক'র্‌বো না আর দ্বেষাদ্বেষি,
ঝগড়া-ঝাঁটি বিদায় দিয়ে—
মোরা মিল্‌বো পরস্পরে।
এক হ'য়ে সব ভাই ক'টী
পূজবো মায়ের চরণ দু'টী
মিল্‌বে তখন হৃদি দু'টী—
চিরদিনের তরে।

ভারতমাতা। এস হিন্দু, এস মুসলমান, একই মায়ের দু'টী সন্তান— জননীর আশীর্ব্বাদ লও, তোমরা জগদ্‌বরেণ্য হও। তুমি দাও দেবী ধনধান্যে পূর্ণ ক'রে আর তুমি দাও দেবী জ্ঞান-বিজ্ঞানে ধন্য ক'রে।

লক্ষ্মী } তথাস্তু।
সরস্বতী }

দেবল। এস ভাই, আজ এই আনন্দের দিনে, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের শুভক্ষণে, জীবনের সাধ মিটিয়ে মাতৃপূজা করি।

পছন্দ খাঁ। হাঁ ভাই, এ আমাদের জীবনের মহান্ কর্ত্তব্য। বহু দিনের সাধনায় আজ সিদ্ধিলাভ ক'রেছি। (আলিঙ্গন)

শা-আলম। আজ হ'তে হিন্দু আমার ভাই, আমি হিন্দুর ভাই।

মাধব। মুসলমান আমার ভাই, আমি মুসলমানের ভাই।

(আলিঙ্গন)

সুজাদ্দৌলা। দুঃখ ত্যজ মারহাট্টা, অতীতকে স্মরণ ক'রে বিষাদের সাথী হ'য়োনা। সত্য বটে, অনেক শক্তির অপচয় হ'য়েছে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যা' পেয়েছি, সারা দুনিয়া পর্য্যটনে তা' পাওয়া কঠিন। একতা নামে দুর্লভ বস্তুর আজ আমরা অধিকারী।

মলহর। তুমিই মাতৃসেবক। মায়ের কাজ তুমিই ক'রেছ।

পেশোজী। হে নিঃস্বার্থ কর্ম্মবীর! তোমার মহান্ চরিত্রের আদর্শ প্রত্যেকের অনুকরণীয়!

মহাদেবজী। তুমিই আজ সবার নির্জীব-প্রাণে সজীবতা এনে যে মন্ত্রের বীজ বপন ক'র্‌লে, কালে তা' অঙ্কুরিত হ'য়ে ফলবান বৃক্ষে পরিণত হ'য়ে শান্তির স্নিগ্ধ-ছায়া দান কর্‌বে।

নাজিবুদ্দৌলা। আজ তোমাদের ভ্রাতৃভাবে বিভোর দেখে এই বৃদ্ধের জর্জ্জরিত প্রাণটা আবার নূতন হ'য়ে ফিরে এল।

সুজাদ্দৌল্লা। এ প্রশংসার অধিকারী জাট-যুবরাজ বীরমল্ল। কিন্তু হায়! তিনি এখন সব প্রশংসার অতীত—

মীরজাফর। জাট-যুবরাজ বীরমল্ল! সূর্য্যমল্লের পুত্র? ধন্য বীর!

(বেগে রাঘবের প্রবেশ!)

রাঘব। যখন মুক্তি দিয়েছ—স্বাধীনতা দিয়েছ, তখন আর আমায় দূরে রেখনা। একটা ভুলে দেব-তুল্য ভাই—বীরবাহু ভ্রাতুষ্পুত্র হারিয়েছি—আর আমায় তোমার নিকট হ'তে বিচ্ছিন্ন রেখনা। আমার বংশের আলো—আমার হাত ধরে আলোকে নিয়ে চল!

মাধব। আসুন পিতৃব্য! পিতৃহারা আমি—সে স্থান আপনি অধিকার করুন—আমার অভিভাবক হোন!

রাঘব। যে ভার আমায় দিলে—বহুনের অযোগ্য হলেও, আমি প্রাণপণে সে চেষ্টা ক'র্‌বো।

শা-আলম। (নবাবের প্রতি) আপনিও আমার পিতৃস্থানীয়, আমার অভিভাবক হ'য়ে আমায় কৃতার্থ করুন?

সুজাদ্দৌল্লা। দীন প্রজার উপর এ গুরুভার কেন সম্রাট্‌!

শা আলম। রাজভক্তের পুরস্কার।

(উভয় সৈন্যদলের জয়ধ্বনি)

[আমেদ শা ওয়ালীখাঁর হাত ধরিয়া লইয়া প্রবেশ।]

আমেদ। তোমাদের মাতৃমন্দিরে মাথা নত না ক'রে, ফির্‌তে ইচ্ছা হ'চ্ছে না। হিন্দু-মুসলমানে কি চূড়ান্ত মীমাংসা। এ সখ্যতা তোমাদের যদি অচ্ছেদ্য—অটুট থাকে তা'হ'লে আমিই বল্‌ছি;—আর কোন জাতি তোমাদের কেশাগ্র স্পর্শ ক'র্‌তে, হাত তুল্‌তে সাহস কর্‌বে না। এই লোমহর্ষণ যুদ্ধক্ষেত্রের হাহাকার তোমাদের প্রাণ জাগিয়ে দিয়েছে—

দেশের কল্যাণ ডেকে এনেছে—আবার তোমাদের গৃহবাস ক'রেছে। নিজেদের রক্তপাতে রক্তের প্রয়োজন বুঝেছ। খোদার আশীর্ব্বাদে.—আবার তোমরা সগৌরবে মাথা তুলে দাঁড়াও।

সুজাদ্দৌল্লা। গোস্তাকী মাপ্ ক'র্‌বেন সম্রাট্! আপনিই আমাদের চক্ষু ফুটিয়ে দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ আমরা আপনার ক্ষতিপূরণ ক'র্‌বো—যদি আপনি প্রতিজ্ঞা করেন - আর কখন ভারত আক্রমণ ক'র্‌বেন না?

আমেদ। তোমাদের একপ্রাণতায় আমি সন্তুষ্ট হ'য়েছি। তোমাদের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্; ভারত-বিজেতার নাম হ'তে আমেদ শার নাম মুছে যাক্। এই পুণ্যময় ভারতের পাণিপথ ক্ষেত্রে প্রিয়তমা পত্নী—প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর পুত্রের সমাধি রেখে চল্লেম। তাঁদের স্মৃতি চিরস্মরণীয় রাখ্‌বার জন্য, যাবজ্জীবন আক্রমণকারীর রূপ ধ'রে, আর ভারতে পদার্পণ ক'রবো না। যেদিন এ প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হবো, সেইদিন এই "যুদ্ধ-ক্ষেত্রে" যেন আমার মৃত্যু হয়।